নবম অধ্যায় ঃ

জলমহাল, বালুমহাল ও ফেরী ব্যবস্থাপনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন বোর্ড
শাখা নং-৮

নং-৫৮৫/৮-২৮৮/৮৪-স,ম, তারিখঃ ১৯/১১/৮৪ইং

প্রাপক ঃ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
নোয়াখালী।

বিষয় ঃ উপজেলা রাজস্ব অফিস বা তহশিল অফিস এর সংলগ্ন ২০ একরের নীচের বদ্ধ জলাশয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে।

সূত্র ঃ তাঁহার স্মারক নং-২২৪৯/এস তাং ১/১০/৮৪ ইং।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া উল্লেখিত বিষয় জানাইতেছে যে, সরকার কর্তৃক পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপজেলা রাজস্ব কর্মকর্তার অফিস সংলগ্ন ২০ একরের নীচের বদ্ধ জলাশয় উপজেলা পরিষদ কর্তৃক দখল নেওয়া বা নিলাম দেওয়া হইবে না। এইসব জলাশয় সরকারের খাস থাকিবে।

স্বা/-১৯/১১/৮৪
(জয়নাল আবেদীন)
শাখা প্রধান।

নং-৪৮৫/২১(৭০)-৮-২৮৮/৮৪-স,ম, তারিখঃ ১৯/১১/৮৪ ইং।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। উপ-সচিব, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। কমিশনার..... (সকল)।
৪। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ..... (সকল)।

স্বা/-১৯/১১/৮৪
(জয়নাল আবেদীন)
শাখা প্রধান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৭

নং-৭-১৪৮/৮৪(অংশ)-২১০ তারিখঃ ৯/২/৮৬ইং

বিষয় ঃ অত্র মন্ত্রণালয় হইতে জারীকৃত বিভিন্ন আদেশ এর নিশ্চিতকরণ প্রসংগে।

অতি সম্প্রতি লক্ষ্য করা গিয়াছে যে বিভিন্ন জলমহালের উপর অত্র মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত বিভিন্ন সরকারী আদেশ স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক জাল করা হইতেছে এবং ভূয়া আদেশ তৈয়ার করতঃ জেলা প্রশাসকের উপর জারী করা হইতেছে। মন্ত্রণালয় এই ধরণের কেইসের উপর চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর।

এমতাবস্থায় সকল জেলা প্রশাসককে এই মর্মে অনুরোধ করা যাইতেছে যদি অত্র মন্ত্রণালয়ের কোন আদেশের উপর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে, তবে এহেন আদেশ বাস্তবায়নে বিরত থাকিয়া তাৎক্ষণিকভাবে উহা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিগোচরে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

স্বা/- (আব্দুল বারী তরফদার)
উপ-সচিব।

স্মারক নং-৭/১৪৮/৮৪(অংশ)২১০/১(১৩২) তারিখঃ ৯/২/৮৬ই

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণার্থে প্রেরিত হইলঃ-

১। বিভাগীয় কমিশনার .....।
২। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ।

স্বা/- (গাজী মতিউর রহমান)
উর্ধতন শাখা প্রধান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৭

স্মারক নং ভূঃমঃ(জঃমঃনীতি)-শাখা-৭ বিবিধ-৭/৮৭-৩৪৭(৬৪), তারিখ ঃ ২১/৭/৮৭ ইং
৪-৪-৯৪ বাং

প্রেরক ঃ সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রাপক ঃ জনাব
জেলা প্রশাসক ..... জেলা।

বিষয় ঃ পরীক্ষাধীন নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি প্রসংগে।

বাংলাদেশের মোট ১০১০৮টি সরকারী জলমহালের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রচলিত আইন ও নীতি অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। ঐ সকল জলমহাল ব্যবস্থাপনার সাথে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবিকা নির্বাহ ছাড়াও সময়ে সময়ে বোরো জমিতে জলসেচের জন্য কৃষককূল এবং বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য জলমহাল পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অধিবাসীরা জড়িত এবং সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি ও আদায়ের প্রশ্নও বিবেচ্য। তাই বিগত কয়েক বছর ধরে জলমহাল ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

২। সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে ১৯৮০ ইং সালে সকল সরকারী জলমহাল মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত করা হয়। হস্তান্তরের পূর্বে কিংবা পরে বিষয়টির নীতিগত, আইনগত ও হস্তান্তরের শর্তাবলী এবং রাজস্ব সম্পর্কিত বিষয়গুলি গভীরভাবে বিবেচিত হয়নি বিধায় উদ্ভূত সমস্যা, ইজারা প্রদান পদ্ধতি ও বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আপীল শুনানী ও জনসাধারণের ব্যবহার সম্পর্কে জটিলতার উদ্ভব হয়।

৩। জলমহাল ব্যবস্থাপনা, ইজারা, আপীল শুনানী ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে ভূমি সংস্কার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার ১৯৮৩ ইং সনের জুলাই মাসে জলমহালগুলি ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নেন।

ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ীঃ

(ক) ২০ একর পর্যন্ত পুকুর বা ঐ জাতীয় বদ্ধ জলাশয় ব্যবস্থাপনার জন্য উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। জলাশয়গুলো থেকে লব্ধ আয়ের ১% ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রদান সাপেক্ষে বাকী আয় উপজেলা পরিষদ পাবে।

(খ) ২০ একরের উর্ধ্বের জলমহালগুলির ব্যবস্থাপনা ভূমি প্রশাসন বোর্ডের হাতে দেয়া হয় এবং সেগুলো মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে ১৫-১০-৮৪ ইং তারিখে ঐ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা জারী করা হয়।

(গ) যে সকল জলমহাল মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনাভূক্ত রয়েছে সে সব জলমহালের ব্যবস্থাপনা উক্ত মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত থাকবে।

(ঘ) বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলমহালগুলোতে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সকল জলমহালে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য, নমুনা, মৎস্য আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য বিভাগের শর্ত/অধিকার থাকবে।

৪। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশ একর বা তার নিম্ন আয়তনের জলাশয়/জলমহালের ব্যবস্থাপনা উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত হয়েছে।

৫। ইতোমধ্যে মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩৯৩ বাংলা সালে পরীক্ষাধীন নতুন মৎস্য ব্যবস্থানীতি গৃহীত হয়েছে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ১৩৯৩ সালে তাদের নির্বাচিত ১০টি জলাশয়/জলমহালে মৎস্যজীবী লাইসেন্সিং প্রথার প্রবর্তন। এই ১০টি জলমহাল পরীক্ষামূলকভাবে ভূমি এবং মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় যৌথভাবে ব্যবস্থাপনা করবে।

৬। এ ১০টি পরীক্ষাধীন জলমহাল ব্যবস্থাপনায় সরকারের উদ্দেশ্যে কতটুকু অর্জিত ও প্রতিফলিত হচ্ছে এ ব্যাপারে একটি বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছে। মূল্যায়নের বিষয়বস্তু হচ্ছে (ক) প্রকৃত ও দরিদ্র মৎস্যবীজীরা উপকৃত হচ্ছে কিনা (খ) মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা (গ) সরকারের জলমহাল খাতে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা। ঐ মূল্যায়ন উপরোক্ত পরীক্ষাধীন জলমহালগুলিতে বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক ইতোমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। পরীক্ষাধীন ১০টি জলমহালের নাম ও অবস্থা পরিশিষ্ট 'ক'তে সংযোজন করা গেল।

৭। সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, ১৩৯৪ বাংলা সালে প্রতি জেলা থেকে একটি করে জলমহাল পরীক্ষাধীন এই নূতন জলমহাল ব্যবস্থাপনার নীতির অধীনে গৃহীত হবে। সরকারের এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পরিশিষ্ট 'খ' তে বর্ণিত আরও ৫২টি জেলার ৫৬টি জলমহাল পরীক্ষাধীন নূতন জলমহাল ব্যবস্থাধীনে গৃহীত হলো। পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন জলমহাল গ্রহণ করা হয়নি বিধায় মুন্সিগঞ্জ থেকে অতিরিক্ত একটি এবং সুনামগঞ্জ থেকে অতিরিক্ত ৪টি জলমহাল নূতন ব্যবস্থাধীনে আনা হলো।

৮। সরকার আরও সিদ্ধান্ত করেছেন যে, অনধিক ৩ একর আয়তন বিশিষ্ট সকল জলাশয়/জলমাহলগুলি যার ১৩৯৩ বাংলা সনের ইজারা মূল্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার উর্ধ্বে নয় এ সমস্ত জলমহাল জনসাধারণের প্রথাগত অধিকার (Customary right) হিসেবে গোসল করা, কাপড় কাঁচা, প্রয়োজনবোধে মাছ ধরা, জমিতে সেচ সুবিধা কিংবা পাট পচানো ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বার্ষিক একর প্রতি ৫ (পাঁচ) টাকা হিসাবে "৭-ভূমি রাজস্ব জলমহাল থেকে আয়" খাতে জমা দিয়ে এ সমস্ত জলাশয়/জলমহাল ব্যবস্থানা/রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি মন্ত্রণালয়ের ৩০-৬-৮৭ ইং তারিখের ৭-বিবিধ-৮/৮৭-৩২২(৬৪) স্মারকে জারী করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা রাজস্ব অফিসারের সহযোগিতায় এ সমস্ত জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি করবেন যাতে অবৈধ দখলদারগণের কবলে পড়ে জলাশয় বেহাত না হয় এবং জলমহালের শ্রেণী পরিবর্তন না করা হয়।

৯। ৬,৭ ও ৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত জলমহাল/জলাশয় ছাড়া বাকী জলমহালগুলি ১৩৯৪ বাংলা সন থেকে সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয় জারীকৃত জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি অনুযায়ী অবিলম্বে প্রকাশ্য নীলামের মাধ্যমে ইজারা দেবার ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০। ৬ ও ৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরীক্ষাধীন নতুন জলমহাল ব্যবস্থানা নীতির অধীন গৃহীত জলমহালগুলি নিম্নবর্ণিত কমিটি কর্তৃক যৌথভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হবেঃ

(ক) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

(১) জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য
(৩) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	"
(৪) জেলা সমবায় কর্মকর্তা	"
(৫) আঞ্চলিক কর্মকর্তা, কৃষি ব্যাংক	"
(৬) প্রকল্প পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	"
(৭-৮) মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ২ জন প্রতিনিধি (উপনিবন্ধকের মনোনীত)	"
(৯) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর	সদস্য-সচিব

(খ) **উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ**

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার — সভাপতি
(২) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা — সদস্য
(৩) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা — ,,
(৪) প্রকল্প কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড — ,,
(৫) কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপক (যেখানে কৃষি ব্যাংকের একাধিক শাখা বিদ্যমান, সেখানে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মনোনীত ব্যবস্থাপক) — ,,
(৬) মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির একজন প্রতিনিধি (জেলা সমবায় কর্মকর্তার মনোনীত) — ,,
(৭) উপজেলা রাজস্ব কর্মকর্তা — সদস্য-সচিব

১১। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নলিখিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী পালন করবেঃ

(১) প্রতি ২ মাসে অন্ততঃ একটি সভা আহ্বান এবং উক্ত সভার কার্যাবিবরণী লিপিবদ্ধ করে জারীরকরণ।

(২) প্রকৃত গরীব মৎস্যজীবীদের ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে উপার্জন বৃদ্ধির ব্যবস্থাকরণ।

(৩) মৎস্যজীবীদের মৎস্য চাষ ও আহরণের উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

(৪) মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

(৫) জলমহালগুলোর সুষ্ঠু, ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য তদারকিকরণ এবং নিয়মিত পরিদর্শন।

(৬) মৎস্যজীবীদের উপকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মৎস্যজীবীদের সাথে সভা অনুষ্ঠান এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৭) মৎস্যজীবীদের স্বার্থ রক্ষার্থে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৮) জলমহালগুলোতে সঠিকভাবে জরিপের মাধ্যমে সরকারের মালিকানা বহালকরণ।

(৯) অনধিক ৩ একর আয়তন-বিশিষ্ট জলাশয়ের মালিকানা এবং ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। এই সকল জলাশয় সময়ে সময়ে পরিদর্শন।

(১০) ভূমি এবং মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্তৃক নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতির শর্তাবলী পালন নিশ্চিতকরণ।

(১১) বিত্তহীন/ভূমিহীন জনসাধারণকে মৎস্য উৎপাদন ও আহরণে উদ্বুদ্ধকরণ।

(১২) জেলা কমিটির নির্দেশ মত বাৎসরিক ও সাময়িক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন।

(১৩) মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব পালন।

১২। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী পালন করবেঃ

(১) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী তদারকি।

(২) উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীর উপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৩) প্রতি ২ মাসে অন্ততঃ একটি সভা আহ্বান।

(৪) মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন।

(৫) মৎস্যজীবীদের স্বার্থ সংরক্ষণে, ব্যাংক ঋণ প্রদানে কিংবা উপকরণ সরবরাহের কোন অসুবিধা দেখা দিলে তা সমাধানকরণ।

(৬) বাৎসরিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন।

(৭) মৎস্য চাষ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান।

(৮) মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব পালন।

১৩। এ সমস্ত জলমহাল পরীক্ষাধীন হিসেবে গ্রহণ করার পূর্বে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিনামায় নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবেঃ

(১) যেহেতু বিভিন্ন অঞ্চল এবং জলমহালের প্রকার ভেদে নতুন ব্যবস্থাপনা নীতিতে অঞ্চলভিত্তিক অ্যাডজাষ্টমেন্টের প্রয়োজন হতে পারে এবং নীতির প্রয়োগে হেরফেরের দরকার এবং যেহেতু মৎস্য চাষ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও আহরণের ক্ষেত্রে তিন বৎসরের কমে কোন সুষ্ঠু ধারণা ও মন্তব্য আসা অনেক ক্ষেত্রে দুষ্কর; সেহেতু উপরোক্ত জলমহালগুলোতে পরীক্ষাধীন কাল তিন বৎসর বলে গণ্য হবে।

(২) জলমহালগুলোর মালিকানা ভূমি মন্ত্রণালয়ের থাকবে।

(৩) মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় প্রাপ্তব্য রাজস্ব/সালামী "৭-ভূমি রাজস্ব জলমহাল থেকে আয়" খাতে জমা করবে।

(৪) মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় পরীক্ষাধীন জলমহালগুলো কোনক্রমেই সাবলীজ বা অন্য কোন উপায়ে ব্যবহার করতে পারবে না। করলে জলমহালগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রত্যার্পিত হবে।

(৫) জলমহালগুলো নতুন নীতি অনুযায়ী স্থানীয় মৎস্যজীবীদের স্বার্থে এবং মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি ও আহরণের অনুকূল কাজে নিয়োগ করতে হবে।

(৬) ফেরী পারাপারে বা লোক চলাচলে মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ের কোন অধিকার বর্তাড়োনা এবং তারা কোন বাধা দিতে পারবেন না।

(৭) মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও আহরণের ব্যাপারে মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ, উপকরণ সরবরাহ ও ঋণ সরবরাহ উন্নত পদ্ধতির মৎস্য চাষের প্রর্বতন করবে।

(৮) বাৎসরিক লাইসেন্স বা অধিকারপত্র নিরক্ষর জেলেদের হয়রানীর শিকার করতে পারে বিধায়, নির্বাচিত জেলেদের পরীক্ষাধীনকাল দিতে হবে এবং তিন বৎসরের জন্য মৎস্য আহরণ ও মৎস্য উৎপাদনে তাহাদের সমানভাবে ব্রতী ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

(৯) প্রতি বছর জলমহালগুলোর নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে হবে। ভূমি এবং মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করবে।

(১০) তিন বছর পর চূড়ান্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ চূড়ান্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন করবেন। চূড়ান্ত মূল্যায়নের ভিত্তিতে জলমহাল নীতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনসহকারে একটি সুষ্ঠু জলমহাল নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

(১১) জলমহালগুলি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভূমি এবং মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়দ্বয় যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করবে।

১৪। নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতির আওতায় নির্বাচিত জলমহালগুলো মৎস্য বিভাগের জেলা/উপজেলা পর্যায়ের ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের নিকট হস্তান্তরের পূর্বে জেলা প্রশাসন সংযুক্ত চুক্তিনামা অনুযায়ী একটি চুক্তিনামা সম্পাদন করবে। চুক্তিনামাতে সকল শর্তাবলী উল্লেখ থাকবে। জলমহালগুলো চুক্তিনামা সম্পাদন সাপেক্ষে হস্তান্তরের পরেই সংশ্লিষ্ট তহশিল, উপজেলা ও জেলা রাজস্ব অফিসে রক্ষিত সায়রাত রেজিষ্টারে "মৎস্য বিভাগে শর্তাধীনে হস্তান্তরিত হয়েছে" এ' মর্মে রেকর্ড রাখতে হবে। সম্পদিত চুক্তিনামার একটি প্রতিলিপি উপজেলা রাজস্ব অফিসেও সংরক্ষণের জন্য দিতে হবে।

১৫। এ সকল জলমহাল বাবদ রাজস্ব/সালামী/খাজনা প্রচলিত হারে মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জেলা মৎস্য ও পশুপালন অফিসার ভূমি মন্ত্রণালয়ের বরাতে "৭-ভূমি রাজস্ব জলমহাল থেকে সংগ্রহ" খাতে জমা দিবে । প্রতি বাংলা সালের প্রথম মাসের দ্বিতীয় পক্ষের

মধ্যেই লীজঅর্থ উপরোক্ত খাতে জমা দিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের কাছে ট্রেজারী চালানের প্রতিলিপি প্রমাণ স্বরূপ জমা দিতে হবে এবং লীজঅর্থ জমা দেয়া সংক্রান্ত রেকর্ড সায়রাত/জলমহাল রেজিষ্টারে রাখতে হবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। চুক্তির শর্ত মোতাবেক জেলা মৎস্য অফিসার লীজঅর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে কালেক্টর/জেলা প্রশাসক জলমহালের বন্দোবস্ত এবং চুক্তি বাতিল করে দায়মুক্ত অবস্থায় উহা পুনঃগ্রহণ করতে পারবেন। তবে কালেক্টর/জেলা প্রশাসক যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা/বন্দোবস্ত গ্রহীতা এমন অবস্থায় সালামীর টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যা তাঁর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ছিল কালেক্টর/জেলা প্রশাসক তখন বন্দোবস্ত বাতিল না করে জলমহালটি পুনঃগ্রহণ না করে তফশিলী ব্যাংক যে সুদের হারে টাকা ধার দেয় সে হারের চেয়ে শতকরা ৫% ভাগ বর্ধিত হারে বকেয়া সালামীর উপর সুদ ধার্য করে সালামীর টাকা গ্রহণ করতে পারবেন কেবলমাত্র সালামীর টাকা পাওনা হবার তারিখ অতিক্রান্ত হবার ১ (এক) মাসের মধ্যে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে পরিশোধ করলে। পরিশোধের এ সময় কোনক্রমেই বাড়ানো হবে না। সময়মত জলমহালের রাজস্ব জমা দেয়া হচ্ছে কিনা কালেক্টর/জেলা প্রশাসক প্রতি বাংলা সনের শুরুতেই তা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৬। পরীক্ষাধীন নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতির আওতায় গৃহীত জলমহালগুলি লাইসেন্সিং প্রথা প্রবর্তন ব্যতীত উক্ত মন্ত্রণালয় কোনক্রমেই একক ব্যক্তি বা সমিতির নিকট সাবলীজ দিতে পারবে না। চুক্তিনামাতে ঐ শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৭। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি বহির্ভূত বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহরে উদ্দেশ্যে উক্ত জলমহালে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ ও নিজ খরচে তথ্য, নমুনা মৎস্য আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মৎস্য বিভাগের শর্তাধীন অধিকার থাকবে।

১৮। উপরে বর্ণিত নীতিমালার আলোকে পরীক্ষাধীন নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি বাস্তবায়নের ব্যাপারে মনোযোগসহকারে বিশেষ যত্নবান হওয়ার জন্য আপনাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

সংলগ্নী ঃ চুক্তিনামার নমুনা প্রতিলিপি।

স্বা/- এম, মোকাম্মেল হক
সচিব।

স্মারক নং ভূঃমঃ(জঃমঃনীতি)-শাখা-৭ বিবিধ-৭/৮৭-৩৪৭১(২৪৩৬), তারিখ ঃ ২১-৭-৮৭ ইং / ৪-৪-৯৪ বাং

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে পাঠানো হলঃ

১। সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। সচিব, মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৪। নিবন্ধক, সমবায় সমিতিসমূহ, ঢাকা।
৫। কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা বিভাগ।
৬। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব).....
৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার.....
৮। উপজেলা রাজস্ব অফিসার.....

স্বা/- মুহাম্মদ সেরাজুল হক
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার।

পরিশিষ্ট 'ক'

১৩৯৩ বাং সনে ৯টি জেলায় যে ১০টি জলমহাল পরীক্ষাধীন নেওয়া হয়েছে তার তালিকা

জলমহালের নাম	আয়তন	জেলা
১। ডাকমগুপ খুনদহ জলকর	দৈর্ঘ্য-৬ মাইল প্রস্থ-৪০০ ফুট	নাটোর।
২। মৌখালী জলকর	৩৫৬.৮৯ একর	বাগেরহাট।
৩। জাফরশাহী জলকর	দৈর্ঘ্য-১২ মাইল	বগুড়া।
৪। পদ্মা-যমুনা-বলবস্ত জলকর	দৈর্ঘ্য-১২ মাইল	ফরিদপুর, রাজবাড়ী।
৫। নারিসা পদ্মা নদী উজানজলা	দৈর্ঘ্য-১৩ মাইল	মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর।
৬। পদ্মাবতী ভাটি জলমহাল	দৈর্ঘ্য ২৪ মাইল	মুন্সিগঞ্জ, শরিয়তপুর, ফরিদপুর।
৭। আড়িয়ালখাঁ জলমহাল	দৈর্ঘ্য-২ মাইল প্রস্থ-১ মাইল	ফরিদপুর।
৮। মহাসিং নদী জলমহাল (১১৮ একর)	১১৮ একর	সুনামগঞ্জ।
৯। কাংলার হাওড় গুচ্ছ জলমহাল (২০১ একর)	২০১ একর	সুনামগঞ্জ।
১০। দাউদকান্দি থানা ফিসারী	দৈর্ঘ্য-৩০ মাইল	কুমিল্লা।

পরিশিষ্ট 'খ'

পরীক্ষাধীন নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতির অধীন ১৩৯৪ বাংলা সনে গৃহীত জলমহালের তালিকা

জলমহালের নাম	আয়তন	১৩৯৩ সালের ইজারা মূল্য	উপজেলা	জেলা
রাজশাহী বিভাগঃ		টাকা		
১। করতোয়া নদী মনী জলকর	৮০.৮৯ একর	৬,৩০০	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
২। শক নদী জলকর	২৫.৫০ একর	৫,১৬৬	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
৩। কাকড়া নদী জলকর	৭১.০৯ একর	৩,২২৫	চিরির বন্দর	দিনাজপুর
৪। খরখরিয়া নদী	২২.৭৮ একর	-	সৈয়দপুর	নীলফামারী
৫। রুহিয়া বাইশা বিল	৭০.০০ একর	৭,০০০	রংপুর সদর	রংপুর
৬। দিক সতী নদী	৩৬.০৭ একর	২,১০০	আদিতমারী	লালমনিরহাট
৭। দাসের হাট ছড়া	৫৪.৪০ একর	১৫,০০০	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম
৮। তিস্তা ব্রহ্মপুত্র নদী	-	২০,৮০০	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা
৯। আছরাংগা বিল	৫৯৬০ একর	-	ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট
১০। পণ্ডিবল মনসুর (বিল)	১০১৭ একর	২৭,০০০	নওগাঁ সদগর	নওগাঁ
১১। বরনাই নদী জলকর	-	৩৮,০০০	মোহনপুর	রাজশাহী
১২। বাদাই জলকর	৪৯.৭৯ একর	৯,২০০	সুজানগর	পাবনা
১৩। বাগ যমুনা নাগেশ্বরী	আনুমানিক ১০ মাইল	৩২,৫০০	শাহাজাদপুর	সিরাজগঞ্জ
১৪। বিলবাতিয়া জলকর	২০০ একর	১,৫০,০০০	শিবগঞ্জ	নবাবগঞ্জ

জলমহালের নাম	আয়তন	১৩৯৩ সালের ইজারা মূল্য	উপজেলা	জেলা
খুলনা বিভাগঃ				
১৫। চন্দনা নদী জলকর	২৪.৯০ একর	১,৩৫০	ভেড়ামারা	কুষ্টিয়া
১৬। পাটপোতা বিল	৯৫.৮০ একর	২৪,০০০০	মেহেরপুর সদর	মেহেরপুর
১৭। বেনীপুর বাওর	১১.৫৩৬	৮,৫১০	জীবন নগর	চুয়াডাংগা
১৮। ছলেমানপুর বাওর	-	১৯.৯৩২	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
১৯। রাজাপুর বাওর	৭২.৬৯ একর	১,৬০০	ঝিকরগাছা	যশোর
২০। মুহাম্মদপুর ঘোপ	১০০.০০ একর	১৬,০০০	মোহাম্মদপুর	মাগুড়া
২১। পাটনা নদী জলকর	৯৭.৭২ একর	২,৯৫০	কালিয়া	নড়াইল
২২। ঘেঙরাইল বিল	১৫৯.৬৬ একর	৬,০০০	ডুমুরিয়া	খুলনা
২৩। বেতনা নদী জলমহল	৩৪৬.২৯ একর	১৯,৮০০	কলারোয়া/আশাশুনি ও সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা
২৪। কারখানা নদী	২৪২ একর	১৪,০০১	বাকেরগঞ্জ	বরিশাল
২৫। নলছিটি নদী	৪১৮.৫০ একর	১,৮৫০	নলছিটি	ঝালকাটি
২৬। বুড়াগৌরাংগা নদী	-	৯৪,০০০	গলাচিপা	পটুয়াখালী
২৭। করচা নদী, ২য় খণ্ড	১,৩১৪ একর	৭,১০০	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর
২৮। ইলশা গনেশপুর	১৪,৪০০ একর	৮৪,০০০	ভোলা সদর	ভোলা
২৯। বিশখালী নদী	৭,১৩৪ একর	৫২,০০০	বরগুনা, বামনা, পাথরঘাটা, বেতাগী	বরগুনা
ঢাকা বিভাগঃ				
৩০। পেরুয়া জলকর	-	৩১,৫০০	সরিষাবাড়ী	জামালপুর
৩১। সাত পাকিয়া বড়বিল	১৭৭.০০ একর	৪,০০০	শেরপুর সদর	শেরপুর
৩২। হাসিল বিল	৩৯.৫৭ একর	১২,১০০	মধুপুর সদর	শেরপুর
৩৩। ক্ষীর নদী	৪০ একর	২,৫০০	ভালুকা	ময়মনসিংহ
৩৪। কংস নদী (নগুয়া হইতে গণ্ড পর্যন্ত)।	৩৪.৭৩ একর	১৬,৫০০	পূর্বধলা	নেত্রকোনা
৩৫। কুটির বিল	২৮.৭৭ একর	১৭,৫০০	কটিয়াদী	কিশোরগঞ্জ
৩৬। ঘোরাসোবা জলমহাল	১২১.৩০ একর	১৩,৬০০	কাপাসিয়া	গাজীপুর
৩৭। চানদহরকোল	১৭৮.০০ একর	১৯,৯১০	সিংগাইর	মানিকগঞ্জ
৩৮। শীতলক্ষা নদী	৯ কিঃ মিঃ	৫,৭০০	রূপগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
৩৯। পুরাতন ধলেশ্বরী ও ইছামতি নদী	-	৭,০০০ (১৩৯২ সন)	সিরাজদিখান	মুন্সিগঞ্জ
৪০। মেঘনা ফিসারী ব্লক-৪	৫ মাইল	৭,৫০০	নরসিংদী	নরসিংদী
৪১। মধুমতি বাওর	৩০০ একর	৬০,০০০	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৪২। ধলেশ্বরী নদী	৩০ একর	১৩,০০০	কেরানীগঞ্জ	ঢাকা
৪৩। পীতাম্বর সেন বি ব্লক	৮,২৬৫ বিঘা	২৪,০০০	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর

জলমহালের নাম	আয়তন	১৩৯৩ সালের ইজারা মূল্য	উপজেলা	জেলা
চট্টগ্রাম বিভাগঃ				
৪৪। ভাড়েরা বিল	২৯.১০	৪৩,৫০০	সিলেট সদর	সিলট
৪৫। ভুরাভুরি বিল	৮৪ একর	৩৮,৮৬০	রাজনগর	মৌলভীবাজার
৪৬। একলাসপুর কোল ফিসারী	৪ মাইল	৪০,১০০	মতলব	চাঁদপুর
৪৭। ছোট ফেনী নদী (কাজীর হাট স্লুইস গেইট হইতে বামনী নদী (২য় খণ্ড)	৮৮.৪৭ একর	২,১৫০	সোনাগাজী	ফেনী
৪৮। ৮১/৫ সুরমা নদী (পেয়াল লক্ষন মন্ত্রী হালের মুখ হইতে উর্ধে পৈন্দা খালের মুখ পর্যন্ত)।	২০ একর	২৮,০০০	সুনামগঞ্জ সদর	সুনামগঞ্জ
৪৯। ৭৯/২, সুরমা নদী (মোঃ নুরপর)।	২০ একর	৬৫,১০০	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ
৫০। ডাউকা নদী ২য় খণ্ড (মোঃ সাদিপুর হইতে হোসেনপুর)।	২০ একর	৪০,৪০০	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
৫১। বেরী বিল (রত্নানদী)	১০১.৭৭ একর	৮২,৫০০	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
৫২। তিতাস নদী ফিসারী ব্লক 'ক' (মাসাউড়া হইতে শাহরাজপুরের রাজাকান্দি)।	৯৭৫ একর	৫,০০০	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
৫৩। কোটরা মহব্বতপুর দিঘী।	৩৭৫ একর	৫,০০০	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
৫৪। দয়ামনী মহেন্দু খাল	-	৪,৫০০	লক্ষীপুর সদর	লক্ষীপুর
৫৫। বোকার সাড়ী খাল	-	-	চকোরিয়া	চকোরিয়া
৫৬। শিকলবহা ফিসারী	১৫৪.৮৮ একর	৫,৭০০	পটিয়া	চট্টগ্রাম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৭

স্মারক নং ভুঃমঃ৭-জ,ম,ব্য-১/৮৭/৪২৪(৬৪) তারিখঃ ২২-৯-১৯৮৭ ইং
৫-৬-১৩৯৪ বাং

প্রেরক ঃ এম, মোকাম্মেল হক,
সচিব,
ভূমি মন্ত্রণালয়।

প্রাপক ঃ জনাব
জেলা প্রশাসক ..... জেলা।

বিষয় ঃ পরীক্ষাধীন নূতন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা।

সূত্র ঃ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ৩৪৭ (৬৪), তারিখ ২১-৭-১৯৮৭ ইং স্মারক নং ও তারবার্তা নং ৩৮৫, তারিখ ১৯-৮-১৯৮৭ ইং এবং পুলিশ বেতার বার্তা নং ৩৮৯ (৬৪), তারিখ ২৩-৮-১৯৮৭ ইং।

বাংলাদেশের মোট ১০,০০০টি জলমহাল রয়েছে যার প্রায় অর্ধেকের বেশী ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছে উপজেলা পরিষদসমূহ। প্রচলিত আইন ও নীতি অনুযায়ী সকল জলমহালের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত। জলমহাল ব্যবস্থাপনার সাথে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবিকা নির্বাহ ছাড়াও সময়ে সময়ে বোরো জমিতে জলসেচের জন্য কৃষকবৃন্দ এবং বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য জলমহাল পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অধিবাসীরা জড়িত। সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি ও আদায়ের প্রশ্নসহ সম্পদ বৃদ্ধি, আহরণ ইত্যাদি প্রশ্নও বিবেচ্য। তাই বিগত কয়েক বছর ধরে জলমহাল ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

২। সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে ১৯৮০ ইং সালে সকল সরকারী জলমহাল মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত করা হয়। হস্তান্তরের পূর্বে কিবা পরে বিষয়টির নীতিগত, আইনগত ও হস্তান্তরের শর্তাবলী এবং রাজস্ব সম্পর্কিত বিষয়গলি গভীরভাবে বিবেচিত হয়নি বিধায় উদ্ভূত সমস্যা, ইজারা প্রদান পদ্ধতি ও বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আপীল শুনানী ও জনসাধারণের ব্যবহার সম্পর্কে জটিলতার উদ্ভব হয়।

৩। জলমহাল ব্যবস্থাপনা, ইজারা, আপীল শুনালী ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে ভূমি সংস্কার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার ১৯৮৩ ইং সনের জুলাই মাসে জলমহালগুলো ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ীঃ

(ক) ২০ একর পর্যন্ত পুকুর বা ঐ জাতীয় বদ্ধ জলাশয় ব্যবস্থাপনার জন্য উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। জলাশয়গুলো থেকে লব্ধ আয়ের ১% ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রদান সাপেক্ষে বাকী আয় উপজেলা পরিষদ পাবে;

(খ) ২০ একরের উর্ধ্বের জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা ভূমি প্রশাসন বোর্ডের হাতে দেয়া হয় এবং সেগুলি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে ১৫-১০-৮৪ ইং তারিখে এ সম্পর্কে একটি নীতিমালা জারী করা হয়;

(গ) যে সকল জলমহাল মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত রয়েছে সে সব জলমহালের ব্যবস্থাপনা উক্ত মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত থাকবে।

৪। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশ একর বা তার নিম্ন আয়তনের জলাশয়/জলমহালের ব্যবস্থাপনা উপজেলা পরিষদে হস্তান্তারিত হয়েছে।

৫। ইতিমধ্যে মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩৯৩ বাংলা সালে পরীক্ষাধীন নূতন মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতি গৃহীত হয়েছে যার লক্ষ্য হচ্ছে ১৩৯৩ সালে তাদের নির্বাচিত ১০টি জলাশয়ে/জলমহালে মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রথা প্রবর্তন। এই ১০টি জলমহাল পরীক্ষামূলকভাবে ভূমি এবং মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় যৌথভাবে ব্যবস্থাপনা তদারকী করবে।

৬। এ ১০টি পরীক্ষাধীন জলমহাল ব্যবস্থাপনায় সরকারের উদ্দেশ্যে কতটুকু অর্জিত ও প্রতিফলিত হচ্ছে এ ব্যাপারে একটি বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছে। মূল্যায়নের বিষয়বস্তু হচ্ছে (ক) প্রকৃত ও দরিদ্র মৎস্যবীজীরা উপকৃত হচ্ছে কিনা (খ) মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা (গ) সরকারের জলমহাল খাতে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা। ঐ মূল্যায়ন উপরোক্ত পরীক্ষাধীন জলমহালগুলোতে বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক ইতোমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। পরীক্ষাধীন ১০টি জলমহালের নাম ও অবস্থা পরিশিষ্ট 'ক'তে সংযোজন করা গেল।

৭। সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, ১৩৯৪ বাংলা সালে প্রতি জেলা থেকে একটি করে জলমহাল পরীক্ষাধীন এই নূতন জলমহাল ব্যবস্থাপনার নীতির অধীনে গৃহীত হবে। সরকারের এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পরিশিষ্ট 'খ'তে বর্ণিত আরও ৫২টি জেলার ৫৬টি জলমহাল পরীক্ষাধীন নূতন জলমহাল ব্যবস্থাধীনে গৃহীত হলো। পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন জলমহাল গ্রহণ করা হয়নি বিধায় মুন্সিগঞ্জ থেকে অতিরিক্ত একটি এবং সুনামগঞ্জ থেকে অতিরিক্ত ৪টি জলমহাল নূতন ব্যবস্থাধীনে আনা হলো।

৮। সরকার আরও সিদ্ধান্ত করেছেন যে, অনধিক ৩ একর আয়তন বিশিষ্ট সকল জলাশয়/জলমাহলগুলো যার ১৩৯৩ বাংলা সনের ইজারা মূল্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার উর্ধ্বে নয় এ সমস্ত জলমহাল জনসাধাণের প্রথাগত অধিকার (Customary right) হিসেবে গোসল করা, কাপড় কাঁচা, প্রয়োজনবোধে মাছ ধরা, জমিতে সেচ সুবিধা কিংবা পাট পচানো ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বার্ষিক একর প্রতি ৫ (পাঁচ) টাকা হিসাবে "৭-ভূমি রাজস্ব জলমহাল থেকে আয়" খাতে জমা দিয়ে এ সমস্ত জলাশয়/জলমহাল ব্যবস্থানা/রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি মন্ত্রণালয়ের ৩০-৬-৮৭ ইং তারিখের ৭-বিবিধ-৮/৮৭-৩২২(৬৪) স্মারকে জারী করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা রাজস্ব অফিসারের সহযোগিতায় এ সমস্ত জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি করবেন যাতে অবৈধ দখলদারগণের কবলে পড়ে জলাশয় বেহাত না হয় এবং জলমহালের শ্রেণী পরিবর্তন না করা হয়।

৯। পূর্ববর্তী ৬,৭ ও ৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত জলমহাল/জলাশয় ছাড়া বাকী জলমহালগুলি সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয় জারীকৃত নীতি অনুযায়ী অবিলম্বে প্রকাশ্য নীলামের মাধ্যমে ইজারা দেবার ব্যবস্থা নিতে হবে। এইসব জলমহাল খাটি মৎস্যজীবীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি দরখাস্তকারী মৎসীজীবী সমবায় সমিতিসমূহের সত্যতা যাচাই করে ইজারা প্রদান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি সংস্কার কমিটি, জেলা জলমহাল ব্যবস্থানা সমন্বয় কমিটি ও জেলা ভূমি সংস্কার বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির কাছে সুপারিশ করবে। এই সুপারিশকৃত সমবায় সমিতিসমূহের মধ্যে ১৫-১০-৮৪ তারিখের ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দশানুযায়ী প্রথমে ইজারা ডাকা হবে। এ ডাকে উপযুক্ত ইজারা মূল্য না পাওয়া গেলে পরে প্রকাশ্য নীলাম ডাকা হবে।

১০। ব্যাংক গ্যারান্টিঃ মন্ত্রণালয়ের ২৯-৩-৮৭ তারিখের ১৮৬ নং স্মারকে যে ব্যাংক গ্যারান্টির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল বর্তমানে উপরে বর্ণিত অনুচ্ছেদে ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্যারান্টির প্রয়োজনীয়তা আপাততঃ রহিত করা হ'ল।

১১। পূর্ববর্তী ৬ ও ৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নতুন জলমহাল ব্যবস্থানা নীতির অধীন গৃহীত জলমহালগুলো নিম্নবণিত কমিটিগুলির মাধ্যমে যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবেঃ

(ক) কেন্দ্রীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (সংক্ষেপে কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি)ঃ

(১) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২) যুগ্ম সচিব (মৎস্য), মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩) যুগ্ম সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	,,
(৪) মহা-পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	,,
(৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	,,
(৬) নিবন্ধক, সমবায় সমিতিসমূহ	,,
(৭) ভূমি সংস্কার কমিশনার, ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব
(৮) পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
(৯-১০) বাংলাদেশ মৎস্যজীবী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক	,,

(খ) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (সংক্ষেপে জেলা সমন্বয় কমিটি)ঃ

(১) জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য
(৩) জেলা সমবায় কর্মকর্তা	,,
(৪) আঞ্চলিক কর্মকর্তা, কৃষি ব্যাংক	সদস্য
(৫) প্রকল্প পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	,,
(৬-৭) বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতির দুইজন সদস্য প্রতিনিধি	,,
(৮) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

জেলা সমন্বয় কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবকে সংশ্লিষ্ট জেলা সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থিতি থাকার জন্য আহ্বান করতে পারবেন।

(গ) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (সংক্ষেপে উপজেলা সমন্বয় কমিটি)ঃ

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(২) উপজেলা রাজস্ব কর্মকর্তা	সদস্য
(৩) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	,,
(৪) কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপক (সেখানে কৃষি ব্যাংকের একাধিক শাখা বিদ্যমান, যেখানে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মনোনীত ব্যবস্থাপক)	,,
(৫) স্থানীয় প্রকল্প কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	,,
(৬-৭) বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতির দুইজন প্রতিনিধি	,,
(৮) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

১২। জলমহাল ব্যবস্থাপনা সংস্কার ভূমি সংস্কারের অংশ ও পর্যায় হিসাবে উপরাক্ত কমিটিগুলির কার্যাসম্পাদনে উপজলা সমন্বয় কমিটি উপজেলা ভূমি সংস্কার কমিটির কাছে, জেলা সমন্বয় কমিটি জেলা ভূমি সংস্কার টাস্কফোর্সের কাছে এবং কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট দায়ী থাকিবে এবং পর্যায়ক্রমে তাঁদের কাজকর্ম রিপোর্ট করবে। সমন্বয় কমিটিসমূহের কার্যক্রম উপরোক্ত ভূমি সংস্কার কমিটিসমূহ পর্যায়ক্রমে তদারকী করবে এবং ভূমি সংস্কারার্থে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করবে। ভূমি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনমতে বিষয়াদি জাতীয় ভূমি সংস্কার কাউন্সিলে পেশ করবে।

১৩। উপজেলা সমন্বয় কমিটি নিম্নলিখিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী পালন করবেঃ

(ক) নূতন জলমহাল ব্যবস্থাধীনে আনীত জলমহালের তীরবর্তী/পার্শ্ববর্তী এলাকার খাঁটি

মৎস্যজীবীদের তালিকা প্রণয়ন করে সেই জলমহালে তাদের মাছ চাষ, মাছ ধরা ও বাজারজাতকরণের অধিকারপত্র প্রদান;

(খ) অধিকারপত্র প্রাপ্তদের মাছ ধরার জাল অনুযায়ী টিম গঠন এবং টিমসমূহের দলপতি কমিটি সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন;

(গ) মৎসীজীবীদের ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রণীত মাছ চাষ ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে বার্ষিক ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা পরীক্ষা ও অনুমোদন এবং এগুলির বাস্তবায়ন তদারকীকরণ;

(ঘ) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে উপার্জন বৃদ্ধির ব্যবস্থাকরণ;

(ঙ) মৎস্যজীবীদের মাছ চাষ ও আহরণের উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

(চ) মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

(ছ) জলমহালগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সরজমিনে তদারকীকরণ এবং নিয়মিত পরিদর্শন;

(জ) মৎসীজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে মৎস্যজীবীদের সাথে সভা অনুষ্ঠান এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঝ) জলমহালগুলোতে সঠিকভাবে জরিপের মাধ্যমে এ গুলির উপর সরকারের মালিকানা বহালকরণ;

(ঞ)অনধিক তিন একর আয়তন বিশিষ্ট জলাশয়ের মালিকানা এবং ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং এই সকল জলাশয় সময়ে সময়ে পরিদর্শন;

(ট) ভূমি এবং মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্তৃক নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতির শর্তাবলী পালন নিশ্চিতকরণ;

(ঠ) বিত্তহীন/ভূমিহীন জনসাধারণকে মৎস্য উৎপাদন ও আহরণে উদ্বুদ্ধকরণ;

(ড) জেলা কমিটির নির্দেশমত বাৎসরিক ও সাময়িক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন;

(ঢ) কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক বা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব পালন;

(ণ) প্রতি ২ মাসে অন্ততঃ একটি সভা আহ্বান এবং উক্ত সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করে জারীকরণ ও ঐগুলির বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

১৪। জেলা সমন্বয় কমিটি নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী পালন করবেঃ

(ক) উপজেলা সমন্বয় কমিটির কার্যাবলী তদারকীকরণ;

(খ) উপজেলা কমিটির সভার কার্যাবিবরণীর উপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(গ) প্রতি ২ মাসের অন্ততঃ একটি সভা আহ্বান;

(ঘ) কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন;

(ঙ) মৎস্যজীবীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, ব্যাংক ঋণ প্রদানে কিংবা উপকরণ সরবরাহে কোন অসুবিধা দেখা দিলে তা সমাধাকরণ;

(চ) বাৎসরিক আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন;

(ছ) মৎস্য চাষ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রযোজনে পরামর্শ প্রদান;

(জ) কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক বা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব পালন।

১৫। নতুন ব্যবস্থাপনাধীনে জলমহালগুলো গ্রহণ করার পূর্বে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিনামায় নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবেঃ

(ক) যেহেতু বিভিন্ন অঞ্চল এবং জলমহালের প্রকার ভেদে নতুন ব্যবস্থাপনা নীতিতে অঞ্চল ভিত্তিক এ্যাডজাষ্টমেন্টের প্রয়োজন হতে পারে এবং নীতির প্রয়োগে হেরফেরের দরকার

এবং যেহেতু মৎস্য চাষে উৎপাদন বৃদ্ধি ও আহরণের ক্ষেত্রে তিন বৎসরের কম কোন সুষ্ঠু ধারণা ও মন্তব্যে আসা অনেক ক্ষেত্রে দুষ্কর, সেহেতু উপরোক্ত জলমহালগুলোতে পরীক্ষাধীন কাল তিন বৎসর বলে গণ্য হবে;

(খ) জলমহালগুলোর মালিকানা ভূমি মন্ত্রণালয়ে থাকবে;

(গ) মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় প্রাপ্তব্য রাজস্ব সালামী "৭-ভূমি রাজস্ব/জলমহাল থেকে আয়" খাতে জমা করবে;

(ঘ) জলমহালগুলো কোনক্রমেই সাব লীজ বা অন্য কোন উপায়ে ব্যবহার করা যাবে না। করলে জলমহালগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রত্যর্পিত হবে;

(ঙ) জলমহালগুলো নতুন নীতি অনুযায়ী স্থানীয় মৎস্যজীবীদের স্বার্থে এবং মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি ও আহরণের অনুকূলে নিয়োগ করতে হবে;

(চ) ফেরী পারাপার বা লোক চলাচলে মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ের কোন অধিকার বর্তাবেনা এবং তারা কোন বাধা দিতে পারবে না;

(ছ) মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও আহরণের ব্যাপারে মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ, উপকরণ সরবরাহ ও ঋণ সরবরাহসহ উন্নত পদ্ধতির মৎস্য চাষের প্রবর্তন করবে;

(জ) অধিকারপত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সমিতি পূরণ করলে বৎসরান্তে সেই অধিকারপত্র স্বাভাবিকভাবেই নবায়িত হয়ে যাবে;

(ঝ) প্রতি বৎসর এ জলমহালগুলির নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে হবে। ভূমি এবং মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় নিজ নিজ বিভাগীয় মূল্যায়ন এবং বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং মূল্যায়ন বিভাগ নিরপেক্ষ মুল্যায়ন করবে;

(ঞ) তিন বৎসর পর চূড়ান্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ চূড়ান্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন করবে। চূড়ান্ত মূল্যায়নের ভিত্তিতে জলমহাল নীতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনসহকারে একটি সুষ্ঠু জলমহাল নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হবে;

(ট) জলমহালগুলো ব্যবস্থাপনার বিষয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভূমি এবং মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়দ্বয় পারস্পরিক দায়িত্ব পালন করবেন।

১৬। নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতির আওতায় নির্বাচিত জলমহালগুলো গ্রহণ করার পূর্বে জেলা প্রশাসক সংযুক্ত চুক্তিনামা অনুযায়ী একটি চুক্তিনামা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সংগে সম্পাদন করবেন। উপজেলা সমন্বয় কমিটির পক্ষে কমিটির সদস্য-সচিব চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করবেন এবং কমিটির সভাপতি প্রতিস্বাক্ষর করবেন। চুক্তিনামাতে সকল শর্তাবলী উল্লেখ করবেন। জলমহালগুলো চুক্তিনামা সম্পাদন সাপেক্ষে হস্তান্তরের পরেই সংশ্লিষ্ট তহশিল, উপজেলা ও জেলা রাজস্ব অফিসে রক্ষিত সায়রাত রেজিষ্টারে "নুতন জলমহাল নীতির আওতায় গৃহীত হয়েছে" এ মর্মে রেকর্ড রাখতে হবে। সম্পাদিত চুক্তিনামার একটি প্রতিলিপি উপজেলা রাজস্ব অফিসেও সংরক্ষণের জন্য দিতে হবে।

১৭। এ সকল জলমহাল বাবদ রাজস্ব সালামী/খাজনা মন্ত্রণালয়ের ১৫-১০-৮৪ তারিখের জারীকৃত নীতিমালার ৮(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রচলিত হারে মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উপজেলা মৎস্য অফিসার ভূমি মন্ত্রণালয়ের বরাতে "৭-ভূমি রাজস্ব জলমহাল থেকে সংগ্রহ" খাতে জমা দিবে। প্রতি বাংলা সালের প্রথম মাসের দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যেই লীজঅর্থ উপরোক্ত খাতে জমা দিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের কাছে ট্রেজারী চালানের প্রতিলিপি প্রমাণ স্বরূপ জমা দিতে এবং লীজঅর্থ জমা দেয়া সংক্রান্ত রেকর্ড সায়রাত/জলমহাল রেজিষ্টারে রাখতে হবে এবং মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। চুক্তির শর্ত

মোতাবেক উপজেলা মৎস্য অফিসার লীজঅর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে কালেক্টর/জেলা প্রশাসক জলমহালের বন্দোবস্ত এবং চুক্তি বাতিল করে দায়মুক্ত অবস্থায় তা পুনঃগ্রহণ করতে পারবেন। তবে কালেক্টর/জেলা প্রশাসক যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা/বন্দোবস্ত গ্রহীতা এমন অবস্থায় রাজস্ব টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যা তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ছিল, কালেক্টর/জেলা প্রশাসক তখন বন্দোবস্ত বাতিল না করে জলমহালটি পুনঃগ্রহণ না করে তফশিলী ব্যাংক যে সুদের হারে টাকা ধার দেয় সে হারের চেয়ে শতকরা ৫ ভাগ বর্ধিত হারে বকেয়া রাজস্বের উপর সুদ ধার্য করে কেবলমাত্র রাজস্ব পাওনা হবার তারিখ অতিক্রান্ত হবার ১(এক) মাসের মধ্যে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে পরিশোধ করলে রাজস্বের টাকা গ্রহণ করতে পারবেন। পরিশোধের এ সময় কোনক্রমেই বাড়ানো হবে না। সময়মত জলমহালের রাজস্ব জমা দেয়া হচ্ছে কিনা কালেক্টর/জেলা প্রশাসক প্রতি বাংলা সনের শুরুতেই তা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৮। পরীক্ষাধীন নুতন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতির আওতায় গৃহীত জলমহালগুলো অধিকারপত্র প্রদান প্রথা প্রবর্তন ব্যতীত মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় কোনক্রমেই একক ব্যক্তি বা সমিতির নিকট সাব লীজ দিতে পারবে না। চুক্তিনামাতে ঐ শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৯। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরীক্ষাধীন নুতন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি বহির্ভূত বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উক্ত জলমহালে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ ও নিজ খরচে তথ্য, নমুনা, মৎস্য আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মৎস্য বিভাগের শর্তাধীন অধিকার থাকবে।

২০। সাধারণ সুবিধার্থে যদি খাল খনন, রাস্তাঘাট, বাঁধ, ডাউক ইত্যাদির নির্মাণের জন্য জমির প্রয়োজন হয়, তাহলে বন্দোবস্তদাতার নির্ধারণ অনুযায়ী তফশীলভুক্ত সম্পত্তি বন্দোবস্ত গ্রহীতা নির্ধারিত পরিমাণ জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবেন এবং তৎপরিবর্তে তাঁকে কোন জমি পূরণ করে দেয়া হবে না। তবে তিনি আনুপাতিক হারে রাজস্বের টাকা রেয়াত পাবেন।

২১। জলমহাল পলিমাটি পড়ে চর জেগে উঠায় যদি কোন নদীর কোন স্রোতধারা পরিবর্তন হয় তবে সে স্থান জলমহাল বলে গণ্য হবে এবং জেগে উঠা চর কালেক্টরের অধীনে চলে যাবে। নতুন এলাকার জন্য বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে নূতন করে কোন রাজস্ব দেয়ার প্রয়োজন হবে না।

২২। যদি তফশীলভুক্ত জলমহালের মধ্যে নতুন কোন বদ্ধ জলাশয়ের সৃষ্টি হয় এবং তা অন্য কোন জলাশয়ের সাথে যুক্ত না হয় তবে ঐ নতুন জলাশয়ের জন্য নতুন চুক্তি সম্পাদিন করতে হবে এবং সালামীর টাকাও নূতন ভাবে ধার্য হবে।

২৩। পরিশিষ্ট 'খ' তে বর্ণিত জলমহালগুলি বাদে বাকি জলমহালগুলো ১৩৯৪ বাংলা সনের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী অবিলম্বে ইজারা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া গেল।

২৪। এই সম্বন্ধে গৃহীত পদক্ষেপ/কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেয়া গেল।

স্বা/- এম, মোকাম্মেল হক
সচিব।
২২-৯-৮৭ ইং

সংযুক্ত ঃ পরিশিষ্ট 'ক' এক (১)টি
পরিশিষ্ট 'খ' তিন (৩)টি
চুক্তিনামা দুই (২)টি
মোট ছয় (৬)টি

স্মারক নং ভুঃমঃ৭-জ,ম,ব্য-১/৮৭/৪২৪/(৫৪)১/(১৫), তারিখ ৫-৬-১৩৯৪ বাংলা
২২-৯-১৯৮৭ ইং

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি পেশ করা হইলঃ
১। রাষ্ট্রপতির মূখ্য সচিব, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৩। সচিব, মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৬। মহা-পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।
৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ঢাকা।
৮। নিবন্ধক, সমবায় সমিতিসমূহ, ঢাকা।
৯। কমিশনার ..... বিভাগ .....।
১০। পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১। ভূমি মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১২। ভূমি সচিবের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্বা/-মুহাম্মদ সেরাজুল হক
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার
ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং ভুঃমঃ ৭-জ,ম,ব্য-১/৮৭/৪২৪(৬৪)২/(৯৮৪), তারিখ ৫-৬-১৩৯৪ বাং।
২২-৯-১৯৮৭ ইং।

প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণার্থে অনুলিপি প্রেরিত হইলঃ
১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ...।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...।
৩। উপজেলা রাজস্ব অফিসার, ...।

স্বা/-মুহাম্মদ সেরাজুল হক
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার
ভূমি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট 'ক'

১৩৯৩ বাংলা সনে ৯টি জেলায় যে ১০টি জলমহাল পরীক্ষাধীন নেওয়া হয়েছে তার তালিকা

জলমহালের নাম	আয়তন	জেলা
১। ডাকমণ্ডপ খুনদহ জলকর	দৈর্ঘ্য-৬ মাইল/প্রস্থ-৪০০ ফুট	নাটোর।
২। মৌখালী জলকর	৩৫৬.৮৯ একর	বাগেরহাট।
৩। জাফরশাহী জলকর	দৈর্ঘ্য-১২ মাইল	বগুড়া।
৪। পদ্মা-যমুনা-বলবস্ত জলকর	দৈর্ঘ্য-১২ মাইল	ফরিদপুর, রাজবাড়ী।
৫। নারিসা পদ্মা নদী উজানজলা	দৈর্ঘ্য-১৩ মাইল	মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর।
৬। পদ্মাবতী ভাটি জলমহাল	দৈর্ঘ্য-২৪ মাইল	মুন্সিগঞ্জ, শরিয়তপুর, ফরিদপুর।
৭। আড়িয়ালখাঁ জলমহাল	দৈর্ঘ্য-২ মাইল/প্রস্থ-১ মাইল	ফরিদপুর।
৮। মহাসিং নদী জলমহাল (১১৮ একর)	১১৮ একর	সুনামগঞ্জ।
৯। কাংলার হাওড় গুচ্ছ জলমহাল (২০১ একর)	২০১ একর	সুনামগঞ্জ।
১০। দাউদকান্দি থানা ফিসারী	দৈর্ঘ্য-৩০ মাইল	কুমিল্লা।

পরিশিষ্ট 'খ'

নিম্নলিখিত জলমহালগুলি ১৩৯৪ বাংলা সনে নূতন জলমহাল ব্যবস্থাধীনে গ্রহণ করা হল।

জলমহালের নাম	আয়তন	১৩৯৩ সালের ইজারা মূল্য (লক্ষ টাকা)	উপজেলা	জেলা
রাজশাহী বিভাগঃ				
১। করতোয়া নদী মনী জলকর	৮০.৮৯ একর	.০৬	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
২। করতোয়া ভায়া কাঠমহল	২০০ একর	.২৯৩	ঐ	ঐ
৩। টাংগন নদী জলকর	১৯১.৪৭ একর	-	পীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও
৪। বড়বাড়ী জলকর	৫০.৫০ একর	-	ঐ	ঐ
৫। শকনদী জলকর	২৫.৫০ একর	-	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
৬। কাকড়া নদী জলকর	৭২.০৯ একর	-	চিরির বন্দর	দিনাজপুর
৭। আতাই নদী জলকর	৭৩.২৬ একর	.১১৬৫	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর
৮। পূর্নভরা নদী জলকর	১৬ মাইল	.৩২১৫	দিনাজপুর সদর ও বিড়ল।	দিনাজপুর
৯। খরখরিয়া নদী	২২.৭৮ একর	-	সৈয়দপুর	নিলফামারী
১০। নিল সাগর	১৬১.২৪ একর	-	নিলফমারী সদর	নিলফামারী
১১। রুহিয়া বাইশা বিল	৭০.০০ একর	.০৭	রংপুর সদর	রংপুর
১২। বন্দনেশ্বরী নদী	২৩ মাইল	-	মিঠাপুকুর	রংপুর
১৩। ধরনা নদী	৩৪.৬৮ একর	.৫৪৫	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট
১৪। দিক দিস্তাসতী নদী	৩০.৬৮ একর	.৫৪৫	ঐ	ঐ
১৫। দিক সতী নদী	৩৬.০ একর	.৫৮৫	আদিতমারী	ঐ
১৬। ব্রহ্মপুত্র মাছ ধারাপাতি হাট	-	১.০৭	চিলমারী	কুড়িগ্রাম
১৭। ব্রহ্মপুত্র নদী জলমহাল	-	১.২০	ফুলছড়ি	গাইবান্ধা
১৮। কোনাই ব্রহ্মপুত্র নদী	-	.৩২৫	ঐ	ঐ
১৯। তিস্তা ব্রহ্মপুত্র নদী	-	-	সদরগঞ্জ	গাইবান্ধা
২০। প্রতাপবাজু উত্তর খণ্ড	৬ মাইল	.২৪৫	সারিয়াকান্দি	বগুড়া
২১। প্রতাপবাজু দক্ষিন খণ্ড	৬ মাইল	.২৬৩	ঐ	ঐ
২২। নান্দাইল দীঘি	৫৯.৪০ একর	.২৩	কালাই	জয়পুরহাট
২৩। আছরাংগা বিল	৫৯.৭০ একর	-	ক্ষেতলাল	ঐ জলমহালের
২৪। বিল ভাতিয়া জলকর	২০০.০০ একর	১.৫০	শিবগঞ্জ	নবাবগঞ্জ
২৫। দামুরা নাহির বিল	১২০.৫৯ একর	.৬৩	পোরশা	নওগাঁ
২৬। বিল মনসুর	২৩৯.৯২ একর	১.২৩	রানীনগর	ঐ
২৭। পণ্ডিবল মনসুর (বিল)	১০.১৭ একর	-	সদর	ঐ
২৮। বরনাই নদী জলকর	-	-	মোহনপুর	রাজশাহী
২৯। মিনকুট কৃষ্ণপুর জলকর নদী	-	.৮৬	পবা/বোয়ালিয়া	ঐ
৩০। হাজরাহাটি জলকর নদী	-	১.০১	পবা/বোয়ালিয়া	ঐ
৩১। সদাদিগর জলকর নদী	৭১.৫০ একর	.৫২	গুরুদাসপুর	নাটোর
৩২। নন্দীকুজা জলকর	৭৩.০০ একর	.১০৩৫	নাটোর সদর	নাটোর

জলমহালের নাম	আয়তন	১৩৯৩ সালের ইজারা মূল্য (লক্ষ টাকা)	উপজেলা	জেলা
রাজশাহী বিভাগঃ				
৩৩। ইসলামপুর উজার খণ্ড জলকর	৬ মাইল	.৫০	আটঘরিয়া	পাবনা
৩৪। বাদাই জলকর	৪৯.৭১ একর	.৯২	সুজানগর	পাবনা
৩৫। বাগযমুনা নগেশ্বরী (যমুনা নদীর অংশ)	১০ মাইল	.৩২৫	সাহাজাদপুর	সিরাজগঞ্জ
৩৬। শিমলা জলা	২১৩.৭৬ একর	-	রায়গঞ্জ	ঐ
খুলনা বিভাগঃ				
৩৭। একতারপুর বাওড়	৪৫.৪২ একর	.০১৬	জীবননগর	চুয়াডাংগা
৩৮। বেনীপুর বাওড়	১১৫.৩৬ একর	.০৮৫	ঐ	ঐ
৩৯। চন্দনা নদী জলকর	২৪.৯০ একর	-	ভেড়ামারা	কুষ্টিয়া
৪০। কালিগংগা বাদলপাশা জলকর	৬৫.৪২ একর	.০৮	কুমারখালী	ঐ
৪১। চাপাইগাজী বিল	৩০৩.৯৮ একর	.৮৩	কুষ্টিয়া সদর	ঐ
৪২। নস্তির বাওড়	১০১.৩০ একর	.১৮	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
৪৩। খেদাপাড়া বাওড়	১১০.০০ একর	.১০৫	মনিরামপুর	যশোর
৪৪। রাজাগঞ্জ বাওড়	২৩.৫০ একর	.০৩	সারসা	ঐ
৪৫। নবগংগা নদী জলকর (কলাগাছি হইতে পাটনা)	১০২.১৫ একর	.২৯	কালিয়া	নড়াইল
৪৬। পাটনা নদী জলকর	৯৭.৭২ একর	.২৯	ঐ	ঐ
৪৭। কপোতাক্ষ নদী জলকর	১২৫৭.০০ একর	.৩৮	তালা ও আশাশুনি	সাতক্ষীরা
৪৮। বেতনা নদী জলকর	৩৪৬.২১ একর	.১৯৮	কলারোয়া, আশাশুনি	ঐ
৪৯। ঘোংরাইল জলকর	১৫৯.৬৬ একর	.৬০	ডুমুরিয়া	খুলনা
৫০। শিবসা নদী	৭০১.৭৭ একর	.৪৫	পাইকগাছা	ঐ
৫১। দড়াটানা নদী (বেসরতা হইতে পয়লাহারা)	২৪.৪৫ একর	.২৩	বাগেরহাট সদর	বাগেরহাট
৫২। ২৫/৮৫ দড়াটানা ছোট নদী (পয়লাহারা হইতে বনি পর্যন্ত)	-	.৫০	শরনখোলা ও মোড়লগঞ্জ	ঐ
৫৩। কারখানা নদী	২৪২.০০ একর	.১৪	বাকেরগঞ্জ	বরিশাল
৫৪। গজারিয়া নদী	৮৬৭.১৫ একর	.০০৭	ঝালকাঠি সদর	ঝালকাঠি
৫৫। নলছিটি নদী	৪১৮.৫৩ একর	.১৮	নলছিটি	ঐ
৫৬। লোহালিয়া নদী	৭৫০০ বিঘা	.১০৫	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী
৫৭। বুড়গৌরাংগ নদী	-	.১৪	গলাচিপা	পটুয়াখালী
৫৮। বিশখালী (বেতাগী হইতে বংগোপসাগর)	৭১৩৪.০০ একর	.৫২	বরগুনা/বামনা/ বেতাগী/পাথরঘাটা	বরগুনা
৫৯। রাজাপুর বাস্তর	৭২.৬৯ একর	-	ঝিকরগাছা	যশোর
ঢাকা বিভাগঃ				
৬০। কোনাই ব্রহ্মপুত্র	২০.০০ একর	.২৭	ইসলামপুর	জামালপুর
৬১। পেরুয়া জলকর	২০.০০ একর	-	সরিষাবাড়ী	ঐ

জলমহালের নাম	আয়তন	১৩৯৩ সালের ইজারা মূল্য (লক্ষ টাকা)	উপজেলা	জেলা
ঢাকা বিভাগঃ				
৬২। মেহেদী ডাংগা বিল	৬০.০০ একর	.২১	শ্রীবর্দী	শেরপুর
৬৩। জলকেশব রায়	১৬২.৬১ একর	.২৫৫	ঐ	ঐ
৬৪। সাত পাকিয়া বড়জিাল	১১৭.০০ একর	-	শেরপুর সদর	ঐ
৬৫। ক্ষীর নদী৪০.০০ একর	-	ভালুকা	ময়মনসিংহ	
৬৬। ব্রহ্মপুত্র নদী (বেগুনবাড়ী হইতে চরকামারিয়া)	৪০ মাইল	.৪৬	সদর, গফরগাঁও ত্রিশাল, গৌরিপুর	ঐ
৬৭। জলবুরংগা১৫০.০০ একর	.৫৮৮	গৌরিপুর	ঐ	
৬৮। উবদাখালী নদী	২১৫.০০ একর	.৭২	কলমাকান্দা	নেত্রকোনা
৬৯। হুগলাবিল -	-	ঐ	ঐ	
৭০। ২নং উবদাখালী	-	-	ঐ	ঐ
৭১। কংশ নদী (নগুয়া হইতে গওচের পর্যন্ত)	৩৪.৭০ একর	.৩০	দূর্গাপুর	ঐ
৭২। কুটির বিল	২৮.৭৭ একর	-	কটিয়াদি	কিশোরগঞ্জ
৭৩। কালি নদী	২,০০০৮ একর	.১৪	ভৈরব/কুলিয়াচর	ঐ
৭৪। পাচ কাউনি ফিসারী	৩১১.৬৬ একর	.১৩৭	ইটনা	ঐ
৭৫। মেঘনা ফিসারী ব্লক-৪	১৫ মাইল	.০৭৫	সদর	নরসিংদী
৭৬। মেঘনা ফিসারী ব্লক-২	১৫ মাইল	.০৩৪	রায়পুরা	ঐ
৭৭। ঘোর গাব (বিল)	১২১.৩০ একর	.১৩৬	কাপাশিয়া	গাজীপুর
৭৮। পুবাইল বালু নদী	১৪০.০০ একর	.০৭	সদর	ঐ
৭৯। জল নস্করপুর জারী যমুনা	১৫ মাইল	.২১২ ও মধুপুর।	সদর, কালিহাতী	টাঙ্গাইল
৮০। হাসিল বিল	৩৯.৫৭ একর	.১২১	মধুপুর	ঐ
৮১। মুহাম্মদপুর জলমহাল	৩০ মাইল	১.১১২	শিবালয়	মানিকগঞ্জ
৮২। বাচামারা নদী জলমহাল	৭ মাইল	.৩২	দৌলতপুর	ঐ
৮৩। খোদেদাতপুর জলমহাল	-	.২৫	মুন্সিগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ
৮৪। পুরাতন ধলেশ্বরী ইছামতি নদী	-	.৩৭	টংগীবাড়ী	ঐ
৮৫। ধলেশ্বরী নদী (তুলশীখালী হইতে শুম্ভপুরা)।	৯০ মাইল	.১৩	কেরানীগঞ্জ	ঢাকা
৮৬। নবগংগা নদী	-	.০২৭৫	নওয়াবগঞ্জ	ঐ
৮৭। নুনের টেক কোলফিসারী	-	.০৯৩	সোনারগাঁও	নারায়ণগঞ্জ
৮৮। শীতলক্ষ্যা	৯ কিঃ মিঃ	.০৫৭	কালিগঞ্জ/রূপগঞ্জ	ঐ
৮৯। গেরদাভাটি	১০ মাইল	.০৪৬২	গোয়ালন্দ	রাজবাড়ী
৯০। কাজিয়াল নদী	২৮.৭৬	.০৪৬২	পাংশা	ঐ
৯১। শীতলক্ষা নদী (গোবরেখী ভাওয়ালের খালের মুখ হইয়া মাঝাইল পর্যন্ত)।	৮মাইল	.০৩৪	নগরকান্দা	ফরিদপুর

জলমহালের নাম	আয়তন	১৩৯৩ সালের ইজারা মূল্য (লক্ষ টাকা)	উপজেলা	জেলা
ঢাকা বিভাগঃ				
৯২। চাপাই হরাইরঘুয়ার বিল	১৫৮.০০	.০৫২	সদর	ঐ
৯৩। মধুমতি জলকর	৪৫ মাইল	.৫০	সদর	গোপালগঞ্জ
৯৪। পিতাম্বর সেন বি ব্লক	৮২৬৫.২১ বিঘা	২৪	সদর	মাদারীপুর
৯৫। নিলক্ষা শিবচর (ভায়া ভাংগার হাট খাল)।	২৪৫.২৯ একর	.১১৪	শিবচর	ঐ
৯৬। নয়া নদী রনখোলা জলমহাল তৌজি নং ৬৯৩০	১৫ মাইল	.৮৩৬	নড়িয়া	শরীয়তপুর
৯৭। নয়ানদীরনখোলা জলকর তৌজি নং ৬৯৩৩।	১৫ মাইল	.৪০	জাজিরা	শরীয়তপুর
চট্টগ্রাম বিভাগঃ				
৯৮। বউলাইন নদী জলমহাল	২০ একরের উর্ধে	১.০৮	জামালগঞ্জ ও ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৯৯। বন্দেহরি জলমহাল	২০ একরের উর্ধে	.৮৭	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ
১০০। দিগদাহর ও বাওয়ানী গ্রুপ মৌজা দেখার হাওড়	২০ একরের উর্ধে	.৩২	সদর	ঐ
১০১। ৮৯/৫ সুরমা নদী (পেয়াল লক্ষণশ্রী খালের মুখ পর্যন্ত)।	-	.২৮	ঐ	ঐ
১০২। মরা মহাশিং নদী ৩য় খণ্ড (জয়কালী হইতে উমেদনগর)।	-	.৭৪	ঐ	ঐ
১০৩। আপার পাট অফ জলবউল্লাহ (মৌঃ হিজলমহালিয়া)	-	.১৯৮	জামালগঞ্জ	ঐ
১০৪। ছাতিধরা বিল গ্রুপ (মৌঃ যতিন্দ্রপুর)।	১.৫৫	১.৫৫	জামালগঞ্জ	ঐ
১০৫। কালডুরা নাপডুরা (মৌঃ বাক্ষশগাঁও ও পঞ্চাশছাল)।	-	.৩৯	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ
১০৬। নাইন্দা মাইন্দা কালামাটি	-	-	সদর	ঐ
১০৭। ৭৯/২ সুরমা নদী (মৌঃ নুরপুর তেজানা)।	-	.৬৫১	ঐ	ঐ
১০৮। কাশিপুর লাইড়াদিঘী গ্রুপ এ (সাদপুর গং)।	-	.১০	দিরাই	সুনামগঞ্জ
১০৯। শশা নদী ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড	-	.৩০	ঐ	ঐ
১১০। বালিবিল ও উত্তর বালিবিল	-	.৩৩	ঐ	ঐ
১১১। আলদা নদী (মোঃ ভাতগাঁও পাগলাজুরী জিয়াপুর জালিয়া)।	-	.০৬৭২	ছাতক	ঐ
১১২। কলাখাই নাগডোরা ও চুরাইয়া নদী।	৩২২ বিঘা	.১৭	জগন্নাথপুর	ঐ

জলমহালের নাম	আয়তন	১৩৯৩ সালের ইজারা মূল্য (লক্ষ টাকা)	উপজেলা	জেলা
চট্টগ্রাম বিভাগঃ				
১১৩। ডাউকা নদী ২য় খণ্ড (মৌঃ সাদিপুর হইতে হোসেনপুর)।	-	.৪০৩	ঐ	ঐ
১১৪। বোয়ালিয়া প্রঃ মকসেদপুরঘর	-	.৩৫১	ধর্মপাশা	ঐ
১১৫। কাউনাই নদী	-	.৬০১	ঐ	ঐ
১১৬। কাশিপুর লাইড়াদিঘী গ্রুপ ডি বাগমারা কাশপুর গং।	-	.৩১	সাল্লা	ঐ
১১৭। বাশিয়া নদী	৯৯ একর	১০৮	বিশ্বনাথ	সিলেট
১১৮। সাদিপুর নদী	৯৩.৮১ একর	৩৩১	বালাগঞ্জ	ঐ
১১৯। বেরী বিল জলমহাল	১৪৮.৭৩ একর	১.২৮৭	সদর	মৌলভীবাজার
১২০। বরবারলি এবং বুড়িজুরী গাং।	৮৪.০০	.৩৮৮৬	রাজনগর	ঐ
১২১। বেরী বিল (রত্না বিল)	১০১.৭৭ একর	.৮২৫	সদর	হবিগঞ্জ
১২২। ভাণ্ডার বিল	১০৫.৫৭ একর	১.১০	বানিয়াচং	ঐ
১২৩। ধলেশ্বরী নদী (পূর্বে রামপুর কাটাখাল হইতে ছাতল পাড়া)।	১৬৮০.০০ একর	.৪২	নাছিরনগর	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
১২৪। তিতাস নদী ফিসারী ব্লক-ক	১৭৫.০০ একর	.০৫	সদর	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
১২৫। তিতাস নদী ফিসারী ব্লক-খ	-	-	সদর	ঐ
১২৬। কয়রাপুর ফিসারী	-	.১৩	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
১২৭। নলচর ফিসারী	-	.১৩৫	হোমনা	ঐ
১২৮। মেঘনাবলাশিয়া	১৪ মাইল	১.৮২	সদর	চাঁদপুর
১২৯। একলাসপুর কোল ফিসারী	৪ মাইল	.৪০১	মতলব	ঐ
১৩০। ছোট ফেনী নদীর মাছ মহল (চর গোয়ালগাঁও হইতে কাজীরহাট)	২৭১.৬৮ একর	.০১	সোনাগাজী	ফেনী
১৩১। ছোট ফেনী নদীর ২য় খণ্ড (কাজীরহাট সুইসগেট হইতে বামনা পর্যন্ত)	১৮৮.৭৯ একর	.০২১	ঐ	ঐ
১৩২। হাতিয়া ইষ্টার্ন কোষ্টাল ফিসারী	৪ মাইল	.১০১	হাতিয়া	নোয়াখালী
১৩৩। দয়ামন্দী মহেন্দু খাল	-	-	লক্ষীপুর	লক্ষীপুর
১৩৪। কর্ণফুলী রিভার পাড়-১	৬০৯ একর	.০৫০১	পটিয়া	চট্টগ্রাম
১৩৫। কর্ণফুলী রিভার পাড়-২	-	-	-	-
১৩৬। শিকলবহা ফিসারী খাল	১৫৪.৮৮ একর	.০৫৭	ঐ	ঐ
১৩৭। চৌকার কাড়ি খাল	-	-	চকোরিয়া	কক্সবাজার
১৩৮। ডেমোশিয়া খাল	-	-	ঐ	ঐ
১৩৯। সাংগু নদী	৩ বর্গ কিঃ মিঃ	.০৩২	সদর	বান্দরবন

পরীক্ষাধীন নূতন জলমহল নীতির অধীনে জলমহাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চুক্তিনামা।

বাংলা ১৩৯..... সালের ..... তারিখ, মোতাবেক ইংরেজী ১৯৮..... খ্রীষ্টাব্দের ..... তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে কালেক্টর..... জেলা (অতঃপর বন্দোবস্ত দাতা নামে অভিহিত) প্রথম পক্ষ এবং উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির পক্ষে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অতঃপর বন্দোবস্ত গ্রহীতা নামে অভিহিত) দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

যেহেতু বন্দোবস্ত দাতা প্রথম পক্ষ ..... জেলার..... উপজেলার অধীন খতিয়ান নম্বর.....মৌজা.....জে,এল, নং.....অন্তর্ভুক্ত আনুমানিক..... জমির বা এই চুক্তির তফশীলে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত (অতঃপর তফশীলভুক্ত সম্পত্তি বলিয়া অভিহিত) সরকারের পক্ষে মালিক;

এবং যেহেতু নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক কাজের জন্য তফশীলভুক্ত সম্পত্তির বন্দোবস্ত চাহিয়া দ্বিতীয় পক্ষ দরখাস্ত করিয়াছেন;

এবং যেহেতু ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ের ২৯-৪-৮৭ এবং ২৭-৮-৮৭ ইং তারিখের সভায় যৌথভাবে তফশলীভুক্ত সম্পত্তি পরীক্ষাধীন নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতির অধীনে ব্যবস্থাপনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে;

এবং যেহেতু ভূমি মন্ত্রণালয় তফশীলে বর্ণিত জলমহাল পরীক্ষাধীন নতুন নীতির অধীনে ব্যবস্থাপনার যৌথ দায়িত্ব ৩ হইতে ৫ বৎসরের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে বন্দোবস্ত দিতে সম্মত হয়েছেন;

সেহেতু বন্দোবস্ত দাতা এবং গ্রহীতা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীর অধীনে এই চুক্তিনামা সম্পাদন করিলেনঃ

১। জলমহালগুলির মালিকানা ভূমি মন্ত্রণালয়ে থাকিবে।

২। জলমহালগুলির পরীক্ষাধীনকাল ৩ বৎসর বলিয়া গণ্য হইবে।

৩। (ক) তফশীলভুক্ত জলমহালের রাজস্ব বন্দোবস্ত গ্রহীতা ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কালেক্টরকে "৭-ভূমি রাজস্ব-জলমহাল হইতে আয়" খাতে জমা করিবেন।

(খ) বাংলা সনে এই রাজস্ব জমা করিতে হইবে এবং কলেক্টরকে চালানের কপি দিয়া জানাইতে হইবে।

(গ) বাংলা বৎসরের প্রথম মাসের দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যেই অর্থাৎ বৈশাখ মাসের মধ্যে এই টাকা জমা করিতে হইবে।

(ঘ) যদি বন্দোবস্ত গ্রহীতা রাজস্ব পরিশোধ করিতে অস্বীকৃতি জানায় অথবা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে বন্দোবস্ত দাতা তফশীলভুক্ত সম্পত্তির বন্দোবস্ত বাতিল করিয়া দায়মুক্ত অবস্থায় উহা পুনরাধিকার করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকিবে যে, যে ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত দাতা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে বন্দোবস্ত গ্রহীতা এমন অবস্থায় (গ) দফার শর্ত মোতাবেক রাজস্ব পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন যে অবস্থা সম্পূর্ণরূপে তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ছিল, সেই ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত বাতিল না করিয়া এবং তফশীলভুক্ত সম্পত্তি পুনরাধিকার না করিয়া তফশিলী ব্যাংকসমূহ যে সুদের হারে টাকা ধার দেয় সে হারের চেয়ে শতকরা ৫% ভাগ বর্ধিত হারে বকেয়া রাজস্বের উপর সুদ ধার্য করিয়া রাজস্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন যদি রাজস্ব পাওনা হইবার তারিখ অতিক্রান্ত হইবার ১ (এক) মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করা হয়। এই সময়কালের মেয়াদ কোন অবস্থাতেই বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৪। বন্দোবস্ত গ্রহীতা অংগীকার করিতেছেন যে, কোন অবস্থাতেই তিনি তফশীলভুক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা অন্য কাহারও উপর অর্পণ করিবেন না এবং তফশীলভুক্ত সম্পত্তির অংশ বিশেষ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি কখনও কোন অবস্থাতেই অন্য কাহারও নিকট হস্তান্তর করিবেন না অথবা সাবলীজ প্রদান করিবেন না। বন্দোবস্ত গ্রহীতা ইহাও স্বীকার করিয়া লইলেন যে, কোন অবস্থাতেই তফশীলভুক্ত সম্পত্তিতে তাহার কোন প্রকার মালিকানা দাবী প্রতিষ্ঠিত হইবে না। বন্দোবস্ত গ্রহীতা বন্দোবস্ত দাতার

জলমহালের সীমানা রক্ষিত করিবেন এবং বন্দোবস্ত দাতার স্বার্থ সংরক্ষণ করিবেন।

৫। বন্দোবস্ত গ্রহীতা মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও আহরণের ব্যাপারে সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ, উপকরণ সরবরাহ ও ঋণ মঞ্জুরীসহ উন্নত পদ্ধতির মৎস্য চাষের প্রবর্তন করিবেন।

৬। বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলমহালগুলিতে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সকল জলমহালে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য, নমুনা, মৎস্য আহরণ পরিবেশগত অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য বিভাগের শর্ত অধিকার থাকিবে।

৭। বাৎসরিক লাইসেন্স বা অধিকারপত্র নিরক্ষর জেলেদের হয়রানীর শিকার করতে পারে বিধায় নির্বাচিত জেলেদের পরীক্ষাধীনকাল দিতে হইবে এবং তিন বৎসরের জন্য মৎস্য আহরণ ও মৎস্য উৎপাদনে তাহাদের সমানভাবে ব্রতী ও উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

৮। বন্দোবস্ত গ্রহীতা অংগীকার করিলেন যে, তিনি মাছ ধরার এমন পন্থা বা পদ্ধতি ব্যবহার করিবেন না যাহা কালেক্টর/জেলা প্রশাসকের নিকট আপত্তিকর বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। বন্দোবস্ত গ্রহীতা নৌ-চলাচলে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারিবেন না অথবা এমন কোন কাজ করিবেন না যাহাতে জনসাধারণের সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের অথবা জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হইবে অথবা পানি দূষিত করিবেন না কিংবা এমন কাজ করিবেন না যাহা public nuisance হিসাবে জেলা প্রশাসক বিবেচনা করিতে পারেন।

১০। বন্দোবস্ত গ্রহীতা ভূমি মন্ত্রণালয়ের তথা কালেক্টর/জেলা প্রশাসকের সকল যুক্তিসংগত আদেশ মানিয়া চলিবেন।

১১। বন্দোবস্ত গ্রহীতার জলমহালের উপর ফেরী পারাপার অথবা লোক চলাচল করার কোন অধিকার থাকিবে না। জলমহালের অন্তর্ভুক্ত এলাকার জমি অথবা ভূগর্ভস্থ কোন খনিজ পদার্থের উপর কোন অধিকার বর্তাইবে না।

১২। বন্দোবস্ত গ্রহীতা নতুন নীতি অনুযায়ী স্থানীয় মৎস্যজীবীদের স্বার্থে এবং মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি ও আহরণের অনুকূল কাজে জলমহালগুলিকে ব্যবহার করিবেন।

১৩। বন্দোবস্ত গ্রহীতা যে কাজের জন্য তফশীলভুক্ত সম্পত্তির বন্দোবস্ত পাইয়াছেন শুধুমাত্র সেই কাজ এবং আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ইহা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

১৪। বন্দোবস্ত গ্রহীতা তফশীলভুক্ত সম্পত্তি সে কাজে ব্যবহার করিবেন যে কাজের বৎসর ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচী বন্দোবস্ত দাতার অবগতির জন্য পেশ করিবেন।

১৫। তফশীলভুক্ত সম্পত্তি বন্দোবস্ত গ্রহীতার দখলে থাকাকালীন সময়ে তিনি কোন প্রকারেই উক্ত সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন শ্রেণী/প্রকৃতি পরিবর্তন করিবেন না এবং এমন কোন কাজ করিবেন না যাহার ফলে তফশীলভুক্ত সম্পত্তির উপর বন্দোবস্ত দাতার স্বত্ব-সীমান্ত বিঘ্নিত হইতে পারে।

১৬। যদি বন্দোবস্ত গ্রহীতা এই চুক্তির কোন শর্ত ভংগ করেন অথবা তফশীলভুক্ত সম্পত্তি কাহারও নিকট বন্দোবস্ত দেন অথবা বিজ্ঞাপনের মারফত বা প্রকারান্তরে তফশীলভুক্ত সম্পত্তি দেওয়ার জন্য দরখাস্ত আহবান করেন তাহা হইলে বন্দোবস্ত দাতা বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া এই চুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন এবং সেই ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে তফশীলভুক্ত সম্পত্তি হইতে তাৎক্ষণিক উচ্ছেদ করা যাইবে এবং উক্ত সম্পত্তির উপর যাহা কিছুই অবস্থিত থাকুক না কেন তাহা বন্দোবস্ত দাতার বরাবরে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে এবং তিনি তাহার ইচ্ছামত উহার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

১৭। যদি ভিন্নরূপ কোন চুক্তি না থাকে, তাহা হইলে বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ হইবার পর তফশীলভুক্ত সম্পত্তির উপর যাহা কিছু অবস্থিত থাকিবে তাহা বন্দোবস্তদাতার সম্পত্তিরূপে গণ্য হইবে।

১৮। বন্দোবস্ত গ্রহীতা তফশীলভুক্ত সম্পত্তিতে জেলা কালেক্টর অথবা তাহার মনোনীত কর্মকর্তা এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের মনোনীত কর্মকর্তাকে প্রবেশাধিকার দিতে বাধ্য থাকিবেন এবং জেলা কালেক্টর

ও উক্ত মনোনীত কর্মকর্তাগণ তফশীলভুক্ত সম্পত্তির অধীন স্থাবর-অবস্থাবর সম্পত্তি এবং তাহার উপর বা আভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

১৯। বন্দোবস্ত গ্রহীতা তফশীলভুক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত সকল তথ্য বন্দোবস্ত দাতা (ভুমি মন্ত্রণালয়) যখনই চাহিবেন তখনই সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

২০। বন্দোবস্ত দাতার লিখিত অনুমতি ছাড়াও তফশীলভুক্ত সম্পত্তির উপর বন্দোবস্ত গ্রহীতা কোন পাকা ইমরাত নির্মাণ করিতে পারিবেন না। তবে তিনি তাহার কাজ চালাইবার জন্য অস্থায়ী বাড়ীঘর নির্মাণ করিতে পারিবেন। কোন কারণে বন্দোবস্ত বাতিল হইয়া গেলে অথবা মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে ঐ সকল কাঠামো নিজ খরচে সরাইয়া লইতে হইবে। যদি বন্দোবস্ত গ্রহীতা সরাইয়া না নেন তাহা হইলে বন্দোবস্ত দাতা ঐ সকল কাঠামো ভাংগিয়া ফেলিতে পারিবেন এবং ঐ সকল কাঠামো ভাংগার খরচ বন্দোবস্ত দাতা গ্রহীতার নিকট হইতে আদায় করিবেন।

২১। সাধারণ সুবিধার্থে যদি খাল খনন, রাস্তাঘাট, বাঁধ, ডাইক ইত্যাদি নির্মাণের জন্য জমির প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বন্দোবস্ত দাতার নির্ধারণ অনুযায়ী তফশীলভুক্ত সম্পত্তি বন্দোবস্ত গ্রহীতা নির্ধারিত পরিমাণ জমি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন এবং তৎপরিবর্তে তাহাকে কোন জমি পূরণ করিয়া দেওয়া হইবে না, তবে আনুপাতিক হারে সালামীর টাকা রেয়াত পাইবেন।

২২। জলমহালে পলিমাটি পড়িয়া চর জাগিয়া উঠিয়া যদি নদীর কোন স্রোতধারা পরিবর্তন হয় তবে সেই স্থানই জলমহাল হিসাবে গণ্য হইবে এবং জাগিয়া উঠা চর কালেক্টরের অধীনে চলিয়া যাইবে। নূতন এলাকার জন্য বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে নূতন করিয়া কোন সালামী দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

২৩। যদি তফশীলভুক্ত জলমহালের মধ্যে নতুন কোন বদ্ধ জলাশয়ের সৃষ্টি হয় এবং তাহা অন্য কোন জলাশয়ের সহিত যুক্ত না হয় তবে ঐ নুতন জলাশয়ের জন্য নূতন চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে এবং সালামীর টাকাও নূতনভাবে ধার্য হইবে।

২৪। যদি এই চুক্তি নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে নবায়িত না হয় তাহা হইলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিভাবে এই চুক্তির অবসান হইবে।

২৫। এই চুক্তি যাহাই বর্ণিত হউক না কেন উভয় পক্ষ এই ব্যাপারে একমত এবং অংগীকারাবদ্ধ যে, বন্দোবস্ত দাতা যে কোন সময়ে ন্যায়সংগত কারণ দর্শাইয়া তফশীলভুক্ত সম্পত্তির বন্দোবস্ত বাতিল করিতে পারিবেন।

২৬। নিম্নস্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে চুক্তির শিরোভাগে বর্ণিত তারিখে পক্ষদ্বয় এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবেন।

তফশীলভুক্ত খাস সম্পত্তির বিবরণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে
(বন্দোবস্ত দাতা)

জনাব/বেগম/.....

সীলমোহর
সাক্ষীঃ

(বন্দোবস্ত গ্রহীতা)

১।
২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৭

স্মারক নং ভূঃমঃ শা-জমব্য-১/৮৫/৫২১(৬৪), তারিখ ১৭-১১-৮৭ ইং
৩০-৭-৯৪ বাং

প্রেরক ঃ এম, মোকাম্মেল হক,
সচিব।

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক/কালেক্টর,.....।

বিষয় ঃ ক্ষতিপূরণের অজুহাতে নীলাম না ডেকে জলমহালের পূর্বতন ইজারাদারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ইজারা দেওয়া প্রসংগে।

বিগত ১৫-১০-৮৪ ইং তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে জলমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি নীতিমালা জারী করা হয়। সে নীতিমালা অনুযায়ী ২০ (কুড়ি) একরের উর্ধে বদ্ধ জলাশয়ের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ তিন বছর মেয়াদে এবং উন্মুক্ত জলাশয়ের ক্ষেত্রে এক বছর মেয়াদে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) গণ ইজারা দেবেন। এসব ইজারা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও সীমিত নীলামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ডাককারীর কাছে ইজারা দেবার নির্দেশ রয়েছে। তবে সর্বোচ্চ ডাক পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে অন্ততঃ ২৫% বেশী না হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। ঐ ক্ষেত্রে নতুনভাবে নীলামের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং অনুরূপ নূতন নীলামে যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ ব্যবস্থাও রাখা ছিল যে বিশেষ ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ইজারা দেয়া যাবে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের শর্তে চার থেকে দশ বছরের জন্য কুড়ি একরের উর্ধের জলমহালগুলি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির মধ্যে ইজারা দেয়া যাবে এবং তা নীলামে অথবা আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হতে হবে।

২। উক্ত নীতিমালায় জলমহালগুলি কিভাবে ইজারা বন্দোবস্ত দেয়া হবে তার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকার আশা করেন যে, এই নীতিমালা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে এবং এ থেকে সরকারের ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জিত হবে।

৩। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জলমহালের ইজারা প্রদানের ব্যাপারে জেলা প্রশাসকগণ জলমহাল নীতিমালা অনুযায়ী নীলামের ব্যবস্থা না করে আলোচনার মাধ্যমে ইজারা প্রদান করছেন যা একান্তই অনভিপ্রেত। এই সমস্ত ইজারাদারগণ বিভিন্ন অজুহাতে ক্ষতিপূরণের কারণ উল্লেখ করে ইজারার টাকা মওকুফের জন্য অথবা ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করছেন। এতে সরকারের জলমহাল থেকে আয় যেমন কমছে ঠিক তেমনি ব্যবস্থাপনার দিকেও ত্রুটি থেকে যাচ্ছে।

৪। সরকারের দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে কোন ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকগণ ক্ষতিপূরণের অজুহাতে ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করে মন্ত্রণালয়কে জানাচ্ছে অথবা ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ছাড়া সরাসরি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠাচ্ছে যা নীতিমালার পরিপন্থী।

৫। নীতিমালা অনুযায়ী যদি কোন জলমহালের ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয় অথবা আলোচনার মাধ্যমে যদি কোন জলমহাল ইজারা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয় তবে তা অনুরূপ ব্যবস্থার সমর্থনে সুনির্দিষ্ট যুক্তি, তথ্য, বিবরণসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে অবশ্যই অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে।

৬। বর্ণিত অবস্থায় মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ব্যতীত কোন অবস্থাতেই যাতে ক্ষতিপূরণের অজুহাতে আলোচনার মাধ্যমে কোন জলমহালের ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করা না হয় অথবা ইজারা দেয়া না হয় এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

স্বা/-(এম, মোকাম্মেল হক)
সচিব।

স্মারক নং ভূঃমঃ শা-জমব্য-১/৮৫/৫১১(৬৪)/১(৭০)

তারিখঃ ১৭-১১-৮৭ ইং
৩০-৭-৯৪ বাং

অনুলিপি অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হইলঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি প্রশাসন বোর্ড, ঢাকা।
৩। ভূমি সংস্কার কমিশনার, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৪। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) (সকল)।

স্বা/-(মুহাম্মদ সেরাজুল হক)
উপ ভূমি সংস্কার কমিশনার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৭

স্মারক নং ভূঃমঃ ৭ বিবিধ১৪/৮৯/৩০৩(৬৪), তারিখ ২৬-৬-৯০ ইং
১১-৩-৯৭ বাং

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক .....।

বিষয় ঃ পাথর ও বালুমহালের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে।

নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, দেশের পাথর ও বালুমহালগুলির মালিকানা ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত বিধায় জি, ই, ম্যানুয়েলের বিধান মোতাবেক ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা কালেক্টরগণ এসব পাথর ও বালুমহাল বাৎসরিক ইজারা প্রদানের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করে আসছেন এবং ইজারালব্ধ অর্থ সরকারের ৭ ভুমি রাজস্ব খাতে জমা হয়ে আসছে। ইদানিং কোন কোন জেলা থেকে এ মর্মে তথ্য পাওয়া গেছে যে, এসব বালু ও পাথরমহাল জেলা প্রশাসন কর্তৃক ইজারা প্রদানের বিষয়ে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো থেকে আপত্তি উত্থাপনের ফলে উক্ত মহালগুলির ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ অবস্থার নিরসনকল্পে জানানো যাচ্ছে যে, পাথর ও বালুমহালগুলির ইজারা ব্যবস্থা যথানিয়মে ভূমি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং জেলা প্রশাসকগণ জি, ই, ম্যানুয়েল অনুযায়ী এসব মহালের ইজারা প্রদান অব্যাহত রাখবেন।

স্বা/-(এম, এ, রশিদ মিয়া)
সহকারী সচিব।

স্মারক নং ভূঃমঃ ৭ বিবিধ১৪/৮৯/৩০৩(৬৪)/১(৪), তারিখঃ ২৬-৬-৯০ ইং
১১-৩-৯৭ বাং

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১। কমিশনার, ... বিভাগ.....

স্বা/-(এম, এ, রশিদ মিয়া)
সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৭

স্মারক নং ভুঃমঃ ৭ জমনী-১/৯০/৫১৬(৬৪), তারিখ ১০-১০-৯০ইং
২৪-৬-৯৭ বাং

প্রেরক ঃ এ, জেড, এম, নাছিরুদ্দিন
সচিব,
ভূমি মন্ত্রণালয়।

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক,..... জেলা।

বিষয় ঃ নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালার অধীনে ১৩৯৭ বাংলা সনে ৩ বছর মেয়াদে ১৫০টি জলমহালের ব্যবস্থাপনা মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর প্রসংগে।

সূত্র ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭-৩-৯০ ইং তারিখের স্মারক নং ভুঃমঃ ৭ জমনী-১/৯০/৮৮(৬০), ১৫-৩-৯০ ইং তারিখের ভূঃমঃ ৭-জমনী-১/৯০/১০০(৬০)।

পরীক্ষাধীন নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালার অধীনে গৃহীত জলমহালের ব্যবস্থাপনা মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর প্রক্রিয়াসহ এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭-১-৮৮ ইং তারিখের ভূঃমঃ ৭-জমনী-১/৮৭/১৩(৬৪) নং স্মারকে জারী করা হয়। ২৫-২-৯০ ইং তারিখে উক্ত নতুন জলমহাল নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য কেন্দ্রীয় জলমহাল সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ১৩৯৭ বাংলা সালে নতুনভাবে ১৫০টি জলমহালের ব্যবস্থাপনা ৩ বছর মেয়াদে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৮০টি জলমহালের তালিকা প্রস্তুত করে সূত্রে উল্লেখিত ৭-৩-৯০ ইং তারিখের স্মারকে জলমহালগুলির ইজারা প্রদান না করার জন্য সকল জেলা প্রশাসকদের অনুরোধ জানানো হয় এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত উহাদের ব্যবস্থাপনা মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর স্থগিত রাখার জন্য ১৫-৩-৯০ ইং তারিখে স্মারকে জানানো হয়। পরবর্তীতে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৩-৫-৯০ ইং তারিখে ২ মৎস্য (জম) ৩/৯০/১২৮ নং স্মারকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের জানানো হয়। এই জলমহালগুলির ইজারা প্রদান না করা এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত উহাদের ব্যবস্থাপনা মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর স্থগিত রাখা হয়।

২। ২২-৯-৯০ ইং তারিখে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় ভূমি মন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, জাতীয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ১৫০টি জলমহালের ব্যবস্থাপনা মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৫০টি জলমহালের সংশোধিত তালিকা সংযুক্ত করা হলো (পরিশিষ্ট 'ক')।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭-১-৮৮ ইং তারিখের ভূঃমঃ ৭-জমনী০১/৮৭/১৩(৬৪) নং স্মারকের ১৮ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক এতদসংযুক্ত তালিকায় উল্লেখিত জলমহালসমূহের ইজারা মূল্য নির্ধারণ করতেঃ ইজারা মূল্য আদায় এবং জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালার অধীনে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে জলমহালের ব্যবস্থাপনা হস্তান্তরের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের উপরোল্লিখিত ৭-১-৮৮ ইং তারিখের স্মারকের সংশ্লিষ্ট সকল শর্তাদি এক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রযোজ্য হবে।

৩। পূর্বে প্রেরিত তালিকার যেসব জলমহাল অত্রসাথে সংযুক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নেই সে

সবের মধ্যে যে সব জলমহাল মহামান্য হাইকোর্ট/আদালতের নিষেধাজ্ঞাধীন আছে সেগুলো মহামান্য হাইকোর্ট/আদালতের বর্তমান আদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ইজারামুক্ত জলমহালগুলো প্রচলিত নীতিমালা মোতাবেক ইজারা বন্দোবস্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪। এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমসহ সংযুক্ত তালিকায় উল্লেখিত প্রত্যেকটি জলমহালের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত তালিকা (যথা আয়তন, পূর্ববর্তী বছরের ইজারা মূল্য, বর্তমানে নির্ধারিত ইজারা মূল্য ইত্যাদি) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

সংযুক্তিঃ পরিশিষ্ট 'ক' (৫ পৃষ্ঠা)

স্বা/-(এ, জেড, এম, নাছিরুদ্দিন)
সচিব,
ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং ভূঃ মঃ ৭-জমনী-১/৯০/৫১৬(৬৪)/১(১৮)), তারিখঃ ১০-১০-৯০ ইং
২৪-৬-৯৭ বাং

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি পেশ করা হলোঃ
১। রাষ্ট্রপতির মুখ্য সচিব, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৩। সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৬। মহা-পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।
৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ঢাকা/ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, রাজশাহী।
৮। নিবন্ধক সমবায় সমিতিসমূহ, ঢাকা।
৯। কমিশনার..... বিভাগ.....
১০। পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১। ভূমি মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১২। ভূমি সচিবের একান্ত সচিব, ভূমিমন্ত্রণালয়।
১৩। সভাপতি/মহা সচিব, বাংলাদেশ জাতয়ি মৎস্যজীবি সমিতি, ৩/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

স্বা/-(এম, এ, রশিদ মিয়া)
সহকারী সচিব।

স্মারক নং ভূঃ মঃ ৭-জমনী-১/৯০৫১৬(৬৪)/২(৫৮৮), তারিখঃ ১০-১০-৯০ ইং
২৪-৬-৯৭ বাং

প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলোঃ
১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) .....
২। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা .....
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার .....

স্বা/-(এম, এ, রশিদ মিয়া)
সহকারী সচিব।

পরিশিষ্ট 'ক'

নিম্নলিখিত জলমহালগুলি ১৩৯৭ বাংলা সনে নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনাধীনে গ্রহণ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	জলমহালের নাম	উপজেলা	জেলা
১	২	৩	৪
বিভাগঃ খুলনা (২৬টি)			
১।	ভৈরব নদী	রূপসা	খুলনা
২।	কাজী বাছা নদী	ঘটিয়াঘাট	ঐ
৩।	ভদ্রা নদী	ডুমুরিয়া	ঐ
৪।	আত্রাই নদী	দিঘুলিয়া	ঐ
৫।	ঘুপিয়ারখাল	রূপসা	ঐ
৬।	চিত্রা নদী	তেরখাদা	ঐ
৭।	মেঘনা নদী জলমহাল	সদর, দৌলতখা, লারমোহন, সবখদ, তজুমদ্দিন, চরফেশন।	ভোলা
৮।	মেঘনা নদী জলকর	সদর, হিজলা, মেহন্দীগঞ্জ	বরিশাল
৯।	আড়িয়াল খাঁ নদী	সদর	ঐ
১০।	বিশখালী নদী ১ম খণ্ড	রাজাপুর	ঝালকাঠি
১১।	কুমার নদী	শ্রীপুর	মাগুরা
১২।	মধুমতি নদী জলকর	লোহাগড়া	নড়াইল
১৩।	পায়রা নদী	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী
১৪।	পায়রা নদী	সদর	বরগুনা
১৫।	ধলেশ্বরী নদী	সদর নাজিরপুর, কচুরা, চিতলমারী, মোড়লগঞ্জ	পিরোজপুর
১৬।	পোনা নদী	ভান্ডারিয়া	পিরোজপুর
১৭।	কেন্দুয়া জলকর জলমহাল	মোল্লাহাট	বাগেরহাট
১৮।	গাবখালী জলকর	ফকিরহাট	ঐ
১৯।	রায়সার বিল বাওড়	দামুরহুদা	চুয়াডাংগা
২০।	তেরঘরিয়া	মেহেরপুর সদর	মেহেরপুর
২১।	পদ্মা নদী	দৌলতপুর, খোকশা	কুষ্টিয়া
২২।	কপোতাক্ষ নদী (১ম, ২য়, ৩য় খন্ড)	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
২৩।	কপোতাক্ষ নদী ৪র্থ খন্ড	কোট চাঁদপুর	ঐ
২৪।	কপোতাক্ষ নদী	চৌগাছা	যশোর
২৫।	আইবুড়ি নদী	শ্যামনগর	সাতক্ষীরা
২৬।	টিকেট নদী	দেবহাটা	সাতক্ষীরা

ক্রমিক নং	জলমহালের নাম	উপজেলা	জেলা
১	২	৩	৪
বিভাগঃ ঢাকা (৪৫টি)			
২৭।	বুড়িগঙ্গা নদী ফিসারী তৌজি নং ১৬১২২	কেরানীগঞ্জ	ঢাকা
২৮।	বুড়িগংগা নদী ফিসারী তৌজি নং ৮২৪৪	ঐ	ঐ
২৯।	তুরাগ নদী	সাভার	ঐ
৩০।	বংশী নদী	সাভার	ঐ
৩১।	ইছামতি নদী	নবাবগঞ্জ	ঐ
৩২।	বেতলাই বিল	ধামরাই	ঐ
৩৩।	বুড়িগংগা নদী ফিসারী (পাগলা ব্যজি হইতে ধর্মগঞ্জ)	কেরানীগঞ্জ	ঐ
৩৪।	কালী বর্মার নদী	কাপাশিয়া	গাজীপুর
৩৫।	কাউরাইদ নদী	শ্রীপুর	ঐ
৩৬।	শীতলক্ষা নদী	কালিগঞ্জ	ঐ
৩৭।	মেঘনা ব্লক ৬ নং	আড়াইহাজার, সোনারগাঁও	নারায়ণগঞ্জ
৩৮।	মেঘনা ব্লক ৭ নং	সোনারগাঁও	ঐ
৩৯।	ব্রহ্মপুত্র নদ	বন্দর, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, সোনারগাঁও	ঐ
৪০।	মেঘনা ফিসারী ব্লক নং ১	রায়পুর	নরসিংদী
৪১।	মেঘনা ফিসারী ব্লক নং-৩	নরসিংদী সদর	ঐ
৪২।	চরদেওঘর ফিসারী	অষ্টগ্রাম	কিশোরগঞ্জ
৪৩।	করাতিয়া কলকলিয়া	অষ্টগ্রাম	ঐ
৪৪।	মইসার বুরনপুর ফিসারী	মিঠামইন	ঐ
৪৫।	সুতী নদী	তাড়াইল	ঐ
৪৬।	উজান শিমুল গৌরনদীর টুক	ইটনা	ঐ
৪৭।	মরা নদী	পূর্বধলা	নেত্রকোনা
৪৮।	রাজধলা বিল	পূর্বধলা	ঐ
৪৯।	বিল চিবাইন বাইনর	মোহনগঞ্জ	ঐ
৫০।	বয়রালা নদী	মদন	ঐ
৫১।	সাপমারা খাল	মোহনগঞ্জ	ঐ
৫২।	বরবিল বিলা	ফুলবাড়ীয়া	ময়মনসিংহ
৫৩।	অমিনা নদী	মুক্তাগাছা	ঐ
৫৪।	শ্রীখালী গাং	সদর	ময়মনসিংহ
৫৫।	খরিয়া নদী	ফুলপুর	ঐ
৫৬।	জল যমুনা ও জলভালকুটিয়া জলমহাল	ভূয়াপুর, গোপালপুর, টাংগাইল সদর	টাংগাইল
৫৭।	বাইলা বিল	বাশাইল	ঐ

ক্রমিক নং	জলমহালের নাম	উপজেলা	জেলা
১	২	৩	৪
৫৮।	ধলেশ্বরী ফিসারী	দেলদোয়ার, নাগরপুর, টাংগাইল সদর	ঐ
৫৯।	সুনসির বিল	নাগরপুর	ঐ
৬০।	আনারপুর জলমহাল	শিবালয়	মানিকগঞ্জ
৬১।	জারী যমুনা	দৌলতপুর	ঐ
৬২।	মাকুয়াহাটা খাল	টংগীবাড়ী ও মুন্সিগঞ্জ সদর	মন্সিগঞ্জ
৬৩।	জল খরকা জলমহাল	মাদারগঞ্জ	জামালপুর
৬৪।	বার মাইসা কাটা খাল	মেলান্দহ	ঐ
৬৫।	কুনাই ব্রক্ষপুত্র জলমহাল	দেওয়ানগঞ্জ	ঐ
৬৬।	রাম রামপুর ব্রক্ষপুত্র জলমহাল	বক্সীগঞ্জ	ঐ
৬৭।	কুসা বিল	নখলা	শেরপুর
৬৮।	বিল রুট ক্যানেল	মুকসেদপুর	গোপালগঞ্জ
৬৯।	টুংগীপাড়া খোট	টুংগীপাড়া	ঐ
৭০।	বারাসিয়া নদী	আলফাডাংগা	ফরিদপুর
৭১।	তারাবুনিয়া জলকর	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর
চট্টগ্রাম বিভাগঃ (৫৬টি)			
৭২।	মাহালিয়া গড়ল খাল	সাতকানিয়া	চট্টগ্রাম
৭৩।	মেঘনা নদীর মহল	রায়পুর	লক্ষীপুর
৭৪।	হাতিয়া পশ্চিম উপকুলীয় জলমহাল	হাতিয়া	নোয়াখালী
৭৫।	বড় ফেনী নদীর মাছ মহল	সোনাগাজী	ফেনী
৭৬।	ছিলনীয় নদী	ছাগলনাইয়া	ফেনী
৭৭।	নয়াবাদ ফিসারী	হোমনা	কুমিল্লা
৭৮।	নলিয়া ফিসারী	মুরাদনগর	ঐ
৭৯।	কারজন খাল	চান্দিনা, বরুরা	ঐ
৮০।	মরা তিতাস	মুরাদনগর	ঐ
৮১।	ডাকাতিয়া ফিসারী	নাংগলকোট	ঐ
৮২।	ধনাগোদা ঘোমতি ফিসারী	মতলব	চাঁদপুর
৮৩।	ডাকাতিয়া নদী ফিসারী	চাঁদপুর সদর	ঐ
৮৪।	ডাকাতিয়া নদী ফিসারী	হাজীগঞ্জ	ঐ
৮৫।	ক্ষীদিরপুর গংগামন্ডল ফিসারী	মতলব	ঐ
৮৬।	মেঘনা নদী (আন্তঃ জেলা লঞ্চ ব্রিজ হইতে দুরামাইল)	সরাইল	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
৮৭।	মেঘনা নদী (আন্তঃ জেলা ব্রিজ দুর্গারাপপুর)	বি. বাড়ীয়া সদর	ঐ
৮৮।	মেঘনা নদী (শ্রবন্দি হইতে ছলিমগাঁও)	বাঞ্ছারামপুর	ঐ
৮৯।	তিতাস নদী (গোপনঘাট হইতে গোসাইপুর)	নবীনগর	ঐ
৯০।	সুরমা নদী ৬/২	সিলেট সদর	সিলেট

ক্রমিক নং	জলমহালের নাম	উপজেলা	জেলা
১	২	৩	৪
৯১।	সুরমা নদী ৫ম খণ্ড	গোপালগঞ্জ	ঐ
৯২।	সুরমা নদী ৭ম খণ্ড	সিলেট সদর	ঐ
৯৩।	ব্রাহ্মনা নদী	বিশ্বনাথ	ঐ
৯৪।	দেওচই নদী (লুবা নদী হইতে বান্দারাইল বাঁধ)	কানাইঘাট	ঐ
৯৫।	বুড়া মাতামুহুরী খাল ও শাখা প্রশাখা	চকরিয়া	কক্সবাজার
৯৬।	মাতামুহুরী খাল (চালালিয়া খালসহ)	চকরিয়া	কক্সবাজার
৯৭।	পানখালী খাল	চকরিয়া	ঐ
৯৮।	বিলফিরানী প্রকাশিত নওয়াবাদের গাং	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
৯৯।	বেরী বিল	নবীগঞ্জ	ঐ
১০০।	হাওয়া (আশুরা) বিল	লাখাই	ঐ
১০১।	কুশিয়ারা নদী ১৭ ও ১৮ নং খণ্ড রাজনগর	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
১০২।	কালনী নদী প্রকাশিত গাছের ডহরা	আজমিরীগঞ্জ/শাল্লা	হবিগঞ্জ/সুনামগঞ্জ
১০৩।	তারাজান বিল	তাহিরপুর	সুনামগঞ্জ
১০৪।	নাইন্দাকুপা নদী	বিশ্বম্বরপুর	ঐ
১০৫।	সুরমা নদী ১ম খন্ড	ছাতক	ঐ
১০৬।	কচুয়া নদী	ছাতক	ঐ
১০৭।	বটের খাল	ছাতক	ঐ
১০৮।	মরা গাং	শাল্লা	ঐ
১০৯।	ঘাগটিয়া ও হুগলী পতেংগা বিল	শাল্লা	ঐ
১১০।	কশিপুর লাইড়াদিয়া গ্রুপ সি	শাল্লা	ঐ
১১১।	শয়তানখালী নদী ৬ষ্ঠ খন্ড	শাল্লা	ঐ
১১২।	শয়তানখালী নদী ৫ম খন্ড	দিরাই	ঐ
১১৩।	শয়তানখালী নদী ২য় খন্ড	দিরাই	ঐ
১১৪।	শয়তানখালী নদী ১ম খন্ড	দিরাই	ঐ
১১৫।	সোয়াত্তর নদী	দিরাই	ঐ
১১৬।	উথারিয়া নদী	সুনামগঞ্জ	ঐ
১১৭।	৮৩/৭ সুরমা নদী	সুনামগঞ্জ	ঐ
১১৮।	বড় ছাপড়া ছোট ছাপড়া	দোয়ারাবাজার	ঐ
১১৯।	কনছখাই গ্রুপ জলমহাল	দোয়ারাবাজার	ঐ
১২০।	নয়া নদী ২য় খন্ড প্রকাশিত লক্ষীপুর	জামালগঞ্জ	ঐ
১২১।	হরিনগর পুটিয়া নদী	জামালগঞ্জ	ঐ
১২২।	নদী কুলমা নদী	ধর্মপাশা	ঐ
১২৩।	উদ্দাখালী গুমাই নদী	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
১২৪।	ধলিয়া নদী প্রকাশিত ঢালিয়া নদী	জগন্নাথপুর	ঐ
১২৫।	লাইয়া গজারিয়া গ্রুপ	সুনামগঞ্জ সদর	ঐ

ক্রমিক নং	জলমহালের নাম	উপজেলা	জেলা
১	২	৩	৪
১২৬।	গোয়াপাগুয়া	ছাতক	ঐ
১২৭।	নাগুয়া ধুলিয়া গ্রুপ বিল জলকর কুঞ্জ	মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর	মৌলভীবাজার
রাজশাহী বিভাগঃ			
১২৮।	বড়াল নদী	চারঘাট	রাজশাহী
১২৯।	ব্রহ্মপুত্র দিকদাইর ২য় খন্ড	উলিপুর	কুড়িগ্রাম
১৩০।	দুধ কমার নদী	কুড়িগ্রাম সদর	ঐ
১৩১।	রত্নাই নদী	লালমনিরহাট সদর	লালমনিরহাট
১৩২।	ধরলা নদী	ঐ	ঐ
১৩৩।	ধুম নদী	কাঠালিয়া	রংপুর
১৩৪।	হারুডাংগা বিল	পীরগাছা	ঐ
১৩৫।	ঘাঘট নদী	সদর	গাইবান্ধা
১৩৬।	বামন ডাংগা বিল	সুন্দরগঞ্জ	বগুড়া
১৩৭।	করতোয়া নদী জলমহাল নবাবগঞ্জ	ঘোড়াঘাট,	ঐ
১৩৮।	জল লস্করপুর জেলা	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ
১৩৯।	যমুনা নদীর শাখা (গুদার বাক হইতে মানিক বা দিয়ার)	কাজীপুর	ঐ
১৪০।	দিকশী বিল	চাটমোহর	পাবনা
১৪১।	হুর সাগর	বেড়া	ঐ
১৪২।	বিল চুরাইল	গোমস্তাপুর	নবাবগঞ্জ
১৪৩।	পদ্মা নদী	লালপুর	নাটোর
১৪৪।	ঢেপা নদী জলকর	সদর, বীরগঞ্জ, কাহারুল	দিনাজপুর
১৪৫।	আত্রাই নদী জলকর খানসামা	পীরগঞ্জ, কাহারুল,	ঐ
১৪৬।	আশুরার বিল	নবাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, সদর	ঐ
১৪৭।	বুড়ি তিস্তা নদী	ডিমলা	নীলফামারী
১৪৮।	যমুন নদী ১ম, ২য়, ৩য় খন্ড	পাঁচবিবি	জয়পুরহাট
১৪৯।	যমুন ফতেপুর	নওগাঁ সদর	নওগাঁ
১৫০।	ধারত্রী স্রোতা নদী	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৭

স্মারক নং ভূঃমঃ শা-জমব্য-১/৮৭/৫৬৩(৬৪), তারিখঃ ৩-১১-৯০ ইং
১৮-৭-৯৭ বাং

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক .....।

বিষয় ঃ ১৩৯৪ সনে পরীক্ষাধীন নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালার অধীনে গৃহীত জলমহালগুলি পরীক্ষাধীন মেয়াদ বর্ধিতকরণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ অত্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ভুঃ মঃ ৭-১/৮৭/১৩(৬৪) তারিখ ৭-১-৮৮ ইং এবং টেলেক্সবার্তা নং ভুঃ মঃ ৭-জমব্য-জেএমবি-১/৮৭/৭০(৬৪) তারিখ ২৭-২-৯০ ইং

নির্দেশক্রমে জানান যাইতেছে যে, ১৩৯৪ বাংলা সনে যে ১৪০টি জলমহাল পরীক্ষাধীন নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালার অধীনে ন্যস্ত করার নির্দেশ জারী করা হয় তাদের পরীক্ষাধীন মেয়াদ ১৩৯৬ বাংলা সনের ৩০শে চৈত্র মাসে শেষ হইয়া যাওয়ার প্রেক্ষিতে এই জলমহালগুলির জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এ জলমহালগুলির ইজারা না দেওয়ার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপরোল্লিখিত টেলেক্স বার্তায় অনুরোধ জানানো হয়।

২। উল্লেখ্য যে, ১৩৯৪ বাংলা সনে পরীক্ষাধীন নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালার অধীনে গৃহীত ১৪০টি জলমহারের মধ্যে ১২৩টি জলমহালে নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। মামলা মোকদ্দমা, ইজারাবদ্ধ এবং অন্যান্য জটিলতার কারণে ১৭টি জলমহালের ব্যবস্থাপনা নতুন নীতিমালার অধীনে আনা সম্ভব না হওয়ার কারণে উহাদের পরিবর্তে ১৩৯৬ বাংলা সনে ১৫টি জলমহাল নতুন নীতিমালার অধীনে ব্যবস্থাপনার জন্য ১২-৯-৮৯ ইং তারিখে ভূঃমঃ ৭-জমব্য-১/৮৭/৪৪৫(১২) নং স্মারক জারী করা হয়।

৩। এমতাবস্থায় নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালার অধীনে ১৩৯৪ সালে গৃহীত জলমহালগুলির মেয়াদ সমাপ্তিতে সেইসব জলমহালগুলির ব্যবস্থাপনার মেয়াদ ১৩৯৭ বাংলা সন হইতে ৬ বৎসরের জন্য নবায়নের ব্যবস্থাকল্পে অনুরোধ জানানো যাইতেছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপরোল্লিখিত ৭-১-৮৮ ইং তারিখের স্মারকের ১৮ (ঘ) অনুচ্ছেদের নির্দেশ মোতাবেক প্রতি বৎসরের জন্য পূর্ববর্তী বৎসরের ১০% বর্ধিত হারে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

৪। এই জলমহালগুলির জেলাভিত্তিক তালিকা প্রতি বৎসরের বার্ষিক নির্ধারিত ইজারা মূল্য এবং আদায়ের অগ্রগতিসহ প্রতি বাংলা বছরের ফাল্গুন মাসের মধ্যে অত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

স্বা/- (এম, এ, রশিদ মিয়া)
সহকারী সচিব।

স্মারক নং ভূঃমঃ ৭-জমব্য-১/৮৭/৫৬৩(৬৪)/১(৬৪), তারিখঃ ৩-১১-৯০ ইং
১৮-৭-৯৭ বাং

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরিত হইলঃ

১। সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।

২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) .....।

স্বা/- (এম, এ, রশিদ মিয়া)
সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৭

বিষয়ঃ সরকারী জলমহাল, বালুমহাল ও পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা

জলমহাল, বালুমহাল ও পাথর মহাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সরকার নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেনঃ

২০ (কুড়ি) একর পর্যন্ত সকল বদ্ধ পুকুর বা পুকুর জাতীয় বদ্ধ জলাশয় সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনার অধীনে হস্তান্তর করা হইয়াছে। ঐসব জলাশয়ের আয় সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ প্রাপ্ত হইবে। তবে ভূমি মন্ত্রণালয়কে এই আয়ের শতকরা ১ ভাগ দেওয়া হইবে।

২। উন্মুক্ত জলমহাল এবং যে সমস্ত বদ্ধ জলমহালের আয়তন ২০ (কুড়ি) একরের উর্ধে সেইগুলির ব্যবস্থাপনা ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট ন্যস্ত রহিয়াছে। তবে ঐ জলমহালের মোট আয় হইতে শতকরা ৫০ ভাগ দেশের উপজেলা পরিষদগুলির আয়ের উৎস হিসাবে কেন্দ্রীয়ভাবে বন্টন করা হইবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ জনসংখ্যা ও আয়তনের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদগুলির মধ্যে এই অর্থ বন্টন করিয়া দিবে। উপজেলা পারিষদের নিকট হস্তান্তরিত জলমহালগুলির ব্যবস্থাপনার উপর আপীল উপজেলা পরিষদের উর্ধতন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৩। যে সমস্ত জলমহাল বর্তমানে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত আছে সেই সব জলমহালের ব্যবস্থাপনা উক্ত মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত থাকিবে। আগামীতে যেসব জলমহাল মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত হইবে সেসব জলমহাল উক্ত মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত হইবে।

৪। বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলমহালের মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সকল জলমহালে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ ও নিজ খরচায় তথ্য, নমুনা, মৎস্য আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকিবে।

৫। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে আছে বা আগামীতে পরিকল্পনাভুক্ত হইবে এমন এবং ২০ (কুড়ি) একরের অনুর্ধ বদ্ধ পুকুর বা পুকুর জাতীয় বদ্ধ জলাশয় যাহা উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে সেইগুলি ছাড়া বাকি সব জলমহাল ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে জেলা প্রশাসকগণের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।

৬। জেলা প্রশাসক কর্তৃক ব্যবস্থাপনাধীন জলমহালের একটি তালিকা তৈয়ার করিতে হইবে এবং সেই তালিকায় কোন কোন জলমহালের বর্তমান ইজারার তারিখ কবে শেষ হইবে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। জেলা প্রশাসক মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি জলমহালের শ্রেণী বিন্যাস সাধনপূর্বক তালিকা প্রণয়ন করিবে। ঐ তালিকা উপজেলা ও জেলা সদরে রক্ষিত থাকিবে।

৭। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জলমহালগুলির ইজারা বন্দোবস্তের ব্যাপারে নিম্নলিখিত নীতিমালা গ্রহণ করা হইবেঃ

(১) ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনাধীন সকল জলমহালের (২০ একরের উর্ধে) ইজারা বন্দোবস্ত প্রতি জেলায় নিম্নরূপ টেন্ডার কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন হইবেঃ

(ক) জেলা প্রশাসক — চেয়ারম্যান
(খ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) — সদস্য

(গ) জেলা মৎস্য অফিসার — সদস্য
(ঘ) জেলা সমবায় অফিসার — সদস্য
(ঙ) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর — সদস্য-সচিব

চেয়ারম্যান অবশ্যই টেন্ডার খোলার সময় উপস্থিত থাকিবেন এবং চেয়ারম্যানসহ তিনজন সদস্য লইয়া টেন্ডার কমিটির কোরাম গঠিত হইবে। আন্তঃজেলা সায়রাত মহালের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নির্দেশে তাহার অধীনস্থ যে কোন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকের স্থলে কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকগণ টেন্ডার কমিটির সদস্য থাকিবেন। ইহা ছাড়া আন্তঃজেলা সায়রাত মহালের ক্ষেত্রে উক্ত সায়রাত মহালের অবস্থান যে জেলায় অধিক হইবে সেই জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), জেলা মৎস্য অফিসার জেলা সমবায় অফিসারকে সদস্য এবং রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টরকে সদস্য-সচিব করিয়া টেন্ডার কমিটি গঠিত হইবে। এই টেন্ডার কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার গঠন করিবেন।

(২) বালু মহাল, পাথর মহালের বন্দোবস্ত প্রতি জেলায় নিম্নরূপ টেন্ডার কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন হইবেঃ

(ক) জেলা প্রশাসক — চেয়ারম্যান
(খ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) — সদস্য
(গ) নির্বাহী প্রকৌশল, (এল, জি, ই,বি,) — সদস্য
(ঘ) জেলা সমবায় অফিসার — সদস্য
(ঙ) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর — সদস্য-সচিব

(৩) জলমহাল, বালুমহাল ও পাথরমহাল সীলড্ টেন্ডারে বন্দোবস্ত প্রদানের নিমিত্তে টেন্ডার ফরম সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা পরিষদ কার্যালয়সমূহ হইতে বিক্রয় করিতে হইবে। একটি বহুল প্রচলিত জাতীয় সংবাদপত্র ও একটি স্থানীয় সংবাদপত্রে টেন্ডারের নোটিশ জারী করিতে হইবে। টেন্ডার আহ্বানের সময়সূচী নির্দিষ্ট দিনের ১৫দিন পূর্বে পৌরসভা অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পোষ্ট অফিস, উপজেলা সাব-রেজিষ্ট্রার অফিস, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস, উপজেলা পরিষদ অফিস ও জেলা সদর দপ্তরে অবস্থিত অফিসসমূহে টেন্ডারের নোটিশ টাংগাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে হইবে। ইহা ছাড়াও ঢোলসহরত ও রেডিওর মাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। (পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যমানের জলমহাল, পাথরমহাল ও বালুমহালের জন্য টেন্ডার ফরমের মুল্য ২০০ (দুইশত) টাকা এবং তদূর্ধের মূল্যমানের সায়রাত মহারের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকায় টেন্ডার ফরম বিক্রয় করিতে হইবে। টেন্ডারে উদ্ধৃত মূল্যের ২% জামানত হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) ২০ (কুড়ি) একরের উর্ধের বদ্ধ জলাশয় সাধারণতঃ ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে এবং উন্মুক্ত জলাশয় ১ বৎসরের মেয়াদে জেলা টেন্ডার কমিটি কর্তৃক ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা হইবে।

(৫) উক্ত টেন্ডার উপজেলা সদরে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট বা জেলা সদরে জেলা প্রশাসকের নিকট একই দিন ও সময়ে দাখিল করা যাইবে। তবে টেন্ডার কমিটির বৈঠক জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৬) মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির মধ্যে টেন্ডার সীমিত থাকিবে এবং সীমিত টেন্ডারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ডাককারীর নিকট ইজারা দিতে হইবে। তবে এই সর্বোচ্চ ডাক পূর্ববর্তী বৎসরের ডাক অপেক্ষা অন্ততঃ ২৫% বেশী না হইলে তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং নতুনভাবে টেন্ডারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই নতুন টেন্ডারের ডাকে যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

(৭) প্রতিবৎসর জলমহাল টেন্ডারের বিজ্ঞপ্তি তৈয়ার করিয়া সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং তাহার অনুমোদনক্রমে ১লা মার্চ এর পূর্বে/মধ্যেই টেন্ডারের বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে।

(৮) (ক) জলমহালের অবস্থানগত বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন (১) বদ্ধ জলমাহালের এক/উভয় পার্শ্বে নদী সংযোগ থাকিলে, (২) নদী বাঁধের ফলে/লুপ কাটিং এর ফলে, (৩) রাইপরিয়ান রাইট সম্পর্কে (জলমহালের তীরবর্তী বসবাসরত মৎস্যজীবি সম্প্রদায়) (৪) সরকার ও দেবোত্তর/ওয়াকফ সম্পত্তির সংমিশ্রণের ফলে এবং (খ) গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে প্রস্তাব অবশ্যই প্রকল্প ছকে, বিবেচনার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিতে হইবে। মন্ত্রণালয় পর্যালোচনাপূর্বক ভূমি মন্ত্রীর নিকট সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করিবেন। ভূমি মন্ত্রী আবেদন/প্রস্তাবের উপর প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মন্তব্য আহ্বান করিবেন। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে আলোচনার মাধ্যমে উন্মুক্ত জলাশয় ১ বৎসরের জন্য এবং বদ্ধ জলাশয় ৩ বৎসরের জন্য প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে ইজারা দেওয়া যাইবে। আলোচনার মাধ্যমে ইজারার ক্ষেত্রে পূর্ববতী বৎসরের আয়ের ২৫% উর্দ্ধে সালামী নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৯) মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের শর্তে ৪-১০ বৎসরের জন্য কুড়ি একরের উর্দ্ধের জলমহাল মৎস্য সমাবয় সমিতির মধ্যে ইজারা দেয়া যাইবে। ইহা প্রকাশ্যে টেন্ডারে অথবা আলোচনার মাধ্যমে হইতে পারে। আলোচনার মাধ্যমে হইলে পূর্ববতী বৎসরের আয়ের ২৫% বেশীতে প্রথম বৎসরের জন্য এবং পরবর্তী প্রতি বৎসরের জন্য পূর্ববতী বৎসরের চেয়ে ১০% বেশী সালামী নির্ধারণ করা হইবে।

(১০) যে সকল জলমহাল তিন বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া হইবে এবং ইজারা মূল্য তিনটি বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধ করা হইবে, সেইক্ষেত্রে ইজারা প্রদানের সময় ইজারা দলিল বা চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে যে যদি ইজারা গ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হয়, তবে উহার জন্য কোন অজুহাত বিবেচনা করা হইবে না ও ইজারা স্বয়ংক্রিভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং সরকার নতুন করিয়া সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা প্রদান করিতে পারিবে।

(১১) টেন্ডার কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের জলমহালসমূহ ১৫ দিনের মধ্যে ইজারা বন্দোবস্ত অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বিভাগীয় কশিনারের নিকট প্রেরণ করিবেন। আন্তঃজেলা জলমহাল ও পাঁচ লক্ষ টাকার মূল্যমানের জলমহালের বন্দোবস্ত ভূমি সংস্কার বোর্ড অনুমোদন করিবে।

(১২) প্রতি বৎসর ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে ঐ বৎসরের টেন্ডারে বিক্রয়কৃত সমস্ত জলমহালের মোট আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ভূমি মন্ত্রণালয়কে জানাইয়া দিতে হইবে।

(১৩) প্রকল্প বাস্তবায়নের শর্তে কোন জলমহাল ৩ বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব থাকিলে জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তৃক সরকারী সিদ্ধান্তের নিমিত্তে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠাইতে হইবে এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদরে পরে এই জাতীয় ইজারা কার্যকর হইবে।

(১৪) যদি কোন বিশেষ কারণে টেন্ডারের দিন পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইয়া দাড়ায় তবে টেন্ডার কমিটি স্বয়ং অথবা কমিটি হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিখিতভাবে টেন্ডার অনুষ্ঠান স্থানে উহা ঘোষণা করিবেন। সর্বোচ্চ টেন্ডারকারীর নাম টেন্ডার স্থলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে হইবে। সর্বোচ্চ টেন্ডার ডাককারীর ডাকের ১ বৎসরের গড় সালামীর ৫০% ভাগ টাকা টেন্ডার ডাকার স্থানে ডাক সমাপ্তি ঘোষণার সাথে সাথে জামানত হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট ৫০% ভাগ ডাকের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। তাহা না করিলে জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। ইজারাকাল আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই প্রয়োজনীয় ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে হইবে। ১ বৎসরের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ইজারাদারকে টেন্ডারকৃত জলমহালের দখল হস্তান্তর করা যাইবে না। প্রতি বৎসরের মেয়াদ আরম্ভের ১ মাস পূর্বে সে বৎসরের সালামী পরিশোধ করিতে হইবে অন্যথায় ইজারা বাতিল হইবে। কোন সময়ে সর্বোচ্চ ডাক যদি পূর্ববর্তী ডাকের ১৫০ ভাগের বশী হয় তবে ডাক সমাপ্তির সাথে সাথে দেয় টাকার ৫০% ভাগের স্থলে

ডাকের ৩০% জামাত হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে। কিন্তু ১ বৎসরের সম্পূর্ণ টাকা ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করিতে হইবে।

(১৫) টেন্ডারে বিক্রয়প্রাপ্ত সম্পূর্ণ টাকা "ভূমি রাজস্ব বিবিধ জলমহাল হইতে সংগ্রহ" এই খাতে জমা দিতে হইবে। টেন্ডার অনুমোদন কর্তৃপক্ষ যদি সর্বোচ্চ ডাক অনুমোদন না করেন তবে ইজারা বাতিল হইয়া যাইবে এবং ইজারাদারের জমাকৃত অর্থ হইতে জলমহালের দখলকৃত সময়ের জন্য আনুপাতিক হারে বাদ দিয়ে বাকী অর্থ ইজারাদারকে ফেরত দিতে হইবে।

(১৬) কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জলমহাল টেন্ডার সম্পর্কে অভিযোগ করিলে টেন্ডার ডাকের ১০ (দশ) দিনের মধ্যে টেন্ডার অনুমোদন কর্তৃপক্ষের নিকট তাহাদের অভিযোগপত্র দাখিল করিতে হইবে। টেন্ডার অনুমোদন কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে উক্ত আদেশের ১ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে আপীল পেশ করিতে পারিবে।

(১৭) উন্নয়ন প্রকল্পাধীন জলমহালগুলি কোনক্রমেই সাবলীজ বা অন্য কোন উপায়ে ব্যবহার করা যাইবে না। করিলে জলমহালগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লীজ বাতিল হইয়া জেলা প্রশাসক বা কালেক্টরের নিকট প্রত্যর্পিত হইবে।

(১৮) উন্মুক্ত জলমহালগুলিতে পলি মাটি পড়িয়া চর জাগিয়া উঠায় যদি নদীর কোন স্রোতধারা পরিবর্তন হয় তবে সেই স্থান বদ্ধ জলমহাল হিসাবে গণ্য হইবে এবং জাগিয়া উঠা চর কালেক্টরের অধীনে চলিয়া যাইবে। বদ্ধ জলমহাল নতুনভাবে সায়রাতভুক্ত করিয়া পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হইবে।

৮। উপরোক্ত পদ্ধতি সকল বালুমহাল ও পাথরমহালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৯। এই আদেশে অত্র মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনাধীন জলমহাল, বালুমহাল ও পাথরমহাল ইজারা বন্দোবস্ত সম্পর্কে জারীকৃত পূর্ববর্তী সকল নির্দেশ/আদেশ বাতিল করা হইল।

স্বা/- (মোহাম্মদ আলী)
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং- ভূমি/৭/বিবিধ/৫/৯১/৪২৪/(১২),

তারিখঃ ২৭-৫-৯৮ ইং
১২-৯-৯১ বাং

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য দেওয়া হইলঃ

১। সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। সচিব, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৪। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড।
৫। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।
৬। কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা বিভাগ।
৭। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৯। শাখা নং-৭, ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্বা/- (মোল্লা আবদুল আউয়াল)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্মারক নং- ভূমি/৭/বিবিধ/৫/৯১/৪২৪/(১২)(১২৪০), তারিখঃ ২৭-৫-৯৮ ইং
১২-৯-৯১ বাং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণার্থে প্রেরণ করা হইলঃ

১। জেলা প্রশাসক, ...।
২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ...।
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...।
৪। জেলা সমবায় অফিসার, ...।
৫। জেলা মৎস্য অফিসার, ...।
৬। রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, ...।
৭। সহকারী কমিশনার (ভূমি), ...।

স্বা/- (মোল্লা আবদুল আউয়াল)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

জলমহালের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প ছক

১। প্রকল্প বাস্তবায়নকারীর নাম ও ঠিকানাঃ

২। জলমহালের বিবরণী ঃ
- (ক) জেলা
- (খ) উপজেলা
- (গ) প্রস্তাবিত জলমহালের নাম
- (ঘ) প্রকল্পের সময়কাল
- (ঙ) জলমহালের অবস্থানঃ
- (১) মৌজা
- (২) জে, এল, নং
- (৩) জলমহালের মোট আয়তন
- (৪) দাগসমূহ
- (৫) খতিয়ান নং
- (৬) মৌজা ম্যাপ
- (৭) ম্যাপে জলমহাল চিহ্নিতকরণ

৩। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মোট
- (ক) ব্যয়
- (খ) আয়
- (গ) মোট আয়

৪। প্রস্তাবিত প্রকল্পে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ

৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

৬। প্রস্তাবিত বাস্তবায়নের কারিগরী সহায়তা-

৭। প্রকল্পের উপদেষ্টা

৮। জলমহালের বর্তমান অবস্থা
- (ক) পূর্ব ইজারা তারিখ
- (খ) ইজারা শেষের তারিখ
- (গ) মামলা-মোকদ্দমা আছে কিনা
- (ঘ) মামলা থাকিলে বর্তমান অবস্থা

৯। প্রকল্পে স্থানীয় সমবায় সমিতির সহায়তা-

১০। মাছ বাজারজাতের সুবিধা

১১। প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা

১২। উন্নয়ন প্রকল্প দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের গুরুত্ব

১৩। অনাবর্তক ব্যয়
- (ক) মাটির কাজ
- (খ) কৃত্রিম বনায়ন (পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখান)
- (গ) ডাল্ কাটা স্থাপন
- (ঘ) বাঁশ স্থাপন
- (ঙ) নৌকা ক্রয়

১৪। আবর্তক ব্যয়
- (ক) জলমহালের খাজনা (পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখান)
- (খ) জৈবিক পরিচর্যা
- (গ) পাহারাদার
- (ঘ) বিবিধ খরচ

১৫। প্রত্যাশিত উৎপাদন ও আয় (পরিশিষ্ট 'খ' তে দেখান)

১৬। প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পের উপকারিতা

(দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর)

জেলা ..... উপজেলা..... জলমহালের নাম.....

মৌজা ..... জে, এল, নং ..... খতিয়ান নং

ক্রমিক নং	উন্নয়নমুলক কাজের বিবরণী	১ম বৎসর ১৩৯৮ বাং	২য় বৎসর ১৩৯৯ বাং	৩য় বৎসর ১৪০০ বাং	৪র্থ বৎসর ১৪০১ বাং	৫ম বৎসর ১৪০২ বাং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অনাবর্তক ব্যয়						
১ মাটি খনন						
২ বনায়ন						
৩ ডাল কাটা স্থাপন						
৪ বাঁশ স্থাপন						
৫ নৌকা ক্রয় ও পাহারাদার নিয়োগ						
মোট অনাবর্তক ব্যয়						
আবর্তক ব্যয়						
১ জলমহালের খাজনা						
২ পাহারাদার						
৩ জৈবিক পরিচর্যা (সার, খৈল ইত্যাদি)						
৪ বিবিধ						
মোট আবর্তক ব্যয়						
সর্বমোট ব্যয়						

সময়কাল						
৬ষ্ঠ বৎসর ১৪০৩ বাং	৭ম বৎসর ১৪০৪ বাং	৮ম বৎসর ১৪০৫ বাং	৯ম বৎসর ১৪০৬ বাং	১০ম বৎসর ১৪০৭ বাং	মোট	মন্তব্য
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪

পরিশিষ্ট খ

জেলা .... উপজেলা.............................. জলমহালের নাম.............................. আয়তন...................... মৌজা........................

খতিয়ান নং .... বন্দোবস্ত সময়কাল ....

ক্রমিক নং	মৎস্য আহরণের বৎসর	জলমহালের মোট আয়তন (বিঘা)	মাছ উৎপাদিত এরিয়ার পরিমাণ	বিঘা প্রতি মাছ উৎপাদনের পরিমাণ	মোট উৎপাদন	প্রতিমণ মাছের মূল্য	মোট আয়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পের মোট আয়
প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পের মোট ব্যয়

প্রস্তাবিত প্রকল্পের নেট আয়

টেন্ডার ফরম

জেলাঃ উপজেলাঃ

১। টেন্ডারদাতার নামঃ

২। জলমহালের নামঃ

৩। জলমহালের অবস্থান (ক) মৌজা
(খ) খতিয়ান
(গ) দাগসমূহ
(ঘ) জে, এল, নং
(ঙ) এরিয়া

৪। জলমহালের ইজারার সময়কালঃ হইতে

৫। ১ম বৎসরের খাজনার পরিমাণঃ শতকরা হারঃ

৬। ২য় বৎসরের খাজনার পরিমাণঃ

৭। ৩য় বৎসরের খাজনার পরিমাণঃ

৮। মোট বৎসরের খাজনার পরিমাণ (ক) অংকে
(খ) কথায়

৯। টেন্ডারপত্রে প্রদত্ত দরঃ (ক) অংকে
(খ) কথায়

১০। পূর্ববর্তী বৎসরের খাজনাঃ

১১। সাক্ষী (১)
(২)

দরপত্র বা টেন্ডারপত্র দাখিলের সময় টেন্ডারদাতার স্বাক্ষর, তারিখ, মাস ও সন উল্লেখপূর্বক)

(টেন্ডার গ্রহণকারী চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর)

পরিশিষ্ট-৯

বাংলাদেশ ফরম নং ১০৮৮(ঙ)

জলমহাল লীজ ফরম (অনুচ্ছেদ ২১৭ দ্রষ্টব্য)

এই জলমহাল লীজ চুক্তিপত্র রাষ্ট্রপতির পক্ষে কালেক্টর.....

জেলা (অতঃপর লীজদাতা বলিয়া অবহিত হইবে) প্রথম পক্ষ

এবং

..... পিতা/স্বামী .....

ঠিকানা ..... উপজেলা ..... জেলা.....

বর্তমান ঠিকানা..... পেশা.....

(অতঃপর লীজ গ্রহীতা নামে অভিহিত হইবে) দ্বিতীয় পক্ষ, এর মধ্যে অদ্য .....
..... সনের..... মাসের..... তারিখের নিম্নোক্ত মর্মে ও শর্তে সম্পাদিত হইয়াছেঃ

যেহেতু লীজ দাতা নিম্ন তফসিলে বর্ণিত জলমহালের মালিক;

যেহেতু লীজ গ্রহীতা প্রকাশ্য নীলাম ডাকে/আলোচনার মাধ্যমে উক্ত জলমহাল ইজারা গ্রহণের জন্য কালেক্টরের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেনঃ

সেহেতু এখন লীজ গ্রহীতা কৃর্তক তফসিলে বর্ণিত জলমহাল.....
..... বৎসরের জন্য বার্ষিক ..... টাকা লীজ মূল্যে এবং নিম্ন বর্ণিত শর্তে লীজ গ্রহণে স্বীকৃত হওয়ায় এবং ..... সনের লীজ মূল্য বাবদ নির্ধারিত লীজ গ্রহীতা লীজদাতার সহিত নিম্নোক্ত মর্মে ও শর্তে অংগীকারাবদ্ধ হইলেন।

(১) লীজ গ্রহীতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখিবেন ও সংরক্ষণ করিবেন। কেহ যাহাতে এই জলমহালের অনুপ্রবেশ বা বেদখল না করে তাহা লীজ গ্রহীতা নিশ্চিত করিবেন।

(২) লীজ মূল্য বা উহার কিস্তি খেলাপ হইলে লীজ মূল্যের উপর প্রচলিত হারে সুদ আরোপ করা হইবে এবং সুদসহ লীজ মূল্য/কিস্তি সরকারী প্রাপ্য আদায় আইন মোতাবেক আদায়যোগ্য হইবে এবং লীজ গ্রহীতা উহা প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) লীজ গ্রহীতা ..... হইতে ..... পর্যন্ত সময়ে জলমহালে কোন মাছ আহরণ করিতে পারিবে না এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আকার হইতে ছোট কোন মাছ শিকার বা আহরণ করিতে পারিবে না।

(৪) লীজ গ্রহীতা সরকার বা কালেক্টর কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করিতে পারিবে না।

(৫) লীজ গ্রহীতা ব্যবসা-বাণিজ্য বা চলাচলের জন্য স্বাভাবিক নৌ-চলাচলের কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করিবেন না এবং জনস্বাস্থ্য হানিকর কোন পানি দূষণ করিতে পারিবেন না।

(৬) লীজ গ্রহীতা কালেক্টর/সরকারী মৎস্য বিভাগের অফিসারগণকে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন কাজে সহায়তা প্রদান করিবেন এবং যে কোন সময় তাহাদিগকে পরিদর্শন করার সুযোগ প্রদান করিবেন।

(৭) কালেক্টর বা সরকারী মৎস্য বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সকল আদেশনিষেধ পালন করিতে লীজ গ্রহীতা বাধ্য থাকিবেন।

(৮) লীজ গ্রহীতা এই জলমহালের উপর কোন প্রকার ফেরী চালু করিতে পারিবেন না এবং জমি বা উহার ভূগর্ভস্থ কোন সম্পদের উপর কোন অধিকার দাবী করিতে পারিবেন না।

(৯) লীজ গ্রহীতা সরকার অনুমোদিত হারের অতিরিক্ত কোন হারে নৌকা বা জাল প্রতি অর্থ/টোল আদায় করিতে পারিবে না।

(১০) লীজ গ্রহীতা এই জলমহালের অন্য কাহাকেও সাবলীজ প্রদান করিতে পারিবেন না। সাবলীজ প্রদান করা হইলে লীজ তৎক্ষণাৎ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং বাতিল করা হইবে।

(১১) লীজ গ্রহীতা প্রচলিত প্রথানুযায়ী পার্শ্ববর্তী এলাকার মৎস্যজীবীগণকে মৎস্য আহরণের জন্য নিয়োগ করিবেন (পানীয় জল, সেচকার্য ইত্যাদির জন্য পানি ব্যবহার করিতে দিবেন)।

(১২) লীজ গ্রহীতা লীজ মূল্য পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে বা কিস্তি খেলাপ করা হইলে কালেক্টর লীজ বাতিল করিতে পারিবেন।

(১৩) লীজ দাতা এতদ্বারা লীজ গ্রহীতার সহিত অংগীকার করিলেন যে উপরোক্ত শর্ত পালন এবং লীজ অর্থ পরিশোধ করা হইলে লীজ গ্রহীতা মেয়াদের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে এই জলমহালের মৎস্য শিকারের পূর্ণ অধিকার পাইলেন।

উপরোক্ত মর্মে সম্যক অবগত হইয়া উভয় পক্ষ উপস্থিত সাক্ষীগণের সম্মুখে উপরে বর্ণিত তারিখে এই লীজ দলিলে সীল ও স্বাক্ষর প্রদান করিলেন।

লীজ গ্রহীতা

কালেক্টর লীজদাতা

তফসিল

জলমহালের নাম ঃ
অবস্থান ঃ
মৌজা ঃ
উপজেলা ঃ

চৌহদ্দি

উত্তরে ঃ
দক্ষিণে ঃ
পূর্বে ঃ
পশ্চিমে ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রধান শাখা।

স্মারক নং প্রকেই-২/ফ-১/৯৪/১৮২(৪৯৪৯), তারিখঃ ৩-১১-৯০ ইং
১৮-৭-৯৭ বাং

প্রেরক ঃ সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

প্রাপক ঃ (১) মেয়র,
..... সিটি কর্পোরেশন।
(২) বিভাগীয় কমিশনার,
ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল।
(৩) জেলা প্রশাসক,
.....
(৪) চেয়ারম্যান/প্রশাসক,
..... পৌরসভা,
জেলা.....
(৫) থানা নির্বাহী কর্মকর্তা,
.....
(৬) চেয়ারম্যান,
..... ইউনিয়ন পরিষদ,
থানা ....., জেলা.....

বিষয়ঃ হস্তান্তরিত ফেরীঘাটের ইজারা ও ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ভূত আয় বন্টন সম্পর্কে নির্দেশিকা।

উপরোক্ত বিষয়ে ইতঃপূর্বে জারীকৃত সকল নির্দেশিকা বাতিল করতঃ নিম্নবর্ণিত বিধানসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও অনুসরণের জন্য জারী করা হইলঃ

১। ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষঃ সড়ক ও জনপথ বিভাগ, নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং জেলা পরিষদ কর্তৃত পরিচালিত ফেরীঘাট ব্যতীত হস্তান্তরিত ফেরীঘাটের ব্যবস্থাপনা ও ইজারা প্রদানের দায়িত্ব নিম্নে বর্ণিত নীতিমালা অনুসারে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তাইবে।

(ক) (১) ফেরীঘাটের উভয় পাড় একই ইউনিয়নের মধ্যে অবস্থিত এই ধরণের এক বা একাধিক ফেরীঘাটের ইজারা মূল্য (১৪০০ বাং সনের ইজারা মূল্যকে ভিত্তি ধরিয়া) সর্বমোট অনুর্ধ ২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার) হইলে সেই ফেরীঘাট/ঘাটগুলি উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ টেন্ডার কমিটি (হাট-বাজার ইজারার জন্য গঠিত) কর্তৃক নিলাম ডাক শেষে সুপারিশ/মতামতসহ নিলাম অনুমোদনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের বিশেষ সভায় উপস্থাপন করিবে এবং ইউনিয়ন পরিষদের অনুমোদনক্রমে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করিবে।

(২) একই ইউনিয়নে অবস্থিত ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকার উর্ধমূল্যের সকল ফেরীঘাটের ইজারা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট থানা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক গৃহীত হইবে যাহা থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি কর্তৃক বিবেচনা ও অনুমোদনের পর ইজারা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) একাধিক ফেরীঘাটের ইজারা মূল্য ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) অতিক্রম করিলে সেই ক্ষেত্রে যে ফেরীঘাট/ফেরীঘাটগুলির ইজারা মূল্য বাদ দিলে মোট ইজারা মুল্য ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে, সেই ফেরীঘাট/ফেরীঘাটগুলি ও সংশ্লিষ্ট থানা নির্বাহী অফিসার ক(২) অনুসরণপূর্বক ইজারা প্রদান করিবেন। এই ধরণের কোন্ কোন্ ফেরীঘাট থানা নির্বাহী অফিসারের ব্যবস্থাপনায় থাকিবে, তাহা থানা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সাথে পূর্বাহ্নেই আলোচনাক্রমে নির্ধারণ করিবেন এবং থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটিকে অবহিত করিবেন।

(খ) একই থানার মধ্যে অবস্থিত আন্তঃইউনিয়ন ফেরীঘাট ও থানা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির অনুমোদনক্রমে ইজারা প্রদান করিতে হইবে।

(গ) আন্তঃথানা ফেরীঘাটসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের দ্বারা গঠিত কমিটি কর্তৃক ইজারা প্রদান করিতে হইবে। এই কমিটি গঠন পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

১।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	আহ্বায়ক
২।	সচিব, জেলা পরিষদ	সদস্য
৩।	সংশ্লিষ্ট থানাসমূহের থানা নির্বাহী অফিসারগণ	সদস্য
৪।	এ ডি এল জি/ আর ডি সি	সদস্য
৫।	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নসমূহের (ফেরীঘাটের পাড়স্থিত) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানবৃন্দ।	সদস্য

(ঘ) আন্তঃ জেলা ফেরীঘাটসমূহ বিভাগীয় কমিমনার কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে ইজারা প্রদান করিতে হইবে। কমিটির গঠন পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

১।	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)	আহ্বায়ক
২।	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের এ ডি সি (সাধারণ/রাজস্ব)গণ	সদস্য
৩।	সংশ্লিষ্ট থানাসমূহের থানা নির্বাহী অফিসারগণ	সদস্য
৪।	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নসমূহের (ফেরীঘাটের পাড়স্থিত) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানবৃন্দ।	সদস্য

(ঙ) অনুরূপভাবে আন্তঃবিভাগীয় ফেরীঘাট উভয় বিভাগের কমিশনার কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে ইজারা প্রদান করিতে হইবে। এই কমিটির গঠন পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

১।	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) (সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের যে কোন একটির)	আহ্বায়ক
২।	সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের ডি ডি এল জিগণ	সদস্য
৩।	সংশ্লিষ্ট থানাসমূহের থানা নির্বাহী অফিসারগণ	সদস্য
৪।	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নসমূহের (ফেরীঘাটের পাড়স্থিত) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানবৃন্দ।	সদস্য

(চ) (১) কোন ফেরীঘাটের উভয় পাড় পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ভৌগোলিক সীমারেখার ভিতরে থাকিলে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন ঐ ফেরীঘাট ইজারা প্রদান করিবে।

(২) ফেরীঘাটের একটি পাড় ইউনিয়নের সীমার মধ্যে এবং অপর পাড়টি পৌরসভা অথবা সিটি কর্পোরেশনের এলকায় অবস্থিত হইলে সেই ফেরীঘাট সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন ইজারা প্রদান করিবে।

২। ফেরীঘাট ইজারা পদ্ধতিঃ (ক) সকল ফেরীঘাট প্রকাশ্য নিলাম ডাকের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করিতে হইবে।

(খ) ফেরীঘাটের সম্ভাব্য মূল্য কি হইবে, কোন সময়ের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে, তাহা বাংলা বৎসর শুরু হইবার ৩ মাস পূর্বে ইউনিয়ন পরিষদ/থানা নির্বাহী অফিসার/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/জেলা প্রশাসক নির্ধারণ করিবেন ও কোন পর্যায়ে কোন ফেরীঘাটের নিলাম পরিচালনা হইবে উহার পূর্ণাংগ তালিকা প্রণয়ন করিবেন।

(গ) নিলাম ডাকের সময়সূচীর নির্দিষ্ট দিনের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে পৌরসভা অফিস, সিটি কর্পোরেশন অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পোষ্ট অফিস, কমিউনিটি সেন্টার, হাট-বাজার, ফেরীঘাট, পুলিশ ষ্টেশন, সাব-রেজিষ্ট্রার অফিস, তহশিল অফিস এবং থানা, জেলা ও বিভাগীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সদর দপ্তরে অবস্থিত সকল অফিসে নিলামের নোটিশ টাংগাইয়া প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও হাট-বাজারে মাইক, ঢোলসহরতের মাধ্যমে নিলামে তারিখ ঘোষণার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বিগত বৎসরের ইজারাদারকে নিলামের তারিখ সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে।

(ঘ) সরকারী ছুটির দিন বা সাধারণ ছুটির দিনে নিলাম অনুষ্ঠান হইবে না।

(ঙ) কোন বিশেষ কারণে যদি নিলামের দিন পরিবর্তন করার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে তবে নিলাম পরিচালক স্বয়ং অথবা তাহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিখিতভাবে নিলাম অনুষ্ঠানস্থলে উহা ঘোষণা করিবেন। পরবর্তী এক পক্ষকালের মধ্যে উক্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হইতে হইবে। সর্বোচ্চ নিলাম ডাককারীর নাম অকুস্থলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে হইবে এবং নিলাম পর্ব সমাপ্ত করিতে হইবে।

(চ) নিলামে সর্বোচ্চ ডাকের অংক পূর্ববর্তী ৩ বৎসরের গড় মূল্য এবং সম্ভাব্য মূল্যের মধ্যে যাহা অধিক, তাহা অপেক্ষা যদি কম হয় তবে পুনরায় নিলাম ডাকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়বার নিলাম ডাক সত্ত্বেও যদি কাঙ্ক্ষিত মূল্য না পাওয়া যায়, তবে ইউনিয়ন পরিষদ টেন্ডার কমিটি/জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক গঠিত কমিটি/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন বিষয়টি বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। থানা নির্বাহী কর্মকর্তা থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির অনুমোদনক্রমে এই ধরণের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(ছ) (১) নিলাম ডাক শেষ হইবার সংগে সংগে যদি সর্বোচ্চ দর প্রাথমিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সর্বোচ্চ ডাক প্রদানকারীকে ডাকের ৫০% অর্থ নিলাম পরিচালকের নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) যদি ডাক পূর্ববর্তী বছরের আয় হইতে দ্বিগুণ বা তার বেশী হয়, তবে নিলাম পরিচালক সর্বোচ্চ ডাকের ৫০% ভাগ জমা নেওয়ার পরিবর্তে ২৫% ভাগ জামানত হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নিলাম ডাকের দিন হইতে ১৫ (পনর) দিনের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করিতে হইবে। অন্যথায় জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব, পুনরায় নিলাম ডাকের ব্যবস্থ নিতে হইবে।

(জ) গৃহীত নিলামের সম্পূর্ণ টাকা জমা দেওয়ার সংগে সংগে ফেরীঘাটের দখল নিলাম ডাককারীর নিকট ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল, ১৯৯১ এর নির্দিষ্ট ফরমে চুক্তিনামার মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে।

(ঝ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, থানা নির্বাহী অফিসার, পৌরসভা চেয়ারম্যান/প্রশাসক, জেলা প্রশাসক, আন্তঃবিভাগীয় ফেরীঘাটের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারদের মনোনীত কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশনের মনোনীত কর্মকর্তা ফেরীঘাটের ইজারার চুক্তি দলিলে স্বাক্ষর করিবেন।

(ঞ) ইজারা চুক্তি ইজারাদার কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

(ট) ইজারাদারা কোনক্রমেই ইজরা প্রাপ্ত খেয়াঘাট অন্যের নিকট ইজারা বা বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন না। যদি অনুরূপ কার্যকলাপ বা চুক্তিপত্রের কোন শর্তের লঙ্ঘন ঘটে তবে ইজারাদারের ইজারা

বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ও জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। তদুপরি ইজারাদার আনইতঃ দণ্ডনীয় হইবে। এই ক্ষেত্রে অবশিষ্ট সময়ের জন্য ঐ ফেরীঘাট পুনরায় যথাশীঘ্র ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঠ) ফেরীঘাট যাত্রীদের চলাচলের জন্য উপযুক্ত নৌযান সরবরাহ ও উঠানামার জন্য ঘাট ইজারাদার নিজ খরচে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

৩। তোলার হার নির্ধারণঃ (ক) ফেরীঘাটের পারাপারের হার ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনাধীন এবং আন্তঃথানা ফেরীঘাটের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক, পৌরসভা এবং আন্তঃজেলা / আন্তঃবিভাগীয় ফেরীঘাটের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার এবং সিটি কর্পোরেশন এর ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নির্ধারণ করিবেন।

(খ) প্রতিটি ফেরীঘাটের উভয় পাড়ে মানুষসহ বিভিন্ন যানবাহন/মালামাল পারাপারের হার ইজারাদার কর্তৃক প্রকাশ্যে টাংগাইয়া রাখিতে হইবে।

(গ) ফেরী পারাপারের অর্থ আদায় সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে নিলাম প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের করা যাইবে। কর্তৃপক্ষ যথাযথ তদন্ত অনুষ্ঠানের পর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই ধরণের অপরাধের জন্য ইজারাদারকে ইজারা মূল্যের এক দশমাংশ পর্যন্ত জরিমানা এবং সর্বোচ্চ শাস্তি হিসাবে ইজারা বাতিল করা যাইবে। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদানকারীর পরবর্তী উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করা যাইবে এবং তাহার রায়ই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। ইজারাপ্রদান সংক্রান্ত অভিযোগের / আপীল নিষ্পত্তিঃ (ক) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক অনুষ্ঠিত নিলামের বিরুদ্ধে নিলাম ডাকের পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে থানা নির্বাহী অফিসার-এর নিকট অভিযোগ দায়ের করা যাইবে। থানা নির্বাহী অপিসার অভিযোগ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় শুনানী গ্রহণপূর্বক তাহার রায় প্রদান করিবেন্ এই রায় ঘোষণার পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসকের নিকট আপীল দায়ের করা যাইবে। জেলা প্রশাসক পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তাহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং তাহাই চূড়ান্ত বিবেচিত হইবে।

(খ) পৌরসভা এবং থানা পর্যায়ে পরিচালিত নিলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিলে তাহা নিলাম অনুষ্ঠানের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট পেশ করিতে হইবে। জেলা প্রশাসক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। এতদসংক্রান্ত আপীল বিভাগীয় কমিশনারের নিকট জেলা প্রশাসক কর্তৃক সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে দায়ের করা যাইবে। আপীল দায়ের-এর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তিনি রায় দিবেন। বিভাগীয় কশিনারের উক্ত রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) আন্তঃথানা এবং আন্তঃ জেলা ফেরীঘাট নিলাম ডাকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা নিলাম ডাকের পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং তিনি অভিযোগ পাওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তাহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন। তাহার রায়ের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে আপীল দায়ের করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের রায় চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(ঘ) আন্তঃবিভাগীয় এবং সিটি কর্পোরেশন-এর ফেরীঘাটের ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে নিলাম ডাকের পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তাহা স্থানীয় সরকার বিভাগে পেশ করিতে হইবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় তদন্ত/শুনানী সাপেক্ষে যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। নিলামের আয় বন্টনঃ (ক) নিলাম বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হইতে নিলাম প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

(খ) সকল ক্ষেত্রে ইজারালব্ধ টাকার ১% (শতকরা এক ভাগ) প্রিমিয়ামস্বরূপ সরকারকে "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে

প্রদান করিতে হইবে। নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা উক্ত অর্থ জমা প্রদানপূর্বক চালানের এক কপি পরবর্তী উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(গ) (১) অবশিষ্ট অর্থ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে এই সকল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) থানা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারা প্রদানকৃত ফেরীঘাটসমূহের অবশিষ্ট ইজারা মূল্য থানা উন্নয়ন তহবিলে জমা হইবে।

(৩) যে সকল ইউনিয়নে শুধুমাত্র ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকার উর্ধমূল্যের এক বা একাধিক ফেরীঘাট রহিয়াছে, থানা উন্নয়ন তহবিলে এই বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হইতে ঐ সকল ইউনিয়নকে সর্বাগ্রে ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকা করিয়া প্রদান করিতে হইবে।

(৪) যে সকল ইউনিয়নে ২০,০০০ টাকার উর্ধ মূল্যে ফেরীঘাট ছাড়াও নিজ ব্যবস্থাধীনে ২০,০০০ টাকার নিম্নে এক বা একাধিক ফেরীঘাট রহিয়াছে সেই সকল ইউনিয়নকে নিজস্ব আয় হিসাবে ২০,০০০ টাকা পূরণ করিতে যত টাকার প্রয়োজন, সেই পরিমাণ অর্থ থানা উন্নয়ন তহবিল হইতে বরাদ্দ দিতে হইবে।

(৫) যে ইউনিয়নে কোন ফেরীঘাট নাই, সেই ইউনিয়নকে থানা উন্নয়ন তহবিলে জমাকৃত অর্থ হইতে ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে।

(৬) আন্তঃইউনিয়নে অবস্থিতি একটি মাত্র ফেরীঘাটের ক্ষেত্রে ইজারালব্ধ অর্থ যদি অনধিক ৪০,০০০ টাকা হয় তবে উক্ত অর্থ থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করিবে। ইজারালব্ধ অর্থ ৪০,০০০ টাকার উর্ধে হইলে ৪০,০০০ টাকার অতিরিক্ত অর্থ থানা উন্নয়ন তহবিলে জমা করিতে হইবে।

(৭) যদি থানা উন্নয়ন তহবিলে জমাকৃত অর্থ পর্যাপ্ত না হয় তাহা হইলে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি উক্ত অর্থ ফেরীঘাটবিহীন এবং স্বল্প আয়ের ফেরীঘাট বিশিষ্ট সকল ইউনিয়নের মধ্যে সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবে।

(ঘ) (১) আন্তঃথানা, আন্তঃজেলা এবং আন্তঃবিভাগীয় ফেরীঘাটের ইজারালব্ধ অর্থ সংশ্লিষ্ট থানার থানা উন্নয়ন তহবিলে সমভাবে বন্টন করিতে হইবে।

(২) উপরোক্ত (ঘ) (১) এ বর্ণিত নির্দেশিকার আলোকে প্রাপ্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি সকল ইউনিয়নের মধ্যে সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবে।

(ঙ) (১) যে সকল ফেরীঘাটের এক পাড় পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত সেই সকল ফেরীঘাটের ইজারালব্ধ অর্থের অর্ধেক ফেরীঘাটের অপর পাড় সংযুক্ত থানার থানা উন্নয়ন তহবিলে পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপরে বর্ণিত (ঙ) (১) এর আলোকে প্রাপ্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (গ) (৩) অনুসরণকরতঃ সকল ইউনিয়নের মধ্যে সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবে।

৬। এই নির্দেশকায় যাহাই বলা হউক না কেন স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনবোধে ও জনস্বার্থে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে।

৭। উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় ফেরীঘাট ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ, ১৪০১ সাল হইতে কার্যকর হইবে।

স্বা/- সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী
সচিব।

স্মারক নং প্রজেই-২ফ-১/৯৪/১৮২(৫), তারিখঃ ৭ই বৈশাখ, ১৪০১ বাংলা
২০শে এপ্রিল, ১৯৯৪ ইং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। মুখ্য সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, অর্থ/ভূমি/স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগ/মন্ত্রণালয়।

স্বা/- (মোঃ আমিনুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব।
ফোনঃ ২৪১৭৭৭

স্মারক নং প্রজেই-২ফ-১/৯৪/১৮২/২(৪৪), তারিখঃ ৭ই বৈশাখ, ১৪০১ বাংলা
২০শে এপ্রিল, ১৯৯৪ ইং

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

১। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/পাস), অত্র বিভাগ।
২। মহা-পরিচালক (মইই), অত্র বিভাগ।
৩। মহা-পরিচালক, এন আই এল জি, ঢাকা।
৪। উপ-সচিব (সকল) / পরিচালক (সকল), অত্র বিভাগ।
৫। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র মন্ত্রণালয়।
৬। উপ-মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র মন্ত্রণালয়।
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র বিভাগ।
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), অত্র বিভাগ।

স্বা/-(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব।
ফোনঃ ২৪১৭৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রজেই-২

স্মারক নং প্রজেই-২/জ-৩/৯৪/১৭৮(৪৯৪৪), তারিখঃ ৭ই বৈশাখ, ১৪০১ বাংলা
২০শে এপ্রিল, ১৯৯৪ ইং

প্রেরক ঃ আলমগীর ফারুক চৌধুরী
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

প্রাপক ঃ (১) মেয়র ..... সিটি কর্পোরেশন।
(২) জেলা প্রশাসক ..... জেলা।
(৩) চেয়ারম্যান/প্রশাসক ..... পৌরসভা।
জেলা .....।
(৪) থানা নির্বাহী কর্মকর্তা,
থানা ..... জেলা .....।
(৫) চেয়ারম্যান
..... ইউনিয়ন পরিষদ,
থানা ..... জেলা .....।

বিষয়ঃ হস্তান্তরিত জলমহাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নির্দেশমালা।

১৯৯৩ সনের স্থানীয় সরকর (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধনী) আইন নং-২০ অনুসরণে অত্র বিভাগ হইতে ইতিপূর্বে জারীকৃত ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ এর এস-৪/১ইউ-৪/৭(পার্ট-৪)৫৭৭, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৮৪ এ শাখা-৯/১জি-৬/৮৪/৩৪৮(৫৪০), ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৯১ এর প্রজেই-২/হ-৪৬/৯১/৯৮৭(৬৪) নং স্মারক এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য সকল আদেশ বাতিলক্রমে সরকার অনুর্ধ ২০ একর পর্যন্ত সকল শ্রেণীর সরকারী বদ্ধ জলমহাল (অতঃপর হস্তান্তরিত জলাশয় নামে উল্লেখিত) ব্যবস্থাপনা ও ইজারা প্রদান সম্পর্কে নিম্নলিখিত নির্দেশমালা জারী করিলেনঃ

১। অনুর্ধ ২০ একর পর্যন্ত সকল শ্রেণীর বদ্ধ জলমহাল ব্যতীত অপরাপর সরকারী জলমহালসমূহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পূর্ববৎ ভূমি প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং এই সমস্ত জলমহালের মোট আয় হইতে শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের উৎস হিসাবে কেন্দ্রীয়ভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগ থানা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের জনসংখ্যা ও আয়তনের ভিত্তিতে উহাদের মধ্যে বন্টন করিবে।

২। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পাধীন এলাকায় কোন জলাশয় প্রয়োজন হইলে জেলা প্রশাসক তাহা নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারিবেন। এই ধরণের জলাশয় ইজারাধীন থাকিলে ইজারা মেয়াদ শেষে জেলা প্রশাসক তাহা নিজ নিয়ন্ত্রণে নিবেন।

৩। জলমহাল ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষঃ (ক) ১. প্রতিটি ইউনিয়নের ভৌগলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা ইজারা মূল্যমান পর্যন্ত (বাংলা ১৪০০ সালে প্রাপ্ত ইজারা

মূল্যকে ভিত্তি ধরিয়া) বদ্ধ জলমহাল ইজারা প্রদানের এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের উপর বর্তাইবে। ইউনিয়ন টেন্ডার কমিটি (হাট-বাজার ইজারার জন্য গঠিত) নিলাম ডাক শেষে সুপারিশ/মতামত ইউনিয়ন পরিষদের সভায় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে।

২. ৩০ (ত্রিশ) হাজার, টাকার উর্ধমূল্যের সকল জলাশয় সংশ্লিষ্ট থানা নির্বাহী অফিসার নিলাম ডাক শেষে তাঁহার সুপারিশ/মতামত থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

(খ) সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা ইজারা মূল্যের এক বা একাধিক জলমহাল একটি ইউনিয়ন পরিষদকে ইজারা প্রদানের জন্য নির্ধারিত করা যাইবে। কিন্তু একাধিক জলমহালের ইজারা মূল্য ৩০ (ত্রিশ হাজার টাকা অতিক্রম করিলে যে জলমহাল বা জলমহালগুলির ইজারা মূল্য (ইজারা মূল্য যাহাই হউক না কেন) বাদ দিলে তাহা ৩০ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে, সেই জলমহাল বা জলমহালগুলি থানা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারার জন্য নির্ধারিত হইবে।

(গ) এই নীতিমালার বিধান অনুযায়ী কোন কোন জলমহাল ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক এবং কোন কোন জলমহাল থানা নির্বাহী কর্মকর্তার এখতিয়ারে ইজারার জন্য নির্ধারিত হইবে তাহা থানা নির্বাহী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সংগে আলোচনাক্রমে নির্ধারণ করিবেন এবং থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটিকে অবহতি করিবেন। তিনি ইউনিয়ন পরিষদের জলমহাল ও থানার জলমহাল নামক দুইটি তালিকা জেলা প্রশাসকের নিকট ইজারা প্রদানের পূর্ববর্তী বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে প্রেরণ করিবেন।

(ঘ) পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে এই সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত জলমহালগুলি ইজারা করিবে এবং ইজারালব্ধ আয় (অতঃপর বর্ণিত বন্টন ব্যবস্থা অনুসরণের পর অবশিষ্ট অর্থ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(ঙ) যে জলাশয় একই থানায় একাধিক ইউনিয়নব্যাপী অবস্থিত তাহা সংশ্লিষ্ট থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির অনুমোদনক্রমে থানা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারা প্রদান করিতে হইবে।

(চ) অনুরূপভাবে আন্তঃথানা জলাশয় জেলা প্রশাসক কর্তৃক গঠিত কমিটির (ফেরীঘাট ব্যবস্থাপনার ন্যায়) মাধ্যমে ইজারা প্রদত্ত হইবে।

৪। নিলাম পদ্ধতিঃ (ক) সকল জলমহাল মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি, মহিলা সমবায় সমিতি এবঙ বিত্তহীন সমবায় সমিতির মধ্যে ইজারা প্রদান করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে থানা পর্যায়ে নিম্নলিখিতভাবে একটি বাছাই কমিটি গঠন করিতে হইবেঃ

(১) থানা নির্বাহী অফিসার	আহ্বায়ক
(২) থানা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(৩) থানা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(৪) সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য-সচিব
(৫) জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন প্রতিনিধি।	সদস্য
(৬) কমিটির আহবায়ক কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।	সদস্য

উক্ত কমিটি প্রকৃত সমবায় সমিতি যাচাই ও বাছাইপূর্বক একটি তালিকা প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং থানা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন টেন্ডার কমিটি/থানা নির্বাহী অফিসার গত ইজারা মূল্যের কমপক্ষে ২৫% উর্দ্ধহারে ইজারা গ্রহণে আগ্রহী সমবায় সমিতিগুলিকে নিলাম ডাকে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইবেন। সর্বোচ্চ ডাক আশানুরূপ না হইলে সংশ্লিষ্ট জলাশয় প্রকাশ্য নিলামে ইজারা প্রদান করিতে হইবে।

(খ) হস্তান্তরিত জলাশয়সমূহ সাধারণত তিন বৎসরের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। এই মেয়াদ ১লা বৈশাখ হইতে শুরু হইবে।

(গ) ইজারা কার্যক্রম পূর্ববর্তী বৎসরের ১লা মাঘের পূর্বে/মধ্যে শুরু করিয়া ৩০শে ফাল্গুনের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে।

(ঘ) নিলাম ডাকের সময়সূচীর নির্দিষ্ট দিনের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পোষ্ট অফিস, থানা সদর দপ্তরে অবস্থিত অফিসসমূহে এবং পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন হাট-বাজারে মাইক/ঢোল-সহরতের মাধ্যমে নিলামের তারিখ ঘোষণার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। পূর্ববর্তী ইজারাদারকেও নিলামের নোটিশ অনুলিপি দিতে হইবে।

(ঙ) ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে হাট-বাজার ইজারা প্রদানের জন্য গঠিত ইউনিয়ন টেন্ডার কমিটি নিলাম ডাক অনুষ্ঠান করিবেন এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে থানা নির্বাহী অফিসার / জেলা প্রশাসক/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিলাম ডাক অনুষ্ঠান করিবেন।

(চ) যদি কোন জলমহালের জন্য ইজারাদার কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণপূর্বক ইজারা নবায়নের প্রস্তাব দাখিল করা হয় তাহা হইলে জলমহাল ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ঐ প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে বার্ষিক ১০% ক্রমবৃদ্ধি হারে ইজারা মূল্য নির্ধারণপূর্বক সর্বাধিক ৩ (তিন) বৎসরের জন্য ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(ছ) বর্তমানে যে সমস্ত জলাশয় ইজারা শর্তে বন্দোবস্ত দেওয়া আছে, এই সমস্ত ইজারার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। তবে ১৪০১ সাল এবং তৎপরবর্তী বৎসরগুলির জন্য বাৎসরিক ইজারার টাকা ইউনিয়ন পরিষদ/থানা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের তহবিল জমা দিতে হইবে।

(জ) নিলামে প্রদত্ত সকল জলাশয়ের ইজারার টাকা বাৎসরিক কিস্তিতে প্রদান করা যাইবে। তবে যদি কোন ইজারাদার এককালীন ইজারার টাকা প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন তবে সমুদয় ইজারার টাকা এক সংগে গ্রহণ করা যাইবে।

(ঝ) হস্তান্তরিত জলাশয়ের ইজারা সংক্রান্ত অভিযোগ নিরসনকল্পে হাট-বাজার ইজারা সংক্রান্ত অভিযোগের (হাট-বাজার সংক্রান্ত ১৯৯৪ সালের নব প্রণীত নীতিমালায় বর্ণিত) নিষ্পত্তি করার বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(ঞ) নিলাম ডাক শেষ হওয়ার সাথে সাথে সকল ডাকদাতাকে বাৎসরিক ইজারা মূল্যের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ অর্থ জমা দিতে হইবে এবং পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে। অন্যথায় জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে এবং প্রস্তাবিত ইজারা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। ইজারার সম্পূর্ণ অর্থ আদায়ের পর এবং প্রস্তাবিত ইজারার মেয়াদ আরম্ভ হইবার পূর্বে ইজারাদারকে নির্ধারিত ফরমে (ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল মোতাবেক) চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে হইবে। চুক্তিপত্র সম্পাদন ব্যতীত জলাশয়ের দখল দেওয়া যাইবে না।

৫। ইজারালব্ধ অর্থ বন্টন পদ্ধতিঃ (ক) ইজারালব্ধ অর্থ হইতে নিলাম প্রক্রিয়া বাবদ ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

(খ) অবশিষ্ট অর্থ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোশেনের ক্ষেত্রে এই সকল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় হিসাবে গণ্য হইবে। উক্ত আয় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় করা যাইবে।

(গ) ১. যে সকল ইউনিয়নে শুধুমাত্র ৩০ হাজার টাকার উর্ধ্বমূল্যের এক বা একাধিক জলাশয় রহিয়াছে থানা উন্নয়ন তহবিলের ইজারালব্ধ অর্থ হইতে ঐ সকল ইউনিয়নকে সর্বাগ্রে ৩০ হাজার টাকা প্রদান করিতে হইবে। যে ইউনিয়নে কোন জলাশয় নেই সেই ইউনিয়নকে থানা উন্নয়ন তহবিলের জমাকৃত অর্থ হইতে ৩০ হাজার টাকা প্রদান করিতে হইবে।

২. যদি কোন ইউনিয়নে ৩০ হাজার টাকার উর্ধ্বমূল্যের জলাশয়সহ নিজস্ব ব্যবস্থাধীনেও জলাশয় থাকে কিন্তু নিজস্ব ব্যবস্থাধীন জলাশয় হইতে আয় ৩০ হাজার টাকা না হয় তাহা হইলে ৩০ হাজার টাকা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ থানা উন্নয়ন তহবিল হইতে ঐ ইউনিয়নকে প্রদান করিতে হইবে।

৩. যদি থানা উন্নয়ন তহবিল জমাকৃত অর্থ পর্যপ্ত না হয় তাহা হইলে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন থানা সমন্বয় কমিটি উক্ত অর্থ জলমহালবিহীন এবং স্বল্প আয়ের জলমহাল বিশিষ্ট ইউনিয়নের মধ্যে সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবে।

৬। এই নির্দেশমালায় যাহাই বলা হউক না কেন স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনবোধে ও জনস্বার্থে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে।

৭। এই প্রক্রিয়ায় ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ, ১৪০১ সাল হইতে কার্যকর হইবে।

স্বা/-(সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী)
সচিব।

স্মারক নং প্রজেই-২/জ-৩/৯৪/১৭৮/১(৭৬), তারিখঃ ৭ই বৈশাখ, ১৪০১ বাংলা
২০শে এপ্রিল, ১৯৯৪ ইং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। মুখ্য সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, অর্থ/ভূমি/স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগ/পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়/মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৪। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল।
৬। জেলা প্রশাসক, ...।

স্বা/-(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব।
ফোনঃ ২৪১৭৭৭

স্মারক নং প্রজেই-২/জ-৩/৯৪/১৮২/২(৪৪), তারিখঃ ৭ই বৈশাখ, ১৪০১ বাংলা
২০শে এপ্রিল, ১৯৯৪ ইং

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

১। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/পাস), অত্র বিভাগ।
২। মহা-পরিচালক (মইই), অত্র বিভাগ।
৩। মহা-পরিচালক, এন আই এল জি, ঢাকা।
৪। উপ-সচিব (সকল) / পরিচালক (সকল), অত্র বিভাগ।
৫। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র মন্ত্রণালয়।
৬। উপ-মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র মন্ত্রণালয়।
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র বিভাগ।
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), অত্র বিভাগ।

স্বা/-(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব।
ফোনঃ ২৪১৭৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৯

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-৯৮/৯৪/৬১৫-বিবিধ

তারিখঃ ১৩/৬/১৪০১ বাং
২৮/৯/১৯৯৪ ইং

পরিপত্র

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক,
..... (সকল)

বিষয় ঃ বন্দোবস্তহীন জলমহালগুলি বন্দোবস্ত প্রদান সংক্রান্ত।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমান জলমহাল, বালুমহাল ও পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী পূর্ববর্তী বৎসরের ইজারা মূল্যের উপর অন্ততঃ ২৫% বর্ধিত হারে দরপত্র পাওয়া না গেলে জলমহাল ইজারা প্রদানের বিকল্প কোন বিধান নীতিমালায় রাখা হয়নি। ফলে প্রতি বছর সমগ্র দেশের ইজারাযোগ্য অনেক জলমহাল বৎসরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও বন্দোবস্তহীন অবসথায় থেকে যায়। এই সমস্ত জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমান প্রচলিত জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালার আংশিক সংশোধন করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হলোঃ

বর্তমান প্রচলিত জলমহাল নীতিমালা অনুসারে অন্ততঃ তিনবার টেন্ডার আহবান করা সত্ত্বেও যদি পূর্ববর্তী বৎসরের চেয়ে ২৫% (শতকরা ২৫ ভাগ) বেশী ইজারা মূল্য পাওয়া না যায় তাহলে টেন্ডার কমিটি প্রতিটি ক্ষেত্রে জলমহালের অবস্থান, আয়তন এবং আনুষঙ্গিক সকল বিষয় যথাযথ পর্যালোচনা করে ৪র্থ বারের টেন্ডারের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জলমহাল ইজারা প্রদান করবে। বিগত বৎসরের ইজারা মূল্যের উপর ২৫% বেশী মূল্যের বিষয়টি ৪র্থ বার টেন্ডার এর ক্ষেত্রে বলবৎ থাকবে না।

২। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হলো।

স্বা/-আবুদল মুয়ীদ চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-৯৮/৯৪/৬১৫/১(১০০)-বিবিধ

তারিখঃ ১৩/৬/১৪০১ বাং
২৮/৯/১৯৯৪ ইং

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৪। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৫। চেযারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৬। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭। কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল বিভাগ।
৮। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।
৯। গার্ড ফাইল।

স্বা/-(মুহাম্মদ আব্দুল আলীম খান)
উপ-সচিব (আইন)
ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৯

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-১৮/৯৪/৬৯৬-বিবিধ তারিখঃ ১৩/৬/১৪০১ বাং
২৮/৯/১৯৯৪ ইং

প্রাপক ঃ চেয়ারম্যান
ভূমি সংস্কার বোর্ড
১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

পরিপত্র

বিষয় ঃ আন্তঃবিভাগীয় জলমহালগুলি ইজারা প্রদান প্রসংগে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, সরকারী জলমহাল, বালুমহাল ও পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সর্বেশেষ নীতিমালা অনুযায়ী যে সমস্ত ক্ষেত্রে জলমহালটি দুই বা ততোধিক জেলায় পড়েছে সে সমস্ত জলমহাল বিভাগীয় পর্যায়ের কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে জলমহাল একাধিক বিভাগের মধ্যে পড়েছে কিন্তু বর্তমান নীতিমালায় এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। এই ধরণের জলমহাল ভূমি সংস্কার বোর্ডে থেকে ইজারা প্রদান বাঞ্চনীয়। এতে নানাবিধ জটিলতা পরিহার করা সম্ভব হবে। এই জাতীয় আন্তঃবিভাগীয় জলমহালগুলি নিম্নোক্ত কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

(ক) ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত বোর্ডের একজন সদস্য-চেয়ারম্যান।
(খ) সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের অতিরিক্ত কমিশনার-সদস্য।
(গ) মৎস্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক এর প্রতিনিধি (কেন্দ্রীয় অফিসের কর্মকর্তা)- সদস্য।
(ঘ) সমবায় নিবন্ধকের প্রতিনিধি (কেন্দ্রীয় অফিসের কর্মকর্তা)-সদস্য।
(ঙ) সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের যে কোন একটির অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-সদস্য সচিব।
(ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রতিটি এই জাতীয় জলমহালের জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে মনোনীত)।

২। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

স্বা/- আবুদল মুয়ীদ চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-১৮/৯৪/৬৯৬/১(২০০) তারিখঃ ১৩/৬/১৪০১ বাং
২৮/৯/১৯৯৪ ইং

সদয় অবগতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। কমিশনার ..... বিভাগ।
৪। জেলা প্রশাসক ..... (সকল)।
৫। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৬। গার্ড ফাইল।

স্বা/-(মুহাম্মদ আব্দুল আলীম খান)
উপ-সচিব (আইন)
ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৯

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-১৮/৯৪-৮(৬৪)বিবিধ, তারিখঃ ৮/১/১৯৯৫ ইং
২৫/৯/১৪০১ বাং

পরিপত্র

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক
..... (সকল)।

বিষয় ঃ **সরকারী জলমহাল, বালুমহাল ও পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রসংগে।**

উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাইতেছে যে, জলমহাল, বালুমহাল ও পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সর্বশেষ ১২/৯/৯১ ইং তারিখের ভূম/৭-বিবিধ-৫/৯১/৪২৪(১২/৯২৪০) নং স্মারকে জারীকৃত নীতিমালার (৯৬) নং অনুচ্ছেদে "বিভাগীয় কশিনারের আদেশের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ে আপীল পেশ করিতে পারিবে" এর পরিবর্তে "বিভাগীয় কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে ভূমি আপীল বোর্ডে আপীল করিতে পারিবেন" মর্মে সংশোধন করিবার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

স্বা/-আবুদল মুয়ীদ চৌধুরী
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-১৮/৯৪-৮(৬৪)/(৪০)-বিবিধ তারিখঃ ৮/১/১৯৯৫ ইং
২৫/৯/১৪০১ বাং

সদয় অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ৯৪১/১৪৩ মতিঝিল, ঢাকা।
৩। কমিশনার ..... বিভাগ (সকল)।
৪। পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৩/এ, নীলক্ষেত, ঢাকা।
৫। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।
৬। গার্ড ফাইল।

স্বা/-(মুহাম্মদ আব্দুল আলীম খান)
উপ-সচিব (আইন)
ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৯
পরিপত্র নং-৩/১৯৯৫

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-১৯/৯৪-৩৪(৬৪)বিবিধ, তারিখঃ ১২/১০/১৪০১ বাং
২৫/১/১৯৯৫ ইং

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক,
..... (সকল)।

বিষয় ঃ সরকারী জলমহাল, বালুমহাল ও পাথরমহাল ইজারার ক্ষেত্রে দরপত্র দাখিলের সময় উদ্ধৃত মূল্যের উপর ১০% জামানত হিসাবে (Earnest Money) জমা প্রদান প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাইতেছে যে, সরকারী জলমহাল, বালুমহাল ও পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ১২/৯/১৯৯১ ইং তারিখে জারীকৃত নীতিমালার ৭(৩) অনুচ্ছেদে দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যের উপর ২% জামানত হিসাবে দরপত্রের সংগে জমা প্রদানের বিধান চালু রহিয়াছে। জামানতের উল্লেখিত হার অত্যন্ত নগণ্য বিধায় অনেক ক্ষেত্রে দরপত্র দাতাগণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দরপত্রের সাথে জামানত হিসাবে ২% ব্যাংক ড্রাফট হিসাবে জমা প্রদান করিয়া অধিক মূল্যে দরপত্র দাখিল করিয়া থাকেন। কিন্তু সর্বোচ্চ দরদাতা হওয়া সত্বেও অনেক ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুযায়ী দরপত্রে উল্লেখিত ইজারা মূল্য সময়মত জমা প্রদান করেন না। ইহার ফলে জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইলেও জলমহাল ব্যবস্থাপনায় অহেতুক বিলম্ব ও নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হইয়া থাকে। উক্ত জটিলতা পরিহারের লক্ষ্যে সরকার দরপত্রের সংগে (Earnest money) জামানত হিসাবে দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যের ২% এর পরিবর্তে ১০% (Earnest money) জামানত হিসাবে প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

২। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বা/-আবুদল মুয়ীদ চৌধুরী
সচিব।

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-১৯/৯৪-৩৪(৩০) বিবিধ, তারিখঃ ১২/১০/১৪০১ বাং
২৫/১/১৯৯৫ ইং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩। কমিশনার, ... বিভাগ।
৪। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫। পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১/৩, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা।
৬। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাঃ), ভূমি মন্ত্রণালয়।
৭। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।
৮। গার্ড ফাইল।

স্বা/-(মুহাম্মদ আব্দুল আলীম
উপ-সচিব (আইন)
ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রজেই-২

স্মারক নং-প্রজেই-২/হ-৬/৯৪/৫১(৪৭৯০), তারিখঃ ৩০/০১/১৯৯৫ইং
১৭/১০/১৪০১বাং

প্রেরক ঃ সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

প্রাপক ঃ (১) থানা নির্বাহী কর্মকর্তা
.....
(২) চেয়ারম্যান,
..... ইউনিয়ন পরিষদ
থানা..... জেলা.....

বিষয় ঃ **হস্তান্তরিত জলমহাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নির্দেশমালা।**

সূত্র ঃ অত্র বিভাগের স্মারক নং প্রজেই-২/জ-৩/৯৪/১৭৮(৪৯৪৪), তাং ২০/৪/৯৪ ইং।

সূত্রে উল্লেখিত স্মারক মারফত হস্তান্তরিত জলমহাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নির্দেশামালায় সরকার নিম্নরূপ সংশোধনী আনয়ন করিলেনঃ

(অ) ৩নং অনুচ্ছেদের (ক) ১ এবং (ক) ২ বিলুপ্ত হইয়া নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবেঃ
৩। জলমহাল ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষঃ (ক) প্রতিটি ইউনিয়নের ভৌগলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত সর্বমোট ২০ (কুড়ি) একর আয়তন বিশিষ্ট এক বা একাধিক বদ্ধ জলমহাল ইজারা প্রদানের এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের উপর বর্তাইবে। ইউনিয়ন টেন্ডার কমিটি (হাট-বাজার ইজারার জন্য গঠিত) নিলাম ডাক শেষে সুপারিশ/মতামত ইউনিয়ন পরিষদের সভায় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে।"

(অ) অনুচ্ছেদ ৩(খ) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবেঃ
"হস্তান্তারিত অন্যান্য সকল জলাশয় সংশ্লিষ্ট থানা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারা প্রদানের জন্য নির্ধারিত হইবে। তিনি নিলাম ডাক শেষে তাহার সুপারিশ/মতামত থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন"।

এই নির্দেশমালা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

স্বা/-(সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী)
সচিব।

স্মারক নং প্রজেই-২/হ-৬/৯৪/৫১/১(১৯৪), তারিখঃ ৩০/১/৯৫ ইং
১৭/১০/১৪০১ বাং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। মুখ্য সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, অর্থ বিভাগ/ভূমি মন্ত্রণালয়।
৪। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, ঢাকা/ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল।
৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা..... সিটি কর্পোরেশন।
৭। জেলা প্রশাসক,.....।
৮। চেয়ারম্যান/প্রশাসক,
..... পৌরসভা,
জেলা .....।

স্বা/-(মোঃ আমিনুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।
ফোনঃ ২৪১৭৭৭

স্মারক নং প্রজেই-২/হ-৬/৯৪/৫১/১(১৯৪), তারিখঃ ৩০/১/৯৫ ই
১৭/১০/১৪০১ ব

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

১। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/পাস), অত্র বিভাগ।
২। মহা-পরিচালক (মইই), অত্র বিভাগ।
৩। মহা-পরিচালক, এন আই এল জি, ঢাকা।
৪। উপ-সচিব (সকল) / পরিচালক (সকল), অত্র বিভাগ।
৫। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র মন্ত্রণালয়।
৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র বিভাগ।
৭। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), অত্র বিভাগ।

স্বা/-(মোঃ আমিনুল ইসলা
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রজেই-২

স্মারক নং-প্রজেই-২/ফ-১/৯৪/২২১(৪৯৪৯), তারিখঃ ১৪ই বৈশাখ, ১৪০২ বাংলা
২৭শে এপ্রিল, ১৯৯৫ ইংরেজী

প্রেরক ঃ সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী
সচিব,
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

প্রাপক ঃ (১) মেয়র, ... সিটি কর্পোরেশন।
(২) বিভাগীয় কমিশনার,
ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল।
(৩) জেলা প্রশাসক,
.....।
(৪) চেয়ারম্যান/প্রশাসক,
..... পৌরসভা,
জেলা.....।
(৫) থানা নির্বাহী কর্মকর্তা,
....., ...।
(৬) চেয়ারম্যান,
..... ইউনিয়ন পরিষদ,
থানা....., জেলা.....।

বিষয় ঃ হস্তান্তরিত ফেরীঘাটের ইজারা ও ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ভূত আয় বন্টন সম্পর্কে নির্দেশিকা।

সূত্র ঃ অত্র বিভাগের স্মারক নং প্রজেই-২/ফ-১/৯৪/১৮২(৪৯৪৯), তাং ২০/৪/৯৪ ইং।

সরকার কর্তৃক এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, এখন হইতে হস্তান্তরিত ফেরীঘাটসমূহ প্রকাশ্য নিলামের পরিবর্তে সীল টেন্ডারের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করিতে হইবে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসরণে সূত্রে উল্লেখিত স্মারক মারফত জারীকৃত হস্তান্তরিত ফেরীঘাট ইজারা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নির্দেশমালায় নিম্নরূপ সংশোধনী আনয়ন করা হইলঃ

(ক) অনুচ্ছেদ ১ (ক) (১) এর ৪র্থ লাইনে "কর্তৃক নিলাম ডাক শেষে" এর স্থলে "সর্বোচ্চ দরদাতার দরপত্র" প্রতিস্থাপিত হইবে এবং ৫ম লাইনে "নিলাম" শব্দটি রহিত হইবে।

(খ) অনুচ্ছেদ ২(ক) এ "প্রকাশ্যে নিলাম ডাকের" এর স্থলে "সীল টেন্ডারে দরপত্র আহ্বানের জন্য" ৪র্থ লাইনে "নিলামের নোটিশ" এর স্থলে "দরপত্র বিজ্ঞপ্তি" ৫ম লাইনে "নিলামের" এর স্থলে "দরপত্র দাখিলের" এবং শেষ লাইনে "নিলামের" এর স্থলে "দরপত্র দাখিলের" শব্দগুলি প্রতস্থিাপিত হইবে।

(ঘ) অনুচ্ছেদ (ঘ) এ "নিলাম অনুষ্ঠান হইবে না" এর স্থলে "দরপত্র গ্রহণ করা যাইবে না" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(ঙ) অনুচ্ছেদ ২(ঙ) নিম্নরূপে প্রতস্থিাপিত হইবেঃ

"কোন বিশেষ কারণে যদি দরপত্র দাখিলের তারিখ পরিবর্তন করার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে তবে দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তা লিখিতভাবে দরপত্র গ্রহণের পরবর্তী তারিখ ও সময় ঘোষণা করিবেন।"

(চ) অনুচ্ছেদ ২(চ) এর ১ম লাইনে "নিলামে সর্বোচ্চ ডাকের অংক" এর স্থলে "প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর" এবং ২য় লাইনে "নিলাম ডাকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয় বারেও নিলাম ডাক সত্ত্বেও" এর স্থলে "দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ২য় বারেও" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(ছ) অনুচ্ছেদ ২(ছ) (১) নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবেঃ

"দরপত্রের সহিত উদ্ধৃত দরের ২৫% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে জামানত স্বরূপ জমা প্রদান করিতে হইবে।"

(জ) অনুচ্ছেদ ২(ছ) (২) নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবেঃ

"দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ১৫ (পনর) দিনের মধ্যে অবশ্যই সমুদয় অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে। অন্যথায় জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব পুনরায় দরপত্র আহ্বানের ব্যবস্থা নিতে হইবে।

(ঝ) অনুচ্ছেদ ২৯জ) এ "নিলামের" এর স্থলে "দরপত্রের" এবং "নিলাম ডাককারীর" এর স্থলে "সর্বোচ্চ দরদাতার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(ঞ) অনুচ্ছেদ ৩(গ) এর ১'ম লাইনে "নিলাম" এর স্থলে "ইজারা" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(ট) অনুচ্ছেদ ৪(খ) এর ১ম ও ২য় লাইনে "পরিচালিত নিলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিলে তাহা নিলাম অনুষ্ঠানের" এর স্থলে "প্রদত্ত ইজারার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিলে তাহা দরপত্র অনুমোদনের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(ড) অনুচ্ছেদ (৪) এর ১ম লাইনে "নিলাম ডাকের" এর স্থলে "ইজারা প্রদানের" এবং ২য় সারির "নিলাম ডাকের" এর স্থলে "দরপত্র অনুমোদনের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(ঢ) অনুচ্ছেদ ৪(ঘ) এর ২য় লাইনে "নিলাম ডাকের" এর স্থলে "দরপত্র অনুমোদনের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(ণ) অনুচ্ছেদ ৫ নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবেঃ

"ইজারালব্ধ আয় বন্টনঃ (ক) ইজারা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হইতে দরপত্র আহ্বান সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।"

(ত) অনুচ্ছেদ ৫(খ) এর ৩য় লাইনে "নিলাম পরিচালনাকারী" এর স্থলে "ইজারা প্রদানকারী" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

এই নির্দেশিকা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। তবে যে সকল ফেরীঘাট পূর্বে জারীকৃত নির্দেশিকা অনুসরণে ইতিপূর্বেই ইজারা প্রদান করা হইয়াছে, সে সকল ক্ষেত্রে এই সংশোধনী প্রযোজ্য হইবে না।

স্বা/-

(সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী)

সচিব।

স্মারক নং প্রজেই-২/ফ-১/৯৪/২২১/১(৫), তারিখঃ ১৪ই বৈশাখ, ১৪০২ বাংলা
২৭শে এপ্রিল, ১৯৯৫ ইংরেজী

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। মুখ্য সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, অর্থ /ভূমি/স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগ/ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্বা/-
(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব।
ফোনঃ ২৪১৭৭৭

স্মারক নং প্রজেই-২/ফ-১/৯৪/২২১/২(৪৪), তারিখঃ ১৪ই বৈশাখ, ১৪০২ বাংলা
২৭শে এপ্রিল, ১৯৯৫ ইংরেজী

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

১। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/পাস), অত্র বিভাগ।
২। মহা-পরিচালক (মইই), অত্র বিভাগ।
৩। মহা-পরিচালক, এন আই এল জি, ঢাকা।
৪। উপ-সচিব (সকল) / পরিচালক (সকল), অত্র বিভাগ।
৫। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র মন্ত্রণালয়।
৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র বিভাগ।
৭। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), অত্র বিভাগ।

স্বা/-
(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রজেই-২

স্মারক নং-প্রজেই-২/ফ-১/৯৪/৪০৫(৪৯৪৯), তারিখঃ ১৬ই শ্রাবণ, ১৪০২ বাং
৩১শে এপ্রিল, ১৯৯৫ ইং

প্রেরক ঃ সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী
সচিব,
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

প্রাপক ঃ (১) মেয়র, ... সিটি কর্পোরেশন।
(২) বিভাগীয় কমিশনার,
ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল।

(৩) জেলা প্রশাসক,
.....।
(৪) চেয়ারম্যান/প্রশাসক,
..... পৌরসভা,
জেলা.....।
(৫) থানা নির্বাহী কর্মকর্তা,
....., ...।
(৬) চেয়ারম্যান,
..... ইউনিয়ন পরিষদ,
থানা....., জেলা.....।

বিষয় ঃ হস্তান্তরিত ফেরীঘাটের ইজারা ও ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ভূত আয় বন্টন সম্পর্কে নির্দেশিকা।

সূত্র ঃ অত্র বিভাগের স্মারক নং প্রজেই-২/ফ-১/৯৪/১৮২(৪৯৪৯), তাং ২০/৪/৯৪ ইং এবং প্রজেই-২/ফ-১/৯৪/২২১(৪৯৪৯), তাং ২৭/৪/৯৫ ইং

সূত্রে উল্লেখিত স্মারক মারফত হস্তান্তরিত ফেরীঘাটের ইজারা ও ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ভূত আয় বন্টন সম্পর্কে জারীকৃত নির্দেশিকায় সরকার নিম্নরূপ সংশোধনী আনয়ন করিলেনঃ

অনুচ্ছেদ ২(ক) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবেঃ

"সকল ফেরীঘাট সীল টেন্ডার আহ্বানের মাধ্যমে এক বৎসরের জন্য ইজারা প্রদান করিতে হইবে। কোন ফেরীঘাটের বিগত ৩ (তিন) বৎসরের গড় আয় অথবা গত বৎসরের আয় যাহাই বেশী হইবে উহার উপর ১০% (দশ) ভাগ অতিরিক্ত ধরিয়া ঐ ফেরীঘাটের 'সম্ভাব্য মূল্য' নির্ধারণ করিতে হইবে। আগ্রহী জন্মগত পেশাদার পাটনীগণকে ফেরীঘাট ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। পেশাদার পাটনী মাত্র একজন থাকিলে তাহার অনুকূলে 'সম্ভাব্য মূল্যে' ফেরীঘাটটি ইজারা প্রদান করিতে হইবে। একাধিক পেশাদার পাটনীর ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে সীল টেন্ডারের আহ্বানপূর্বক প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর কমপক্ষে 'সম্ভাব্য মূল্যের' সমপরিমাণ হইলে সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট ফেরীঘাট ইজারা প্রদান করিতে হইবে। একক বা একাধিক পেশাদার পাটনী উপরোক্ত পদ্ধতিতে ফেরীঘাট ইজারা গ্রহণে ইচ্ছুক না হইলে ফেরীঘাট ইজারা প্রদানের জন্য সর্বসাধারণের নিকট হইতে সীল টেন্ডার আহ্বান করিতে হইবে। সেই ক্ষেত্রে পেশাদার পাটনীগণও অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন। সর্বোচ্চ দরদাতা

একাধিক হইলে লটারীর মাধ্যমে তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে নির্বাচনপূর্বক তাহার অনুকূলে ফেরীঘাট ইজারা প্রদান করিতে হইবে অথবা এই বিষয়ে মন্ত্রণালয় যাহা উপযুক্ত মনে করিবে সেই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিবে।"

এই নির্দেশিকা পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। তবে যে সকল ফেরীঘাট পূর্বে জারীকৃত নির্দেশিকা অনুসরণে ইতিপূর্বেই ইজারা প্রদান করা হইয়াছে, সে সকল ক্ষেত্রে এই সংশোধনী প্রযোজ্য হইবে না।

স্বা/-(সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী)
সচিব।

স্মারক নং প্রজেই-২/ফ-১/৯৪/৪০৫/১(৫), তারিখঃ ১৬ই শ্রাবণ, ১৪০২ বাং
৩১শে জুলাই, ১৯৯৫ ইং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। মুখ্য সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, অর্থ /ভূমি/স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগ/ভূমি মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৫। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড/ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।

স্বা/-(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব।
ফোনঃ ২৪১৭৭৭

স্মারক নং প্রজেই-২/ফ-১/৯৪/৪০৫/২(৪৪), তারিখঃ ১৬ই শ্রাবণ, ১৪০২ বাং
৩১শে জুলাই, ১৯৯৫ ইং

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

১। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/পাস), অত্র বিভাগ।
২। মহা-পরিচালক (মইই), অত্র বিভাগ।
৩। মহা-পরিচালক, এন আই এল জি, ঢাকা।
৪। উপ-সচিব (সকল) / পরিচালক (সকল), অত্র বিভাগ।
৫। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র মন্ত্রণালয়।
৬। উপ-মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র মন্ত্রণালয়।
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র বিভাগ।
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), অত্র বিভাগ।

স্বা/-(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৭

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২০শে ভাদ্র ১৪০২
৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

নং ভূমি/৭-বিবিধ-১১/৯৫/৫৭৬-দেশের দরিদ্র জেলে সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে এবং তাহাদের জীবিকা নির্বাহের পথ সুগম করার লক্ষ্যে সরকার নদী, খাল এবং উন্মুক্ত শ্রেণীর মাধ্যে যে সমস্ত জলমহাল অন্তর্ভুক্ত আছে সেই সমস্ত উন্মুক্ত জলমহাল এর ইজারা প্রথা বিলুপ্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। যে সমস্ত উন্মুক্ত জলমহাল এখনও ইজারা প্রদান করা হয় নাই সেইগুলির ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হইবে। যে সমস্ত জলমহাল ১৪০২ বাংলা সনের জন্য ইতোমধ্যে ইজারা দেওয়া হইয়াছে সেইগুলির ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আর ইজারা প্রদান করা হইবে না এবং উল্লেখিত নীতি কার্যকর হইবে।

ইঞ্জিনচালিত নৌকা বা ট্রলার দ্বারা উন্মুক্ত জলমহালে মাছ ধরিতে হইলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের নিকট হইতে নির্ধারিত হারে ফি দিয়া লাইসেন্স সংগ্রহ করিতে হইবে। জেলা প্রশাসক উল্লেখিত ট্রলার বা ইঞ্জিন চালিত নৌকার আয়-ব্যয়ের সংগতিপূর্ণ হিসাবের ভিত্তিতে আদায়যোগ্য ফি-র হার নির্ধারণ করিবেন। এই হার প্রতি বছর মূল্যায়ন করা হইবে এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে লাইসেন্স নবায়নযোগ্য হইবে।

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিকট মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অভয়াশ্রমসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ন্যস্তকৃত জলমহাল এই সিদ্ধান্তের বাহিরে থাকিবে। ভবিষ্যতে উপরোল্লিখিত উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য যে সমস্ত জলমহালের ব্যবহার প্রয়োজন হইবে তাহাদের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তের প্রয়োগের বিষয়টি বিবেচিত হইতে পারে। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন এই সমস্ত জলমহাল ব্যবহার এবং মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের নীতিমালা প্রণয়ন করিবে। তবে মৎস্য পক্ষ '৯৫ ইং এর প্রাক্কালে দরিদ্র জেলে সম্প্রদায়ের বিনা কারণে মৎস্য আহরণের অধিকারসূচক সরকার ঘোষিত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে না।

এই সিদ্ধান্তের পর পরীক্ষাধীন নতুন জলমহাল বলিয়া চিহ্নিত জলমহালে মাছ ধরিবার জন্য প্রদত্ত অধিকারপত্রের কার্যকারিতা থাকিবে না। নতুন করিয়া আর কোন অধিকারপত্র দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

যেহেতু মাছঘাট, ভাষানমহল এবং উন্মুক্ত জলমহালের ইজারা প্রথা বিলুপ্ত করা হইয়াছে সেইহেতু জেলা প্রশাসকগণ যে কোন প্রকারের অবৈধ কর, ফি বা চাঁদা আদায় করিয়া জেলে সম্প্রদায়কে যেন শোষণ এবং হয়রানী না করা হয় তা নিশ্চিত করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে আইনের কঠোর প্রয়োগ করিবেন।

স্বা/-এ, এইচ, এম, আবদুল হাই
সচিব।

একই নাম্বার ও একই তারিখের পরিপত্রের স্থলাভিষক্ত হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৭

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৭-বিবিধ-৪৭/৯৭ (অংশ), ৫৭৬ তারিখঃ ১৫-১০-১৯৯৭ ইং
৩০-০৬-১৪০৪ বাং

পরিপত্র

বিষয় ঃ যুব সমাজের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয়ের ব্যবহার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণলয়ের উপর ন্যস্তকরণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ ৩০-০৯-৯৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত।

উপরোক্ত বিষয়ে সূত্রে উল্লেখিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্দেশিত হইয়া জানানো যাইতেছে যে, দেশের বেকার, কর্মসংস্থানহীন যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২৩-০৪-৯৫ ইং তারিখের ভূঃমঃ/শা-৭-হাট-১/৯১/২৮০ নম্বর স্মারকমূলে স্থানীয় সরকার বিভাগের বরাবরে ন্যস্তকৃত ২০ একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয়ের ব্যবহার প্রথামিক ও পরীক্ষামূলকভাবে যুব মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। যদি কোন কারণে উক্ত জলাশয়সমূহ মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় কিংবা ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন হয় অথবা জলাশয়সমূহের নীতিমালা অনুযায়ী সুষ্ঠু ব্যবহার না হয়, তাহা হইলে উক্ত জলাশয়সমূহ ভূমি মন্ত্রণালয় পুনরায় তাহার নিয়ন্ত্রণে আনিতে পারিবে।

২। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২৩-০৪-৯৭ ইং তারিখের ভূঃম/শা-৭/হাট-১/১১/২৮০ নম্বর স্মারকমূলে ২০ একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয়সমূহের ব্যবস্থাপনা স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্তের আংশিক সংশোধনকল্পে এই পরিপত্র জারী করা হইল।

স্বা/- (দাউদ-উজ-জামান চৌধুরী)
১৫-১০-৯৭
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)।

সচিব,
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৭-বিবিধ-৪৭/৯৭ (অংশ), ৫৭৬/১(৭৩) তারিখঃ ১৫-১০-১৯৯৭ ইং
৩০-০৬-১৪০৪ বাং

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ
১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
২। সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিড়ালয়, ঢাকা।
৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও,ঢাকা।
৪। কমিশনার,.....।
৫। জেলা প্রশাসক,.....।

স্বা/-(মোহাম্মদ উল্লাহ্)
সিনিয়ার সহকারী সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৭

বিষয় ঃ যুব সমাজের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ একর পর্যন্ত যেসব খাস বদ্ধ জলাশয়ের ব্যবহার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে সেইসব জলাশয় ব্যবহারের নীতিমালা।

সূত্র ঃ ৩০/০৯/৯৭ ইং তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রে উল্লেখিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৫-১০-১৯৯৭ ইং / ৩০-০৬-১৪০৪ বাং তারিখের ভুঃমঃ/শা-৭-বিবিধ-৪৭/৯৭(অংশ) ৫৭৬ নম্বর পরিপত্রমূলে ২০ একর পর্যন্ত যে সকল খাস বদ্ধ জলাশয়ের ব্যবহার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে সেইগুলি নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহৃত হইবেঃ

(১) স্থানীয় সরকার বিভাগের নিকট ২০ একর পর্যন্ত যেসব খাস বদ্ধ জলাশয় রহিয়াছে ঐ জলাশয়েসমূহের ব্যবহার পর্যায়ক্রমে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত করা হইবে।

(২) স্থানীয় সরকার বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ২০ একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয়গুলির মধ্যে যেগুলি এখনও ইজারা দেওয়া হয় নাই সেইসকল জলাশয়গুলির ব্যবহার এই নীতিমালা জারীর অব্যবহিত পরেই এবং যেসকল জলাশয়ের ইজারা মেয়াদ ১৪০৪ বাংলা সনের ৩০শে চৈত্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে সেইসকল জলাশয়ের ব্যবহার ১লা বৈশাখ ১৪০৫ বাংলা সন হইতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত হইবে।

(৩) স্থানীয় সরকার বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ২০ একর পর্যন্ত যে সকল খাস বদ্ধ জলাশয়ের ইজারার মেয়াদ ১৪০৪ বাংলা সনের ৩০শে চৈত্র শেষ হইবে না ঐসকল জলাশয়ের ব্যবহার ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হইবে।

(৪) জলাশয়সমূহ কোন অবস্থাতেই প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত যুব সমাজের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইজারা দেয়া যাইবে না।

(৫) জলাশয়সমূহ বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য যুব ও যুব-মহলিাদের অবশ্যই নিবন্ধনকৃত যুব সমবায় সমিতি গঠন করিতে হইবে এবং তাহাদের মৎস্য চাষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

(৬) জলাশয়সমূহের ইজারা নিবন্ধনকৃত যুব ও যুব-মহিলা সমবায় সমিতির মধ্যেই সীমিত থাকিবে।

(৭) শুধুমাত্র ২০ একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয়সমূহ এই নীতিমালার আওতাভুক্ত হইবে। নিম্নোক্ত ২০ একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয়সমূহ এই নীতিমালার অধিভুক্ত থাকিবে না।

(ক) আদর্শগ্রাম অথবা আশ্রায়ন প্রকল্প এলাকাভুক্ত জলাশয়সমূহ।

(খ) অর্পিত এবং পরিত্যক্ত জলাশয়সমূহ।

(গ) ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি), থানা নির্বাহী অফিসার এবং জেলা প্রশাসক এর অফিস সংলগ্ন সরকারী খাস জলাশয়সমুহ।

(ঘ) সর্বধারণের ব্যবহার্য বা পাবলিক ইজমেন্টের জন্য ব্যবহৃত জলাশয়সমূহ।

(ঙ) সিটি কর্পোরেশনের ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত তাহাদের নিজস্ব জলাশয়সমূহ।

(৮) জলাশয়গুলির ইজারা মূল্য ইতঃপূর্বে দেওয়া ইজারার শেষ বৎসরের ইজারা মূল্য কমপক্ষে ১৫% বেশী হইতে হইবে। এই ইজারা মূল্য ইজারা মেয়াদের প্রতি বৎসরে যথারীতি পরিশোধ করিতে হইবে। ১ম বৎসরের ইজারা মূল্যের ৫০% অর্থ নিলাম শেষ হওয়ার সাথে সাথে সকল দরদাতাকে তাৎক্ষণিকভাবে জমা দিতে হইবে এবং অবশিষ্ট ৫০% অর্থ পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। অন্যথায় জমাকৃত ৫০% অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে এবং প্রস্তাবিত ইজারা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। ইজারার সম্পূর্ণ অর্থ আদায়ের পর এবং প্রস্তাবিত ইজারার মেয়াদ আরম্ভ হইবার পূর্বে ইজারাদারকে (যুব ও যুব-মহিলা সমবায় সমিতিকে) নির্ধারিত ফরমে (ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল এবং বর্তামানে থানা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিপত্র মোতাবেক) চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে হইবে। চুক্তিপত্র সম্পাদন ব্যতী

জলাশয়ের দখল দেওয়া যাইবে না। ইজারা মেয়াদ ২য় ও তৎপরবর্তী বৎসরসমূহের ইজারা মূল্য সেইসব বছর শুরু হওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ পূর্ববর্তী বৎসর শেষ হইবার পূর্বে অবশ্যই পরিশোধ করিতে হইবে। নতুন ইজারা পূর্ববর্তী ইজারার মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে অবশ্যই সম্পাদন করিতে হইবে।

(৯) ৮নং অনুচ্ছেদ দেওয়া নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী ইজারা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের ইজারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইবে এবং জলাশয়সমূহ অবিলম্বে পুনারয় ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১০) ইজারাকৃত জলাশয়সমূহ কোনভাবেই সাব-লীজ দেওয়া যাইবে না। কোন জলাশয় সাব-লীজ দেওয়া হইলে বা জলাশয়ের ইজারা চুক্তি শর্তসমূহ অথবা এই নীতিমালা কোনভাবে লঙ্ঘন করা হইলে ইজারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে এবং জলাশয়গুলি বিলম্ব না করিয়া নতুনভাবে পুনরায় ইজারা দিতে হইবে।

(১১) প্রাথমিক ও পরীক্ষামূলকভাবে জলাশয়গুলি ৩ হইতে ৫ বছর মেয়াদের জন্য ইজারা দেওয়া হইবে।

(১২) ইজারালব্ধ অর্থ হইতে নিলাম প্রক্রিয়া বাবদ ন্যূনতম ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অবশিষ্ট ইজারা মূল্যের "৭-এল,আর" খাতে জমাপূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয়কে প্রদান করিবে এবং আর বাকী অবশিষ্ট ইজারা মূল্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রদান করিবে।

(১৩) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত দেশের অন্যান্য এলাকার ২০ একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয়সমূহ নিম্নলিখিত কমিটির মাধ্যমে ইজারা দেয়ার ব্যবস্থা করিবেঃ

(১০ কমিটি গঠনঃ

(ক) থানা নির্বাহী অফিসার	আহবায়ক
(খ) সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
(গ) থানা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(ঘ) থানা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(ঙ) থানা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

(যে থানায় যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা নাই সেই থানার পার্শ্ববর্তী থানার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করিবে)

(চ) একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী	সদস্য

(যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)

উপরের কমিটি গঠনের বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আলাদাভাবে বিজ্ঞপ্তি জারী করিবে।

(২) কমিটির কার্যপরিধিঃ

কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হইবেঃ

(ক) কমিটির পক্ষে থানা নির্বাহী অফিসার ২০ একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয়সমূহ নিবন্ধনকৃত যুবও যুব-মহিলা সমবায় সমিতির মধ্যে ইজারা দেওয়ার জন্য দরপত্র আহ্বান করিবে।

(খ) উপরে বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী দরপত্রে অংশগ্রহণকারী নিবন্ধনকৃত যুব ও যুব-মহিলা সমবায় সমিতির মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতাকে জলাশয় ইজারা প্রদান করিবে।

(গ) জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণকল্পে ইজারাগ্রহণকারী যুব ও যুব-মহিলা সমবায় সমিতিসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করিবে।

(ঘ) জলাশয়সমূহ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার হইতেছে কিনা তাহা সময় সময় পরিবীক্ষণ করিবে।

(ঙ) কোন ইজারাগ্রহীতা এই নীতিমালার বা ইজারাচুক্তির কোন শর্ত ভংগ করিলে ইজারা বাতিলপূর্বক অবিলম্বে জলাশয়সমূহ নতুনভাবে পুনরায় ইজারা দেয়ার ব্যবস্থা করিবে।

(চ) ইজারা কার্যক্রম পূর্ববর্তী বৎসরের ১লা মাঘের পূর্বে/মধ্যে শুরু করিয়া ৩০শে ফাল্গুনের মধ্যে সমাপ্ত করিবে।

(ছ) কমিটি কোন সমস্যার সম্মুখীন হইলে তাহা সমাধাকল্পে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিবে।

(১৪) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশনের ভৌগলিক সীমারেখরার মধ্যে অবস্থিত ২০

একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয়সমূহ নিম্নোক্ত কমিটির মাধ্যমে ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেঃ

(১) কমিটির গঠনঃ

(১) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	আহবায়ক
(২) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(৩) জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(৪) জেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব
(৫) সহকারী কমিশনার (ভূমি) (জেলা, প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৬) একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

উপরের কমিটি গঠনের বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আলাদাভাবে বিজ্ঞপ্তি জারী করিবে।

(২) কমিটির কার্যপরিধিঃ

কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হইবেঃ

(ক) কমিটির পক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ২০ একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয়সমূহ নিবন্ধনকৃত যুব ও যুব-মহিলা সমবায় সমিতির মধ্যে ইজারা দেওয়ার জন্য দরপত্র আহ্বান করিবে।

(খ) উপরে বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী দরপত্রে অংশগ্রহণকারী নিবন্ধনকৃত যুব ও যুব-মহিলা সমবায় সমিতির মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতাকে জলাশয় ইজারা প্রদান করিবে।

(গ) জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণকল্পে ইজারা গ্রহণকারী যুব ও যুব-মহিলা সমবায় সমিতিসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করিবে।

(ঘ) জলাশয়সমূহ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার হইতেছে কিনা তাহা সময় সময় পরিবীক্ষণ করিবে।

(ঙ) কোন ইজারাগ্রহীতা এই নীতিমালার বা ইজারাচুক্তির কোন শর্ত ভংগ করিলে ইজারা বাতিলপূর্বক অবিলম্বে জলাশয়সমূহ নতুনভাবে পুনরায় ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে।

(চ) ইজারা কার্যক্রম পূর্ববর্তী বৎসরের ১লা মাসের পূর্বে/মধ্যে শুরু করিয়া ৩০শে ফাল্গুনের মধ্যে সমাপ্ত করিবে।

(ছ) কমিটি কোন সমস্যার সম্মুখীন হইলে তাহা সমাধাকল্পে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করিবে।

স্বা/-দাউদ-উজ-জামান চৌধুরী
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)।

স্মারক নং-ভুঃমঃ/শা-৭-বিবিধ-৪৭/৯৭/৬০৫(৯৯৫) তারিখ ঃ ৩০-১০-১৯৯৭ইং
১৫-০৭-১৪০৪ বাং

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
২। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রাণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রাণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় কমিশনার,..... বিভাগ.....।
৫। জেলা প্রশাসক, ...।
৬। থানা নির্বাহী অফিসার,.....জেলা.....।
৭। সহকারী কমিশনার ৭(ভুমি),..... জেলা.....।

স্বা/-(আহমেদ উল্লাহ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ভুমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

নং বিজাখস/অপ-(৩)এমএল-৫/৯৮/৬৫ তারিখঃ ১৬-০৩-১৯৯৮ ইং
০২-১২-১৪০৪ বাং

বিষয় ঃ ভূমির উপরিস্থিত খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সরকারের রাজস্ব আদায় নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে গঠিত কমিটির সুপারিশ।

নির্দেশক্রমে উপরোক্ত বিষয়ে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশসমূহ সরকার কর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(ক) যে সকল ভূমি ইতিমধ্যে খনিজ সম্পদ এলাকা হিসাবে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক চিহ্নিত হয়েছে উহা খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিএমডি The Mines And Minerals Rules 1968 (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫ সন পর্যন্ত সংশোধিত) মোতাবেক লীজ প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

(খ) যে সকল এলাকা মূল্যবান খনিজ সম্পদ হিসাবে বিএমডি কর্তৃক যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ইজারা প্রদানের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে সে সকল এলাকা প্রচলিত বিধি অনুযায়ী বিএমডি খনিজ সম্পদ উত্তোলনের জন্য ইজারার আবেদন বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করবে। তবে কোন এলাকা যদি জেলা প্রশাসক কর্তৃক ইতঃপূর্বে নিলাম প্রদান করা হয়ে থাকে তাহলে বাংলা ১৪০৫ সাল ও তৎপরবর্তী সময়ে এলাকাসমূহ নিলাম প্রদান করা হতে জেলা প্রশাসক বিরত থাকবেন। ১৪০৫ বাংলা সাল হতে এ সকল এলাকা ব্যুরোর ইজারা গ্রহীতাগণ অন্তর্ভুক্ত হবে। কোয়ারী ইজারা মঞ্জুরীর অনুলিপি বর্তমানের ন্যায় বিএমডি জেলা প্রশাসকগণের নিকট প্রেরণ করবে।

(গ) যে সমস্ত এলাকা এখন পর্যন্ত খনিজ সম্পদ এলাকা হিসাবে বিএমডি কর্তৃক চিহ্নিত করা হয়নি, উক্ত ঐলাকাসমূহ চিহ্নিত না হওয়া পর্যন্ত এস,এ এন্ডটি এ্যাক্ট, ১৯৫০ অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় জেলা প্রশাসকগণ বাৎসারিক ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করবেন।

(ঘ) ভবিষ্যতে কোন এলাকা বিএমডি কর্তৃক গবেষণার/জরীপের মাধ্যমে খনিজ সম্পদ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত হলে উক্ত এলাকার ভূমি বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত হিসাবে পরিগণিত হবে এবং সে ক্ষেত্রে বিএমডি কর্তৃক বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে লীজ প্রদান করা হবে।

(ঙ) উত্তোলিত খনিজ পদার্থের উপর ধার্যকৃত রয়েলটির ১% অর্থ সরকারী খাসজমির মালিকানা হিসাবে "৭-এলআর" সরকারী খাতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন জমা দেয়া হবে এবং অবশিস্ট ৯৯% অর্থ খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ১৯৬৮ অনযায়ী "৫১-খনি ও খনিজ দ্রব্য" শিরোনামে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা করা হবে।

২। ইহা অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বা/-(মোঃ আজহারুল ইসলাম)
যুগ্ম-সচিব।
ফোন নং-৮৬৬১১৪

বিতরণঃ

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল।
৪। মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৫। জেলা প্রশাসক (সকল)
.....।
৬। পরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৮। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
১০। সংশ্লিষ্ট নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৭

স্মারক নং-ভূঃমঃ-৭-বিবিধ-১৮/৯৭/৯৬(৬৪), তারিখঃ ১৩/০৪/১৯৯৮ ইং
৩০/১২/১৪০৪ বাং

প্রাপক- জেলা প্রশাসক (সকল)

দৃঃ আঃ-ঢাকা/নাঃগঞ্জ/ফেনী/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/সিলেট/মৌলভীবাজার/সুনামগঞ্জ/পঞ্চগড়/শেরপুর/মাগুরা/ফরিদপুর/জামালপুর

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৬-৩-৯৮ ইং তারিখে জিাখস(প্রঃ/অপা-৩)/এমএল-৫/১৮/৬৬ নং স্মারকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। উক্ত স্মারকের 'গ' অনুচ্ছেদের বর্ণিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। 'গ' অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

যে সমস্ত এলাকা এখন পর্যন্ত খনিজ সম্পদ এলাকা হিসাবে বিএমডি কর্তৃক চিহ্নিত করা হয়নি, উক্ত এলাকাসমূহ চিহ্নিত না হওয়া পর্যন্ত, এস,এন্ড,টি এ্যাক্ট ১৯৫০ অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় জেলা প্রশাসকগণ বাৎসরিক ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করবেন।"

খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয় কর্তৃক জারীকৃত ১৬-৬-৯৮ ইং তারিখে বিজাখস (প্রঃ/অপা-৩)এস এল-৫/৯৮/৬৬ নম্বর অপর স্মারকের মাধ্যমে নিম্নলিখিত জেলা, থানা ও মৌজায় অবস্থিত বালু ও পাথর মহাল সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ ইজারা দিতে পারবেন না। এ সকল বালু ও পাথর মহালের ইজারার বিষয়ে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত, খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবেঃ

জেলা	থানা	মৌজা
ঢাকা	কেরানীগঞ্জ	ধলেশ্বর, নায়াটোলা, হাজারীবাগ, মীরেরবাগ, ইকারিয়া, মিরেরগঞ্জ, আইল বহর ও কদমতলী।
মুন্সিগঞ্জ	গজারিয়া	সিকিরগাঁও, চরবেতাকী, নয়ানগর, ঘাটপাড়া, রমজানবেগ, নিজকাকীপুরা, শেখদি, ধনবাগ, চরনাস্তি, আশ্রাফদী, জামালদী, রায়পাড়া, তেতইতলা।
	মুন্সিগঞ্জ সদর	ইমামচর, তিলাদ্দী, কুমারীয়া
	সিরাজদিখান	চান্দেরচর, বালুরচর, মহেশখালী
নারায়নগঞ্জ	সোনারগাঁও	চরলাউয়াদি, চররমজান, সোনাউল্লাহ, সাপমারাচরেরগাও ধর্মাদি, চরহোগলা, নুনেরতাক
নারায়নগঞ্জ	আড়াইহাজার	ডেংগুরকান্দি, কমলাপুর, চরককমলাপুর, নয়ানগর
নারায়নগঞ্জ	ফতুল্লা	চরবক্তবলী
ময়মনসিংহ	ত্রিশাল ও নান্দাইল	বিয়ারা ও চরভেলামারী

শেরপুর	ঝিনাইগাতী	রাংটিয়া, গুরুচরনদুধনই, হালচাটি, সন্ধ্যাকুড়া, গান্ধিগাও, শালকোড়া, বারুয়ামারী, তাওয়াকুচা।
	নালিতাবাড়ী	বাতকুচি, পোড়াগাও, দাওধারা, দাওধারাকটাবাড়ী পাড়া, বুরুংগা, সমচুড়া, খলচদা।
জামালপুর	জামালপুর	যথার্থপুর
চট্টগ্রাম	আনোয়ারা	বদ্দর, বৈরাগ
	রাউজান	নোয়াপাড়া
	চানগাও	খিদিরপুর
	রাংগুনিয়া	মধ্যয়াগড়া, শিলক, সরপভাটা, কোদালা
	বোয়ালখালী	কধুরখিল, চরবেতাগী, পশ্চীম গোমদন্ডী
	মিরসরাই	জয়পুর, পূর্বজোয়ার, পশ্চিম্ লিনগর, কাটা পশ্চিম জোয়ার, ডালি নগর, ছক্তরুয়া ও গেয়ামারী, কাটা পশ্চীম জোয়ার, জয়পুর
	লোহাগড়া	চরম্বা, তেলিবীলা
	পটিয়া	বাহুলী, ভাংগরচর, দক্ষিন হালীশহর, মধ্যহালিশহর
কক্সবাজার	রামু	ধোয়াপালং, দক্ষিন মিঠাছড়ি, ধেছুয়া পালং
	কক্সবাজার	মাছুয়াখালী
ফেনী	ছাগলনাইয়া	জয়চান্দপুর
	পরশুরাম	দৌলতপুর, পিলখা, নিলখী
কুমিল্লা	হোমনা	ঢায়ানিয়া, দড়িচর, সেনেরচর
	চৌদ্দগ্রাম	জাংগলী, খিলপাড়া, শাহাপুর, তিলনারী, কৃষ্ণপুর, জগৎরামপুর, চরলক্ষীপুর, চান্দুল, পূর্ববেলঘর, সাসীগ্রাম, কাশীপুর, চগমহনপুর, পরানপুর, আব্দুল্লাপুর, হাসীমপুর, কাঠালিয়া
মৌলভীবাজার	শ্রীমংগল	জিলাদপুর, ভুরভুরি টি গার্ডেন
সিলেট	কানাইঘাট	সাউদগাম, বরগ্রাম
	ছাতক	উত্তরনিজগাও
	গোয়াইনঘাট	উত্তরপ্রতাবপুর, কুলুমছড়া, মনাইকান্দি, চাউলাখেল, চাউরাখেল, বগাবাড়ী, টোধিরকান্দি, চালতাবাড়ী, রাতারগুল
	জৈন্তাপুর	শ্রীপুর পাহাড়, শ্রীপুর, আসামপাড়া, ঢুপি, সরুফৌদ, জৈন্তাপুর, নিজপাট, লক্ষীপ্রসাদ, নয়াগাতী, হেলীরাই
	সিলেট সদর	ছালিয়া, কেওয়াছড়া টি-গার্ডেন
	কোম্পানীগঞ্জ	কালাসাদেক, ভাটরাই, কালাইরাগ, ঢিকাঢুরা, বনপুর, লামাগাম, তৈমুরনগর

সুনামগঞ্জ	দোয়ারাবাজার	পাড়াপুঞ্জি
পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ	লালডাংগা, শালডাংগা, সুলতানপুর, সোনাপুটা, দেবীগঞ্জ, খোদামারা, দেবীডুবা, দাদারহাট, মোলাদহ, সলিমনগর, আবাদীসুন্দর দীঘী, মালচন্ডী
মাগুরা	শ্রীপুর	ঘাসীয়াল
ফরিদপুর	মধুখালী	মসলন্দপুর
	ফরিদপুর সদর	টেপুরাকান্দী, চরটেপুরাকান্দী

বাদবাকী জেলা/থানা/মৌজাসমূহের পাথর ও বালুমহাল পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত পূর্বের ন্যায় বাৎসরিক ভিত্তিতে ইজারা দিতে হবে।

স্বা/-এ,কে, মোহাম্মদ হোসেন
উপসচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-ভূঃমঃ-৭-বিবিধ-১৮/৯৭/৯৬(৬৪)/১(১১), তারিখঃ ১৩/০৪/১৯৯৮ ইং
৩০/১২/১৪০৪ বাং

অনুলিপি সদয় অবগতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল বিভাগ।
২। মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ ভুতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩। পরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৫। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৭। সংশ্লিষ্ট নথি।

স্বা/-আহমেদ উল্লাহ
সিনিয়র সহকারী সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।